মজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

পঞ্চম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শায়খুল মিল্লাতেউদ্দীন,
ইমামুলহুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত—

জেলা উত্তর ২৪পরগণা বসিরহাট মাওলানাবাগ
নিবাসী খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির
মুবাহিছ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় ছাহেবজাদা হজরত মাওলানা—

মোঃ আবদুল মাজেদ রহঃ এর পুত্র

মোহাম্মদ মনিরুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৭ সাল মূল্য—৩৫.০০ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ☆

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام صلے رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين ☆

مজমুয়া

ফাতাওয়ায়-আমিনিয়া

পঞ্চম ভাগ

১৩৮১। প্রঃ—নামাজ পড়ার সময় মসজিদে উচ্চঃস্বরে কোরআন শরিফ পড়া যায় কি না?

উঃ—কোরআন শরিফ পাঠ জেকরের মধ্যে গণ্য। নামাজীদের নামাজে বিঘ্ন হয় এরূপ আওয়াজে জেকর করা নিষিদ্ধ।

১৩৮২। প্রঃ—রমজানের শেষ দশ তারিখে এক রাত্র দিবসের এ'তেকাফ করা কিম্বা এক প্রহর, দুই প্রহর অথবা এক ঘণ্টা নফল এ'তেকাফ করা জায়েজ কিম্বা গোনাহ?

উঃ—এমাম মোহাম্মদ (রাঃ) এর রেওয়াএতে উহা জায়েজ হইবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে।

—দোর্রোল মোখতার।

১৩৮৪। প্রঃ—স্ত্রীর নানা বিবাহ দিয়াছে, এই কারণে আদালতে তালাকের প্রার্থনা করায় আদালত নেকাহ ভঙ্গের আদেশ দিয়াছে, এই সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি?

উঃ—এখন দেখিতে হইবে নানা নাবালেগা নাতনীর বিবাহ দেওয়াকালে নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ওলী ছিল কিনা। থাকিলে এই

নেকাহ তাহার অনুমতির উপর নির্ভর করিবে। না থাকিলে, জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু কন্যা বালেগা হওয়া কালে নেকাহ কছখ করার অধিকার থাকিবে।

পিতা ও দাদা নাবালেগ কিম্বা নাবালেগার নেকাহ দিলে, তাহাদের বালেগ হওয়ার পরে নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না। আর এতদুভয় ব্যতীত অন্য কেহ নেকাহ দিলে, বালেগ ও বালেগা হওয়া কালো নেকাহ ফছখ করিতে পারিবে, কিন্তু কাজির হুকুমে নেকাহ ফছখ করিতে হইবে। ইহা হেদায়াতে আছে।

যদি সেই নাবালেগা বালেগা হওয়াকালে (হায়েজ হওয়াকালে) কুমারী থাকে, এই অবস্থায় মজলিশের শেষ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিলে আর ফছখ করার অধিকার থাকিবে না। আর যদি তাহার কুমারিত্ব ইতিপূর্ব্বে নষ্ট হইয়া থাকে, কিম্বা কুমারী ছিল, তৎপরে এই স্বামী সহবাসে উহা নষ্ট হইয়া থাকে, পরে ইহার নিকট হায়েজ হইয়া থাকে, তবে মুখে নেকাহ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিলে, কিম্বা স্বামী সহবাসে রাজি হইলে, কিম্বা খোরাক মোহর, গহনা ইত্যাদি তলব করিলে, নেকাহ ফছহ করার অধিকার থাকিবে না। ইহা হইলে নেকাহ ফছখ করিতে পারিবে।

হায়েজ হওয়া মাত্র সে মজলিসে বলিবে, আমি এক্ষণে নেকাহ ফছখ করিলাম, আর এই কথার উপর দুইজন পুরুষলোক, কিম্বা একজন পুরুষ লোক ও দুইজন স্ত্রীলোককে সাক্ষী রাখিবে, তৎপরে কাজির নিকট এই ব্যাপার সাক্ষীদ্বয় সহ উপস্থিথ করিয়া নেকাহ ফছখ করাইয়া লইবে। কাজি ফছখ করাইয়া না দিলে, নেকাহ ফছখ হইবে না।

১৩৮৪। প্রঃ—দাড়ী ছাটা ও তামাক খাওয়া মৌলবির পাছে নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ হইবে।

১৩৮৫। প্রঃ—স্বামী স্ত্রীকে বেটী স্ত্রী স্বামীকে বাপ বলিলে কি হইবে।

উঃ—গোনাহ হইবে, কিন্তু ইহাতে তালাক হইবে না।

১৩৮৬। প্রঃ—স্বামী স্ত্রীকে বলিল, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব, যদি তোমার হাতে খাই, তবে হারাম খাইব। পুনরায় উক্ত স্ত্রীকে লইয়া সংসার করা জায়েজ কি না?

উঃ—ছাড়িয়া দিব বলিলে, তালাক হয় না তাহার হাতে খাইলে কছম ভঙ্গ হইবে, ইহার জন্য দশ জন দরিদ্রকে ফোৎরা পরিমাণ দান করিতে হইবে।

১৩৮৭। প্রঃ—জমির মূল মালিক হিন্দু জমিদারের অধিনস্থ, কোন মুছলমান জোতদার যদি তাঁহার জোতাধীন একখণ্ড জমি ইদগাহের জন্য ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে তাহাতে ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে, ঈদগাহ ও মছজেদ নির্ম্মানের জন্য নিষ্কর জমি হওয়া শর্ত্ত নহে।

১৩৮৮। প্রঃ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদের জামাত ভাঙ্গিয়া (যাহা অধিকাংশ নিষ্কর জমিতে ছিল), হিন্দু জমিদারের অধিনস্থ মুছলমান জোতদার প্রদত্ত জমিতে একত্রিত করিয়া ঈদের নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—আমাদে দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদগাহ প্রায় কলহ মূলে ও সুনাম অর্জ্জন উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, এই হেতু তৎসমস্ত ভাঙ্গিয়া বিরাট জামায়াত উপরোক্ত জমিতে স্থাপন করা জায়েজ হইবে।

১৩৮৯। প্রঃ—ঈদগাহ হইতে দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিভিন্ন জামায়াতের লোককে শীঘ্র আসার জন্য অথবা সময় জ্ঞাপনের নিমিত্ত সঙ্কেত স্বরূপ (আতশ বাজীর উদ্দেশ্যে নহে) তোপধ্বনি বা মাটিতে গাদা বন্দুকের আওয়াজ করা কি?

উঃ—যখন ঈদের জন্য আজান দেওয়া বেদয়াত, তখন উক্ত আওয়াজ করা বেদয়াত, অপব্যয় ও নাজায়েজ হইবে।

১৩৯০। প্রঃ—ঈদগাহে এছলামী পতাকা হাতে উচ্চৈঃস্বরে তকবির ধ্বনি করিতে করিতে বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন জাময়াত মিছিল ধরিয়া আসিতে পারে কিনা? পারিলে, ইদগাহে আসার সময়ে তকবির বলা যে ওয়াজেব তাহা আদায় হইবে কি না?

উঃ—ইহাতে ঈদের তকবিরের ব্যাঘাত হইয়া থাকে, কাজেই উপরোক্ত প্রকার মিছিল করিয়া আসিবে না।

১৩৯১। প্রঃ—নাবালেগের তরফ হইতে ইদোজ্জোহার কোরবাণী করা ওয়াজেব কি না?

উঃ—ওয়াজেব নহে।

১৩৯২। প্রঃ—৭টি পরিবারের ৭জনের নামে একটি গরু কিম্বা একটি উট কোরবাণী করা যায় কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৩৯৩। প্রঃ—স্ত্রীর তরফ হইতে স্বামীর পক্ষে ঈদের কোরবাণী করা ওয়াজেব কি না?

উঃ—ওয়াজেব নহে, স্ত্রীর উপর কোরবাণী ওয়াজেব হইলে, সে স্বামীর নিকট হইতে মোহরের টাকা লইয়া উহা আদায় করিবে। ওয়াজেব না হইলেও যদি স্বামী তাহার মত লইয়া নিজের তরফ হইতে তাহার কোরবাণী করে তবে ভাল কথা।

১৩৯৪। প্রঃ—একটি পরিবারের ৭জনের অধিক বালেগ লোকের জন্য একটি গরু কিম্বা একটি উট কোরবাণী করা যথেষ্ট হইবে কি না?

উঃ—৭জনের যথেষ্ট হইবে, ৭জনের অধিক লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে না।

১৩৯৫। প্রঃ—স্ত্রীর দুধ খাওয়া স্বামীর পক্ষে কি?

উঃ—হারাম, ইহাতে নেকাহ নষ্ট হইবে না, কিন্তু মহা গোনাহগার হইবে। উভয়ের তওবা করা উচিত।

১৩৯৬। প্রঃ—গাঁজা মদ ও আফিন বিক্রেতা, সুদখোর ও অমুছলমান প্রদত্ত অর্থ মাদ্রাসা বা মক্তবে ব্যায় করা কি?

উঃ—কোন হারাম অর্থ মাদ্রাসা বা মক্তবের ব্যয় করা জায়েজ নহে।

১৩৯৭। প্রঃ–মহসিন ফাণ্ডের টাকা যাহা গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে সুদী কারবারে বর্দ্ধিত, তাহা হইতে প্রদত্ত বৃত্তি বা সাহায্য ইত্যাদি বহন করা কি?

উঃ—হাজী মহসিন সাহেব জামিদারি ও বহু নগদ টাকা গভর্ণমেন্টের হস্তে অক্ফ স্বরূপ দান করিয়া গিয়াছেন, জমিদারির আয়ের টাকা হালাল, উহা দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান না হইলে, অক্ফকারির অক্ফের শর্ত্তানুসারে আসল টাকা হইতে ব্যয় হইবে। যদি গভর্ণমেন্ট সুদ লইয়া থাকে, তাবে সে জন্য হাজি মহসিন ও ছাত্রেরা দায়ী হইবে না।

১৩৯৮। প্রঃ—সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া বার্ষিক যে সুদ পাওয়া যায়, তাহা খাওয়া যাইবে কি না? খাওয়া না গেলে তাহা উঠাইয়া কোন সৎকাজে দেওয়া উচিত না পোষ্ট অফিসকেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত? জনরব যে উক্ত রূপ পরিত্যক্ত অর্থ খৃষ্টান মিশনে প্রেরিত হয়। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত সুদের টাকা এছলাম বিরোধী খৃষ্টান মিশনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যায়িত হওয়া অপেক্ষা আমাদের কোন সৎকার্য্যে ব্যায়িত হওয়া উচিত কি না?

উঃ—খোদা কোরআনে সুদ খাওয়া হারাম বলিলেও উহার অর্থ (সুদের টাকা) খাওয়া, জমি খরিদ করা, দান করা সমস্তই হারাম করিয়াছেন, ইহা এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। কাজেই সুদের টাকা লইয়া যে কোন কার্য্য করিবে, উহা

হারাম হইবে। পাস বহিতে সুদ লইবে না, লিখিলে সুদ হইবে না, কিছু না লিখিলে সুদ চলিতে থাকিবে, এবং সে ব্যক্তি সুদখোর বলিয়া গণ্য হইবে। সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে মুসলমানেরা সুদ গ্রহণ করে না, এই জন্য কয়েক লক্ষ টাকা পোষ্টাফিসে জমা রহিয়াছে, যদি উহা খৃষ্টান মিশনারিদিগকে দেওয়া হইত, তবে টাকাগুলি জমা থাকিবার রিপোর্ট বাহির হইত না। যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, টাকাগুলি এইরূপ কার্য্যে ব্যয় করা হয়, তবে সে জন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী হইবে, মুসলমানগণ কি জন্য দায়ী হইবেন? হিন্দু জমিদারেরা মুছলমান প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া উহার কতকাংশ প্রতিমা পূজা, মদ, ব্যাভিচার ও গান বাদ্যে ব্যয় করিয়া থাকে। ইহার জন্য খাজনা দাতা মুছলমানগণ দায়ী নহে। এই প্রকার গভর্ণমেণ্ট ও যদি মুছলমান প্রজার নিকট হইতে সেল ট্যাক্স বাবদ সংগৃহীত অর্থের দ্বারা মুছলমান বিরোধী কোন অন্যায় পথে ব্যায় করেন, তজ্জন্য মুছলমানের কোন অপরাধ হইতে পারে না।

১৩৯৯। প্রঃ—কোন ব্যক্তি নিজের অভ্যাস লব্ধ কৃতিত্ব যথা, লাঠিখেলা, ফুটবল খেলা, কুস্তি, উগ্র বিষপান ও কাঁচের গ্লাস, পেরেক, রেজারব্লেড, জীবিত বিষধর সর্প ও জীবন্ত খাসি বা মোরগ ইত্যাদি ভক্ষণ করার ক্রীড়া প্রদর্শন দ্বারা তাহার অর্জ্জিত অর্থের কিছু অংশ যদি কোন মাদ্রাছা বা মক্তবের কাজে লাগান, জায়েজ হইবে কি না? এবং তদুদ্দেশ্যে উক্তরূপ ক্রীড়া প্রদর্শনের স্থান পড়াশুনার জন্য ব্যতীত অন্য সময়ে মাদ্রাসা বা মক্তবের ঘরে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে কি না? উক্তরূপ খেলা দেখাই বা জায়েজ কি না?

উঃ—উহাকে শো'বাদা বলা হয়, এইরূপ কার্য্য একপ্রকার জাদু, ইহা হারাম, ইহা দ্বারা অর্জ্জিত পয়সাও হারাম, মাদ্রাছাও মক্তবে উহা ব্যয় করা হারাম। উহার জন্য স্থান দেওয়া হারাম। উহা দেখা হারাম। —শামী প্রথম খণ্ড।

১৪০০। প্রঃ—দেন মোহর মাফ লইবার পূর্বে স্বামী কিম্বা স্ত্রীর মৃত হইলে, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—স্বামী মরিয়া গেলে, তাহার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে। স্ত্রীর মৃতু হইলে, তাহার ওয়ারেছ গণকে উহা দিতে হইবে।

১৪০১। প্রঃ—স্ত্রীলোকের হজ্জ করা ফরজ কি না?

উঃ—তাহার ও তাহার সঙ্গী একজন মহরমের ব্যয় সংগ্রহ হইলে, ফরজ হইবে। ইহা না হইলে, ফরজ হইবে না।

১৪০২। প্রঃ—মোরদাকে দফনকরিয়া গোরের কোন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দোওয়া করিতে হইবে?

উঃ—পশ্চিম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দোয়া করা ভাল। যদি পশ্চিম পার্শে স্থান না থাকে, তবে যে কোন দিকে দাঁড়াইতে পারে।

১৪০৩। প্রঃ—মজহাব অমান্যকারিদের পিছনে হানাফীদের নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—আলমগিরি, ১।৮৮ পৃষ্টা,—

ولا تجوز خلف الواضى و الجمهى و القدرى و المشبهة ومن يقرل بخلق القران ☆

"রাফিজি, জাহমি, কদরি, মোশাব্বেহা এবং যে ব্যক্তি কোরআনকে সৃজিত পদার্থ বলে, তাহার পশ্চাতে নামাজ জায়েজ নহে, এদেশস্থ মজহাব অমান্যকারিগণ উল্লেখিত ফেরকাজেদর মত ধারণ করে, এই হেতু তাহাদের পশ্চাতে নামাজ জায়েজ নহে।

১৪০৪। প্রঃ—একটি লোকের ছেলে মেয়ে না হওয়ায় সে ইহার জন্য একটি দুম্বা আল্লাহতায়ার রাহে মান্নত করিল, আল্লাহ তাহাকে একটি মেয়ে দান করিলেন। মান্নতকারীর অবস্থা এখন খুব খারাপ. ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—লোকের নিকট হইতে ছওয়াল করিয়া মান্নত আদায় করিবে।

১৪০৫। প্রঃ—প্রথম যে স্থানে ঈদের নামাজ পড়া হইত, সেখানে হিন্দুদের একটি বারুণী মেলা হয়, এই সন্দেহে মাঠটি স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানান্তরিত মাঠের মোতাওয়াল্লীর সঙ্গে নানাকারণে গোলমান হইলে, মাঠটি তৃতীয় স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। তৃতীয় স্থানটি হিন্দু জমিদারের খাস জমি ও সন্ন্যাসীতলা নামে অভিহিত। সেখানে গ্রাম্য লোকেরা এখন পাকা মিম্বর তৈয়ার করিয়া নামাজ পাঠ করিতেছে, ইহার হুকুম কি?

উঃ—যে স্থানটি হিন্দু জমিদারের খাস জমি, যতক্ষণ জমিদারের উক্ত স্থানটি মুছলমানদিগের দান না করিবে, কিম্বা মুসলমানেরা তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার স্বত্ব লাভ না করিতে পারিবে, ততক্ষণ তথায় নামাজ পড়া মকরূহ হইবে। মুছলমানগণের স্বত্ব বিশিষ্ট জমি অক্‌ফ করা হইলে, উহা ধ্বংস করিয়া অন্য ঈদগাহ বানান গোনাহ হইবে।

১৪০৬। প্রঃ—কোন নাবালিকা কন্যাকে ৩ বৎসর বয়স কাল তাহার পিতামহ ৭।৮ বৎসর বয়সের ছেলের সহিত বিবাহ দিয়াছে, উক্ত কন্যা এযাবত দাদার বাড়ীতে বাস করিতেছে, এমতাবস্থায় ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত স্বামীর বাড়ীতে যাই নাই, কারণ তাহার স্বামী ৮ বৎসর যাবৎ আসামদেশে বাস করিতেছে। এক্ষণে কন্যা বালেগা হওয়ায় দাদা কর্ত্তৃক বিবাহ অস্বীকার করতঃ স্বেচ্ছামত দ্বিতীয় স্বামী বরণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। শরিয়ত মতে এইরূপ নেকাহ জায়েজ কি না?

উঃ—দাদা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নেকাহ ফছক হইতে পারে না, অন্য নেকাহ জায়েজ হইবে না। অবশ্য খোরপোষের দাবীতে কোর্ট হইতে নেকাহ ফছক করাইয়া লইতে পারে।

১৪০৭। প্রঃ—পীরের মৃত্যুর পর পীরের স্ত্রীকে সাগরিদ নেকাহ করিতে পারে কি না?

উঃ—শরিয়তের জায়েজ হইবে।

১৪০৮। প্রঃ—টাকা ষোল আনা করিয়া পয়সা কিনিয়া এক পয়সা কমে বিক্রয় করিলাম, ইহা কি?

উঃ—জায়েজ নহে। ইহাও এক প্রকার সুদের মধ্যে গণ্য।

১৪০৯। প্রঃ—একজন লোক আমার নিকট হইতে হাটে ব্যবসা করিবার জন্য ১০ টাকা লইয়া গেল এই শর্ত্তে যে, সে হাট করিয়া আমাকে ১০ টাকার ১০ পয়সা লাভ দিয়া যাইবে, উক্ত টাকার লাভ লোকসান তাঁহার, আমার পক্ষে এই পয়সা লওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—সুদ হইবে।

১৪১০। প্রঃ—জনৈক মৌলবি কোরআন এই আয়াতের দৃষ্টান্তে বলেন, কন্যাকে মাতা বলিয়া ডাকা মহাপাপ। এই ফৎওয়া ঠিক কি না? কোরআনের তফছির না জানিয়া মনগড়া অর্থ প্রকাশ করা ও ফৎওয়া দেওয়া কি?

উঃ—প্রত্যেক শব্দের 'হকিকি' (প্রকৃত) ও মাজাজি (অপ্রকৃত) দুই প্রকার অর্থ আছে, গর্ভধারিণী মাতা হাকিকি মাতা, লোকেরা স্ত্রীকে মাতা বলিত, ইহার প্রতিবাদে বলা হইয়াছে, গর্ভধারিণী প্রসবকারিণীগণই প্রকৃত মাতা, কাজেই স্ত্রীকে মাতা বলা অন্যায়।

আর 'মাজাজি' অর্থে একটি স্ত্রীলোককে মাতা বলা জায়েজ হইবে। ইহার প্রমাণ কোরআন পাকে আছে;—

ছুরা নেছা, ৩ রুকু;—

امهتكم التى ارضعنكم ☆

এস্থলে যে স্ত্রীলোকরা শিশুদিগকে দুধ খাওয়াইয়া থাকে, তাহাদিগকে দুধ মাতা বলা হইয়াছে।

ছুরা আহজাব, ১ রুকু;—

و ازراجه امهتهم ☆

"এবং নবি (ছাঃ) এর স্ত্রীগণ মুছলমানদিগের মাতা হইতেছেন।" এস্থলে মাজাজি অর্থে মাতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ছুরা নেছার ৩ রুকু;—

حرمت عليكم امهتكم ☆

এস্থলে তফছির কারকগণ মাতার অর্থ মাতা, দাদী ও নানী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাজাজী অর্থে দাদী ও নানীকে মাতা বলা হইয়াছে।

মেশকাতের একটি হাদীছে আছে, হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আনাছ (রাঃ)কে মাজাজী অর্থে পুত্র বলিয়া ডাকিয়াছিলেন।

ইহাতে বুঝা যাইতেথে যে কন্যাকে মাজাজী অর্থে মা বলাতে দোষ নাই।

১৪১১। প্রঃ—দোস্ত দোস্তের স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে কি না? কাথোপকথন করিতে পারে কি না, উক্ত স্ত্রীলোককে তাহাকে ভাত খাওয়াইতে পারে কিনা?

উঃ—নবি (ছাঃ) এর বিবিদের সঙ্গে উম্মতের দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে, আবশ্যক হইলে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কিছু চাহিতে পারিতেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দোস্তের স্ত্রীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ জায়েজ নহে। তাহা হইলে, বেগানা মেয়েলোক বেগানা পুরুষকে সামনা সামনি কিরূপে ভাত খাওয়াইতে পারিবে?

আবশ্যক হইলে বেগানা পুরুষের সঙ্গে জরুরি কথা বলিতে পারে কিন্তু নরম ও মোহিনী সুরে কথা বলিতে পারে। ইহাতে পুরুষের

মন বিচলিত হইতে পারে। ইহা শামী কেতাব হইতে পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

১৪১২। প্রঃ—কোন কোন মুছলমান প্রথম ধান্য রোপন করা কালে কচু, পাট সিন্দুর, টাকা ও ধান্য একত্র করিয়া রোপন করে ইহা কি?

উঃ—ইহা যদি কোন দেবতার পূজা অর্চ্চনা উদ্দেশ্যে করে, তবে কাফের হইয়া যাইবে। এই উদ্দেশ্য না হইলে হারাম বেদয়াত হইবে।

১৪১৩। প্রঃ—মগরের, এশা ও ফরজ এই তিন ওয়াক্তে উচ্চ স্বরে কেরাত করিতে হয়, জোহর ও আছে আস্তে আস্তে কেরাত করিতে হয়, ইহার কারণ কি? উপরোক্ত তিন ওয়াক্তে আস্তে আস্তে কেরাত করিলে কি হয়?

উঃ—নবি (ছাঃ) এর মক্কা শরিফ, অবস্থান কালে কাফেরেরা জোহর ও আছর এই দুই ওয়াক্তে কেরাত শ্রবণ করতঃ তিরষ্কার ও ব্যঙ্গোক্তি করিত, এই হেতু উহা আস্তে আস্তে পড়ার বিধান হইয়া ছিল, পক্ষান্তরে মগরের, এশা ফজরে তাহারা পানাহার নিদ্রা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকায় উহা করিতে সুযোগ পাইত না, এই হেতু উক্ত তিন ওয়াক্তে উচ্চস্বরে কেরাত করার ব্যবস্থা থাকিয়া গেল। মদিনা শরিফে উক্ত আশঙ্কা তিরোহিত হইলেও পূবর্ব ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। ফেকহের কেতাবে আছে মগরের এশা ও ফজরে জমায়াত হইলে এমামের উচ্চস্বরে কেরাত করা ওয়াজেব উহা ত্যাগ করা মকরুহ তহরিমি। আর একা একা নামাজ পড়িলে উচ্চস্বরে পড়া ও চুপে চুপে পড়া উভয় জায়েজ।

১৪১৪। প্রঃ—হিন্দুর সহিত বন্দুত্ব করা কি?

উঃ—অন্তরের সহিত ভালবাসা নাজায়েজ, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, মৌখিক ভালবাসা দেখান যাইতে পারে।

কোরআনে আছে;—

یا یھا الذین آمنو ا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء ☆

হাদিছে আছে;—

جاء رھط من الیھود الی النبی صلعم فتطلق رسول اللہ صلعم ☆

১৪১৫। প্রঃ—কোন হিন্দু মুছলমানের টুপি কিম্বা পোষাক পরিয়াছিল, সেই টুপি কিম্বা পোষাক ব্যবহার করতঃ মুছলমানের ফরজ নামাজ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—যদি কোন নাপাকির উদ্ভব না হইয়া থাকে, তবে তাহার নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু উহা ধৌত করিয়া লওয়া এহতিয়াত।

১৪১৬। প্রঃ—যে হিন্দু কোন মুছলমানের বিপদ উদ্ধার করিয়া থাকে, তাহার মৃত্যুর পর সেই মুছলমান আল্লাহতায়ার নিকট তাহার মুক্তির জন্য দোয়া করিতে পারে কি না?

উঃ—পারে না, কোরআন শরিফে আছে কাফেরদের গোনাহ মাফির জন্য দোয়া করিও না, ৭০ বার এইরূপ দোওয়া করিলেও তাহাদের গোনাহ মা'ফ হইবে না।

১৪১৭। প্রঃ—কোন হিন্দু মুছলমানদের জন্য নামাজ পড়িবার স্থান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহার নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি, ইহার প্রমাণ ৯৫৪ নম্বর মছলাতে লিখিত হইয়াছে।

১৪১৮। প্রঃ—হিন্দুকে আছছালামো বলা কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি।

১৪১৯। প্রঃ—লোকে বলে নবি (ছাঃ) মক্কা শরিফ হইতে মদিনা শরিফে ১৩ কিম্বা ১৪ কদমে পৌছিয়া ছিলেন, ইহা সত্য কি না?

উঃ—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

১৪২০। প্রঃ—লোকে বলে, চন্দ্রের মধ্যে মানুষ আছে, ইহা সত্য কিনা।

উঃ—ইহা বৈজ্ঞানিকদিগের কল্পিত ধারণা ইহার উপর বিশ্বাস করিতে নাই।

১৪২১। প্রঃ—চিংড়ি মৎস্য খাওয়া কি?

উঃ—হালাল, ইহার প্রমাণ জরুরি মছলা কেতাব বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

১৪২২। প্রঃ—মোহাম্মদ হানিফা খাদ্য খাইতে বসিয়া তাহার স্ত্রীর রূপ দেখিয়াছিল, ইহাতে খোদা নারাজ হইয়া তাহার পাত্র হইতে খাদ্য উঠাইয়া লইয়াছিলেন, এই হেতু তিনি ৩।৪ মাস অনাহারে ছিলেন, ইহা সত্য কিনা?

উঃ—এই সব উক্তির মুলে আদৌ কোন বাস্তবতা নাই।

১৪২৩। প্রঃ—নামাজ পড়ার সময় ডাইন পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলী সরান কি?

উঃ—ইহাতে দোষ হইবে না।

১৪২৪। প্রঃ—জুমার তাহাইয়াতোল অজুর নামাজ ছুন্নত কিম্বা নফল? নিয়ত কিরূপ করিতে হইবে?

উঃ—উহা ছুন্নতে গায়ের-মোয়াক্কাদা, ছুন্নত বলিয়া নিয়ত করিলেও চলে, কেবল তাহাইয়াতোল অজু বলিলেও চলিতে পারে।

১৪২৫। প্রঃ—প্রত্যেক দিবস গো, মহিষ, ছাগল, হাঁস, মোরগ ইত্যাদি হালাল পশুর কিম্বা হালাল পক্ষীর একটি জবাহ করিয়া খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৪২৬। প্রঃ—বাটুল দিয়া হালাল পক্ষী মারিয়া খাওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—এই ভাবে শীকার করা পশু জীবন্ত অবস্থায় জবাহ করিতে পারিলে হালাল হইবে, বিনা জবাহে মরিয়া গেলে, হালাল হইবে না, বন্দুকে মারা পক্ষীর হুকুম অবিকল এইরূপ হইবে।

১৪২৭। প্রঃ—পানিতে প্রস্রাব করা কি?

উঃ—আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা হাদিছ শরিফে নিষিদ্ধ হইয়াছে.

১৪২৮। প্রঃ—নবি (ছাঃ) এর নাম শুনিয়া দরুদ পড়া কি?

উঃ—একবার দরুদ পড়া ওয়াজেব, বারম্বার দরুদ পড়া মোস্তাহাব।

১৪২৯। প্রঃ—আজানের জওয়াব দেওয়া কি?

উঃ—ওয়াজেব।

১৪৩০। প্রঃ—এক ব্যক্তি সামান্য খোঁড়া বলিয়া অনুমতি হয়, সে বহু পথ চালিতে পারে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—জায়েজ।

১৪৩১। প্রঃ—কোন ব্যক্তি যদি মৃতুকালে তাহার ওয়ারেছকে কাফফারা দেওয়ার অছিএত করিয়া যায় কিম্বা ওয়ারেছ ইচ্ছা করিয়া কাফফারা দেয়, তবে এই উভয় প্রকারের কাফফারা গ্রামের মোল্লা, আলেম মক্তবের শিক্ষক লইতে পারে কি না? নুতন নিয়মের ফ্রী প্রাইমারী স্কুলের ঘর বা উহার আসবাব পত্র তদ্বারা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায় কি না?

উঃ—মোল্লা, আলেম বা মক্তবের শিক্ষক ফেৎরা ও কোরবাণির ছাহেবে নেছাব না হইলে, উক্ত কাফফারা লইতে পারিবে, আর ছাহেবে নেছাব হইলে, উক্ত কাফফারা লইতে পারিবে না।

তদ্দারা স্কুলের ঘর প্রস্তুত ও আসবাবপত্র খরিদ করা জায়েজ হইবে না।

১৪৩২। প্রঃ—লায়লী ও মজনুর কথা হাদিছে আছে কি?

উঃ—ইহা একটি প্রণয় ঘটিত ঘটনা, ইহা হাদিছে থাকিবে কেন? গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

১৪৩৩। প্রঃ—বাংলা 'লায়লী মজনু' কেতাবের পরিশিষ্টে আছে হজরত নবি (ছাঃ) নাকি এক দিবস কয়েকজন সাহাবা সহ এক পথ দিয়া গমনকালে হঠাৎ পথিপার্শ্বে মাজনুর কবর হইতে 'লায়লী' ধ্বনি শুনিতে পাইয়া চমকিয়া দাঁড়ান। অতঃপর তিনি মজনুর জন্য দোয়া করেন ও বলেন, যে, "বাবা মজনু" তুমি শান্ত হও, কিয়ামতের দিবস খোদার আরশের নিম্নে লায়লীর সঙ্গে তোমার বিবাহ পড়ান হইবে,' ইহা সত্য কি?

আরও অনেক লোকে বলেন যে, যাহারা জীবনে কোন দিন দাঁড়িতে ক্ষুর বা কাঁচি ইত্যাদি না লাগাইয়াছে, তাহারা কেয়ামতের দিবস লায়লী ও মজনুর বিবাহ দেখিতে পাইবে, ইহা সত্য কি?

উঃ—উভয় গল্প বাতীল, ইহার মুলে কোন সত্যতা নাই।

১৪৩৪। প্রঃ—কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে কোন গ্রাম্য আলেম সাহেবের সমক্ষে তালাক দেয়, উক্ত মোতাল্লাকা স্ত্রীলোক কোন বেগানা পুরুষের বাড়ীতে এদ্দৎতক থাকে, এবং এক অন্নে খাওয়া পেওয়া করে, ঐ বাড়ীতে উক্ত পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন লোক নাই। এদ্দত অন্তে ঐ ব্যক্তির সহিত তাহার নেকাহ হয়। সেই নেকাহের মজলেছে গ্রাম্য মোল্লা সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে তওবা করার আদেশ দেন, তাহাতে সেই ব্যক্তি কতকগুলি লোকের পরামর্শে তওবা করিতে অস্বীকার করায় মোল্লা সাহেব এবং গ্রাম্য কতকগুলি লোক তাহাকে সমাজ চ্যুত করেন এবং বিবাহ পড়ান বন্ধ করে দেন। তৎপরে অন্য একজন মুনশী তাহার বিবাহ পড়াইয়া দেয় এবং তাহার বাড়ীতে পানাহার করে। এক্ষণে সেই নেকাহকারী ও মোল্লার হুকুম কি?

উঃ—বেগানা পুরুষের সহিত বেগানা স্ত্রীলোকের একস্থানে থাকা জায়েজ নহে, ইহাতে জেনা হইয়া থাকে, কাজেই তাহাদের উভয়ের তওবা করা লাজেম, যতদিবস তাহাদের খাঁটি তওবা প্রকাশ না হয়, ততদিবস তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করা জায়েজ নহে। যে মুনশী তাহাদের তওবা ব্যতীত তাহাদের বাটিতে পানাহার করিয়াছে, সে গোনাহগার হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি।

১৪৩৫। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে ৪।৫ বৎসর যাবৎ তাহার শ্বশুরালয়ে রাখে এবং তাহাকে খোরপোষ না দেয় ও তাহার তত্ত্বাবধান না করে, সেই ব্যক্তির ব্যবস্থা কি?

উঃ—কোরআন শরিফের এই আয়াতে স্ত্রীকে এইরূপ অবস্থাতে রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ স্বামী ফাছেক, তাহাকে সমাজে আবদ্ধ রাখা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ স্বামী ফাছেক, তাহাদের সমাজে আবদ্ধ রাখা ওয়াজেব ও তাহার মোল্লাকি মকরুহ।

১৪৩৬। প্রঃ—মৌলুদে দেল পেজির দেল পছন্দ, মৌলুদে ছা'দী ও মৌলুদে বরজঞ্জি প্রভৃতি মৌলুদের কেতাব সম্পূর্ণ ছহিহ কি না?

উঃ—মৌলুদে বরজঞ্জি একজন জবরদস্ত আলেমের লিখিত কেতাব, আরব ও আজমের সকল আলেম উহা পড়িয়া থাকেন, অবশিষ্ট তিন কেতাবের মধ্যে নানা জইফ ও বাতীল কথাও আছে।

১৪৩৭। প্রঃ—সর্ব্ব সাধারণের সম্মতিক্রমে গ্রামের মধ্যস্থলে জুমার মছজেদ প্রস্তুত করা হইল, পরে তাহাতে কোন কোন লোকের অসুবিধা হওয়ায় এই ঘরের ভিটার কিছু মাটি উঠাইয়া লইয়া পুনঃ আর এক স্থান জুম্মাঘর উঠাইলে, ঐ মছজেদটি জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—মছজেদে কায়েম করা হইল. আল্লাহতায়ালার আরশ হইতে 'তাহতাছ-ছারা' পর্যন্ত মছজেদে পরিণত হইয়া যায়, কেয়ামত পর্যান্ত

উহা স্থানান্তরিত করা জায়েজ হইবে না, একটি জেন্দা মছজেদে নষ্ট করিয়া যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয়, উহা নাজায়েজ মছজেদ, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত "একটি ফাতাওয়ায় রদ" কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

১৪৩৮। প্রঃ—স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে কেহ তাহার স্বামীকে এইরূপ প্রলোভন দেয় যে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও তবে আমি আমার কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব। ইহাতে সে রাজি হইয়া গোপনে তাহার স্ত্রীকে তালাকনামা রেজিষ্ট্রী করিয়া দেয়, কিন্তু পরে সেই ব্যক্তি কোন বিষয়ে মনক্ষুন্ন হইয়া তাহার কন্যার সহিত আর বিবাহ দিল না। পরে তালাকের কথা তাহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া সেই বাটি হইতে বাহির হয় নাই। এখন ঐ স্বামী সেই স্ত্রীকে লইতে পারে কি না?

উঃ—যদি তিনি তালাক দিয়া থাকে, তবে বিনা তহলিল তাহাকে লওয়া হারাম ও জেনা হইবে। তহলিলের অর্থ এই — তালাকের এদ্দৎ অন্তে অন্যের সহিত সেই স্ত্রীলোকটি নেকাহ করিবে। এই দ্বিতীয়, স্বামী সঙ্গম অন্তে মরিয়া গেলে কিম্বা তাহাকে তালাক দিলে, এই মৃত্যু কিম্বা তালাকের এদ্দৎ অতিবাহিত হইলে, প্রথম স্বামী তাহার সহিত নেকাহ করিতে পারিবে।

এইরূপ তহলিল না করিয়া বিনা নেকাহ তাহাকে লইলে জেনা হইবে। ইহার বিস্তারিত দলীল 'এছলাম ও মোহামেডান-ল' কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

১৪৩৯। প্রঃ—যে জুমার ঘরে সুদখোরদের অনেক টাকা আছে, উক্ত জুমার ঘরের ব্যবস্থা কি?

উঃ—এইরূপ জুমা ঘরে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি, যদি উক্ত জুমা ঘরটি ছহিহ করার ব্যবস্থা করা হয়, তবে ভাল, নচেৎ মুছল্লিগণ অন্য ছহিহ ঘর প্রস্তুত করিয়া নামাজ পড়িবে।

১৪৪০। প্রঃ—তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে লইয়া বসবাস করাকি?

উঃ—জেনা ও হারাম।

১৪৪১। প্রঃ—পাটে পানি দিয়া এক মণ স্থলে সওয়া মণ করিয়া বিক্রয় করা কি?

উঃ—পাটে স্বেচ্ছায় পানি দেওয়া অর্থ পাটের মূল্যে বিক্রয় করা, ইহা টাকার বরকত কম হইয়া যায়। দুই চারি দিবস পরে উহা কমিয়া এক মণ হইয়া দাঁড়ায়, তখন ক্রেতা ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা নিশ্চয়ই দোষণীয় কার্য্য। আর পাট ধুইয়া ভাল ভাবে শুষ্ক হইতে না হইতে বিক্রয় করার মছলা এই যে, যদি খরিদার উহা জানিয়া শুনিয়া লয়, তবে দোষ হইবে না।

১৪৪২। প্রঃ—পিতা পুত্র একান্নে থাকিয়া সুদের ব্যবসায়ে অর্থ সঞ্চয় করিল, পিতার মৃত্যুর পরে পুত্র কিম্বা পৌত্রাদির জন্য ঐ সুদের মাল-সম্পত্তির হালাল হইবে কি না?

উঃ—হালাল হইবে না ইতিপূর্বে ১২১ নং মছলাতে বিস্তারিত রূপে উহা আলোচনা করা হইয়াছে।

১৪৪৩। প্রঃ—ছোবহানাইর মানত আদায় করিলে, তাহার স্ত্রী মোতাল্লাকা হইবে কি না?

উঃ—এইরূপ মানত করিলে, মানুষ মোশরেক হইয়া যায় এবং তাহার স্ত্রীর নেকাহ ফছখ হইয়া যায়।

১৪৪৪। প্রঃ—কোন ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য লাভের জন্য কিম্বা মৃতের গোর আজব হইতে নাজাতের জন্য ১১।০ সোয়া-এগারো টাকা চুক্তি করিয়া কোরআন খতম পড়ান কি?

উঃ—জায়েজ, ফাতাওয়ার আজিজিয়া ১।৯।

১৪৪৫। প্রঃ—আছেব (জ্বেন দৈত্য) হাজের করিয়া রোগীর অবস্থা অবগত হইয়া তাহার চিকিৎসা করা জায়েজ কি না?

উঃ—কোরআনের আয়ত দ্বারা জ্বেন দৈত্য হাজের করিয়া জ্বেনগ্রস্থ রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করা জায়েজ হইবে। কিন্তু গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করা জায়েজ নহে ও বিশ্বাস করা জায়েজ নহে।

১৪৪৬। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোককে স্বামীর মৃত্যুর এদ্দতের ২৪ দিন বাকি থাকিতে অন্যত্র নেকাহ দেওয়া হইয়াছে। এখন তাহার কি ব্যবস্থা করা যাইবে?

উঃ—উহা জেনা হইবে। এস্থলে উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া উচিত। শরিয়তের কাজি পৃথক করিয়া দিবে, কিম্বা উভয়ের মধ্যে একজন উহা ফছখ করিয়া লইবে। দোর্রোল মোখতা;—

(ويثبت) لكل و احد منهما فسخه ولو بغير محضر من صاحبه دخل بها اولا فى الاصح خروجا عن المعمية بل يجب علي القاضى التفريق يينهما☆

যদি কাজি না থাকে, তবে গ্রামের নেতাগণ পৃথক করাইয়া দিবে, এই পৃথক করাইয়া দেওয়া ওয়াজেব, কিন্তু স্বামী বলিবে, আমি তাহাকে ত্যাগ করিলাম, বা স্ত্রী বলিবে, আমি তাহাকে ছাড়িলাম।

তৎপরে বাকি ২৪ দিবস গত হইলে, তওবা করাইয়া নেকাহ দোহরাইয়া দিবে।

অবশ্য যাহারা এই হারাম নেকাহ হালাল জানিয়া এই কার্য্যে শরিফ হইয়াছে, তাহারা কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কলেমা রদ্দে কোফর পড়াইয়া নুতন মুছলমান করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদের স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ নেকাহকারিদের সামাজিক শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪৪৭। প্রঃ—জানাজার এমাম ব্যতীত মোক্তাদীদের মধ্যে কেহই নিয়ত ও দোয়া জানে না, এমতাবস্থায় জানাজা হইবে কিনা? জানাজায় বেনামাজি দাঁড়াইলে তাঁহার ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—নিয়ত শিক্ষা দিতে হইবে, বিনা নিয়ত জানাজা জায়েজ হইবে না, জানাজার দোয়া পড়া ছুন্নত, উহা পড়িলেও জানাজা জায়েজ হইতে পারে। জানাজায় বেনামাজি দাঁড়াইলে, কোনক্ষতি হইবে না।

১৪৪৮। প্রঃ —সাবালক পুরুষ এবং স্ত্রী দুইজনে বিনা সাক্ষী উকিল মোহর ধার্য্য করতঃ উভয়েরই ইজাব ও কবুল করিয়া বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইল, এইরূপ নেকাহ জায়েজ হইতে পারে কি না?

উঃ—দুইজন সাক্ষী ব্যতীত নেকাহ জায়েজ হইবে না।

১৪৪৯। প্রঃ—নামাজে ছোহছেজদার দরকার হইয়াছে, কিন্তু ভ্রম বশতঃ সমস্ত নামাজ পড়িয়া শেষ করিয়াছে, কিম্বা ছালামের পূর্ব্বে মনে হইয়াছে যে, ছোহছেজদা বাকি আছে। এক্ষেত্রে কি করিতে হইবে?

উঃ—ছালামের পূর্ব্বে ছোহ-ছেজদার কথা মনে পড়িলে, ছোহ ছেজদা করিয়া লইবে। ছালাম ফেরার পরে উহা মনে পড়িলে, নামাজ দোহরাইয়া লইতে হইবে।

১৪৫০। প্রঃ—কোন লোক স্কুল গৃহ নির্ম্মানের জন্য কিছু জমি বোর্ডকে দান করিল। এক্ষণে বোর্ড ঐ জমির মালিক। এমতাবস্থায় সেই জমিতে ঈদগাহ করা কি?

উঃ—মালিকের অনুমতি ব্যতীত তথায় ঈদগাহ করা ছহিহ হইবে না, করিয়া থাকিলে, তথায় নামাজ পড়া মকরুহ হইবে।

১৪৫১। প্রঃ—'ক' 'খ' এর মেয়েকে লইয়া প্রতিপালন করিয়াছে, মেয়ের বিবাহ কালে 'ক' মেয়ের পিতা বলিয়া বিবাহ পড়ান হইয়াছে, ইহা জায়েজ হইয়াছে কি না?

উঃ—পিতার নাম ভুল করিলে, বিবাহ জায়েজ হইবে না। দোর্রোল মোখতার;—

☆ غلط وكيلها بالنكاح فى اسم ابيها بغير حضورها لم يصح ☆

১৪৫২। প্রঃ—ঠিক মগরেবের সময় জানাজা উপস্থিত, জানাজার নামাজ পড়িতে হইলে, মগরেবের নামাজ পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় কি করিতে হইবে?

উঃ—মগরেবের ফরজ প্রথম পড়িতে হয়।

১৪৫৩। প্রঃ—স্ত্রীর পৈত্রিক সম্পত্তি ও পূর্ব্ব স্বামীর প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে স্বামীর বর্ত্তমানে তাহার বিনা হুকুমে কিছু কোন লোককে দান করা কি?

উঃ—দান করা এবং গ্রহণ করা জায়েজ।

১৪৫৪। প্রঃ—বেতেরের নামাজে দোওয়াকনুতের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু পড়া যায় কি না?

উঃ—আল্লাহুম্মাগফেরলি, বা অন্য দোয়া পড়া জায়েজ হইবে।

১৪৫৫। প্রঃ—বে নামাজীর হস্তে তৈয়ারী কোন খাদ্য কিম্বা হিন্দুর কোন বস্তু খাওয়া কি?

উঃ—না খাওয়া অতি পরহেজগারির চিহ্ন।

১৪৫৬। প্রঃ—বিবাহ উপলক্ষে দেবদারুর পাতা এবং রঙ্গিন কাগজ দ্বারা গেট সাজান এবং ফুল ইত্যাদি কাটা কি?

উঃ—কাগজ দ্বারা গেট সাজান ও ফুল কাটা জায়েজ নহে। ইহা এছরাফের মধ্যে গণ্য, ফাতাওয়ায় আজিজি।

১৪৫৭। প্রঃ—এক তরিকা শেষ না হইলে, অন্য তরিকা শিক্ষা করা যায় কি না।

উঃ—জায়েজ।

১৪৫৮। প্রঃ—একজন মুছলমান অন্য বে-নামাজি মুছলমানকে কাফের বলা কি?

উঃ—গালির নিয়তে কাফের বলিলে ফাছেখ হইবে, আর কাফের হওয়া ধারণার কাফের বলিল, কাফের হইবে, ইহা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত। আলমগিরি ২।৩০ ৪।৩০৫।

যে বে-নামাজি নামাজকে ফরজ বলিয়া জানে এবং অন্য কোন শেরক ও কোফর না করে, সে মুছলমান, তাহাকে কাফের বলা যাইতে পারে না। নবাবি শরহে-মোছলেম, ১৬১ শরহে-ফেকহে আকবর, ২১৩।

১৪৫৯। প্রঃ—কোরবাণী দাতাগণের একাংশ বে-নামাজি হইলে, কি হইবে?

উঃ—শেরক ও কোফর না করিয়া থাকিলে, কোরবাণী আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু মকবুল হওয়াতে সন্দেহ আছে। যাহার অংশের গোশত সেই খাইবে।

১৪৬০। প্রঃ—কোন লোক সুদ খাইয়া ও বেশ্যার মাল ঘরে রাখিয়া মরিয়া গিয়াছে, মৃতুর পরে ওয়ারেছগণ উহার কোন ব্যবস্থা করে নাই, এমতাবস্থায় তাহার বাটিতে খাওয়া যায় কি না?

উঃ—যদিও ওয়ারেছগণ সুদ খাওয়া ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সেই হারাম মাল নিজেদের খাওয়া ও লোকগিকে খাওয়ান নাজয়েজ।

১৪৬১। প্রঃ—স্বামী কোফর করাতে নেক বিবির নেকাহ ভঙ্গ হইলে সেই বিধি অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে কি না?

উঃ—যদি স্বামী রদ্দে-কোফর কলেমা পড়িয়া নুতন মুছলমান হয়, তবে সেই বিবি স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে বাধ্য হইবে। আর যদি নুতন মুছলমান হইতে না চাহে, তবে কাজীর হুকুম লইয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

১৪৬২। প্রঃ—জুমার ঘরে সিন্নি ইত্যাদি দিলে, উহা খাওয়া কি?

উঃ—মানসার জিনিষ কেবল দারিদ্রেরা খাইতে পারিবে, ছাহেবে নেছাবগণ উহা খাইতে পারিবে না। বাহরোর-রায়েক।

১৪৬৩। প্রঃ—হিন্দু বা বেশ্যার বাড়ীতে খাসি ক্রয় করিয়া কোরবাণী দেওয়া কি?

উঃ — হিন্দু বাড়ীর খাসী খরিদ করা জায়েজ, বেশ্যার জিনিষ ক্রয় করিবে না।

১৪৬৪। প্রঃ—মছজেদের পার্শ্ব বর্ত্তী লোক মছজেদে তারাবিহ নামাজ ত্যাগ করতঃ বাড়ীতে তারাবিহ পড়িলে, কি হইবে।

উঃ—বাড়ীতে জামায়াত করিয়া পড়িলে জায়েজ হইবে, কিন্তু মছজেদের ছওয়াব হইতে মহরুম হইয়া যাইবে।

১৪৬৫। প্রঃ—জায়নামাজে কোন হিন্দু বসিয়া থাকিলে, ঐ বিছানাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—যদি কোন নাপাকির উদ্ভব না হয়, তবে নামাজ জায়েজ হইবে।

১৪৬৬। প্রঃ—কোন হিন্দু কি সুদখোর পুষ্করিণী কিম্বা কূপ খনন করিয়া দিলে, উহার পানি পান করা এবং উহাতে ওজু করা কি?

উঃ—জায়েজ, কিন্তু তরক্ করা পরহেজগারি।

১৪৬৭। প্রঃ—মোরদারর ললাটে বিছমিল্লাহ লিখিয়া দেওয়া কি?

উঃ—বিনা কালী শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা বিছমিল্লাহ লেখা জায়েজ। কালিদ্বারা কাফনে কিম্বা কাগজে উহা লিখিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ, ইহা শামী কেতাবের এবারত হইতে বুঝা যায়।

১৪৬৮। প্রঃ—যে কোন উপলক্ষে প্রত্যেক জুমার দিন নামাজ অন্তে মিলাদ পড়া জায়েজ কিনা?

উঃ—জায়েজ।

১৪৬৯। প্রঃ—প্রত্যেক নামাজে, বিশেষতঃ ফরজের নামাজে ছুরা ফাতেহার পরে কোরআন শরিফের কয় আয়ত পড়া ফরজ, ওয়াজেব কিম্বা মোস্তাহাব?

উঃ—একটি ছোট ছুরা কিম্বা ৩ আয়াত পড়া ওয়াজেব, কেবল ফরজের শেষ দুই রাকায়াতে ছুরা পড়িবেনা।

১৪৭০। প্রঃ—আছর ও ঈশার ফরজের পূর্ব্বে যে চারি রাকআয়ত ছুন্নত আছে, তাহা কি রূপে পড়িতে হয়।

উঃ—পৃথক পৃথক নামাজ ধরিয়া দুই রাকয়াতে আত্তাহিয়াত্যের পরে দরুদ পড়িতে হইবে।

১৪৭১। প্রঃ—রোজা রাখিয়া পানির ভিতর বাই ছাড়িলে রোজা নষ্ট হয় কি না?

উঃ—নষ্ট হইবে না।

১৪৭২। প্রঃ—তারাবিহ নামাজের প্রত্যেক দুই রাকাত অন্তে জোরে কলেমা তাইয়েবা পড়া কি?

উঃ—কলেমা পড়ায় বাধা নাই, কিন্তু চুপে চুপে পড়িতে হয়।

১৪৭৩। প্রঃ—বস্ত্র বয়নকারী সম্প্রদায়ের আলেমের পশ্চাতে নামাজ জায়েজ কি না? হজরত নবি (ছাঃ) নাকি একজন বস্ত্র বয়নকারির নিকট হইতে কতক নগদ কতক বাকী মুল্যে এক খানি কাপড় ক্রয় করিতে চাহিলে উক্ত ব্যক্তি বলিল, আপনি যেমন মুল্যের কতক দিয়াছেন, তদ্রূপ কাপড় ও মাঝে মাঝে ততটুকু দিব, তদুত্তরে হজরত (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, আমার মুল্য পরিমাণ-কাপড় এক পার্শ্ব দিয়া দাও যাহাতে আমি উহা কোন কাজে লাগাইতে পারি। তাহাতে উক্ত ব্যক্তি রাজি না হওয়ায় হজরত (ছাঃ) অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, কারিগরের (বস্ত্র বয়নকারি সম্প্রদায়ের) পশ্চাতে নামাজ দোরস্ত নাই, যেহেতু তাহারা প্রবঞ্চক। ইহা সত্য কি না?

উঃ—যে কোন সম্প্রদায়ের আলেমের পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ। বস্ত্র বয়ন হালা পেশা, এই পেশার জন্য এমামতের বিঘ্ন হইতে পারে না।

নবি (ছাঃ) এর সহিত একজন বস্ত্রবয়নকারি ব্যক্তির এইরূপ ঘটনা ঘটিবার কথা সম্পূর্ণ জাল, ইহার কোন প্রমাণ গ্রহণ যোগ্য হাদিছে নাই। একজন ছেহাছেত্তা-পাঠকারি আলেমের মুখে এইরূপ জাল কথা হাদিছ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া বড় লজ্জার কথা। হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা কথাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।

উক্ত আলেম সাহেব এই হাদিছের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন?

হজরত আদম (ছাঃ) বস্ত্রবয়নকারি ছিলেন। হজরত কতক ছাহাবা, অনেক মোহাদ্দেছ, মোফাছরের, ফকিহ, পীর বোজর্গ এই সম্প্রদায়ের ছিলেন।

যদি কিছুক্ষণ জন্য আমি উক্ত জাল হাদিছটি ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে একটি লোক হজরতের সহিত বে-আদবি করিলে, সমস্ত সম্প্রদায়ের দোষ কি? অনেক কোরায়শি হজরতের সহিত অভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল, ইহাতে কি সমস্ত কোরাএশীর দোষ হইবে?

একজন বস্ত্রবয়নকারি দোষ করিলে, যদি সমস্ত বস্ত্রবয়নকারি আলেমের পাছে নামাজ নাজায়েজ হয়, তবে কোন কোরাএশীর পাছে নামাজ নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া যুক্তি সঙ্গত হইবে কি না? বস্ত্রবয়নকারি ব্যক্তি ত হজরতের হত্যা করিতে উদ্যত হয় নাই, কিন্তু কোরায়শিগণ ত হজরত নবি (ছাঃ) কে হত্যা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল, তাহাতে কত কষ্ট দিয়াছিল। একজন বস্ত্রবয়নকারি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকিলে, যদি সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রবঞ্চক হওয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে হজরত আদম (আঃ), ছাহাবা পীর, ওলী ও প্রবীন প্রবীন

আলেমগণের উপর কি উক্ত প্রকার দোষারোপ করা প্রতিপন্ন হয় না?

প্রত্যেক কার্য্যে প্রবঞ্চনা হইতে পারে, এক্ষেত্রে কেবল বস্ত্র বয়ন পেশার উপর এইরূপ হুকুম করা কি সঙ্গত হইতে পারে? হজরত নবি (ছাঃ) বড় বড় প্রাণ হত্যাকারি লোককে ক্ষমা করিয়া দিয়া ছিলেন, তিনি কি এইরূপ বে-আদবিকারিকে ক্ষমা করিতে পারিলেন না?

উপরোক্ত বিবরণে হাদিছটির জাল হওয়া অকাট্য ভাবে প্রমাণিত হইল।

একজন আলেমকে এইরূপ অজুহাত পেশ করিয়া এমামতের আযোগ্য প্রতিপন্ন করিতে গেলে, তাহাকে অবমাননা করা হয় কি না?

☆ اهانة العلماء كفر ☆ আশবাহ আন্নাজায়ের, এই কথাটি ছেহাছেত্তা পাঠক সাহেবের কি স্মরণ নাই?

১৪৭৪। প্রঃ—নুতন পুকুর কাটিয়া তাহার মাঝখানে একটি বাঁশ পুতিয়া উহার অগ্রভাগে একখানি রুমাল বাঁধিয়া দেওয়া কি?

উঃ—ইহা বেদয়াত রীতি।

১৪৭৫। প্রঃ—আকিকা উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনের একটি হইতে নেছার গ্রহণ করা কি? উক্ত অবস্থায় আকিকা করা কি?

উঃ—উহা জরুরি রীতি জানিলে, রাছমি বেদয়াত হইবে, জরুরী না জানিলে, দোষ হইবে না।

১৪৭৬। প্রঃ—নববধু আনিবার সময় বা অন্য কোন উৎসবে একজন 'বল মমিন' অন্যান্য সকলে আল্লাহ আল্লাহ বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৪৭৭। প্রঃ—কন্যার বিবাহ উপলক্ষে জামতার নিকট হইতে খরচ বাবদ কিছু টাকা পয়সা গ্রহণ করা জায়েজ কিনা? কন্য পক্ষ উক্ত টাকা দ্বারা বরযাত্রী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইলে কি হইবে?

উঃ—উক্ত টাকা পয়সা পণের মধ্যে গণ্য হইবে।

و من السحت يا خذه الصهر من الختن بسبب بنته و لو بطيت نفسة☆

শামী, ৫ খণ্ড।

তদ্বারা লোকজনকে খাওয়ান নাজায়েজ। এরূপ হারাম বস্তু বিছমিল্লাহ বলিয়া খাওয়াতে কোফরের আশঙ্কা আছে।

১৪৭৮। প্রঃ—ধান্য সুপারি পাড়িয়া উহার অংশ দ্বারা বেতন গ্রহণ করা কি?

উঃ—নাজায়েজ। অধিকাংশ দেশে সুদ লওয়া প্রথা হইলে, উহা কি জায়েজ হইবে? এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক লোক দ্বারা উহা পাড়িয়া লইবে, একের অংশ হইতে অন্যের বেতন দিলে, জায়েজ হইবে।

১৪৭৯। প্রঃ—একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক উভয়ে রাজি রগবতে স্বামী স্ত্রীরূপে থাকিয়া কিছু দিবস পরে রীতিমত সাক্ষী ইত্যাদি করিয়া ইজাব কবুল করিলে, পূর্ব্বভাব হারাম হইবে কি না?

উঃ—হাঁ, হারাম ও জেনা হইবে। এজন্য তাহাদিগকে তওবা করিতে ও সামাজিক শাসন মানিয়া লইতে হইবে।

১৪৮০। প্রঃ—ষাঢ় ছাড়িয়া দেওয়া কি? উহা সকলের খাওয়া কি?

উঃ—উহা মানসা করা জায়েজ, কিন্তু ছাড়িয়া দিয়া দেশের লোকের ফসল নষ্ট করা না জায়েজ।

দরিদ্র ব্যতীত ছাহেবে-নেছাবেরা উহা খাইতে পারে না।

১৪৮১। প্রঃ—নামাজের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা যায় কি না?

উঃ—মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি মন ঠিক করার জন্য উহা করে, তবে দোষ হইবে না।

১৪৮২। প্রঃ—প্রস্রাবের সহিত বীর্য্য বাহির হইলে গোছল ফরজ হইবে কি না?

উঃ—বিনা কামভাবে পীড়া বশতঃ বীর্য্য বাহির হইলে গোছল ফরজ হইবে না। শাঃ, ১/১৬৫।

১৪৮৩। প্রঃ—স্বপ্নদোষ একটু হওয়ার পর স্মরণ হইলে, পরে গোছল করা ফরজ হইবে কি না?

উঃ—ফরজ হইবে না, শামী, ১/১৬৫, ফৎহোল-কদীর, ২৫।

১৪৮৪। প্রঃ—নামাজের মধ্যে মওত, গোর হাশর ও দোজখের আজাবের কথা স্মরণ করিলে নামাজ হইবে কিনা?

উঃ—ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

১৪৮৫। প্রঃ—মছজেদে নামাজ শুরু হওয়া কালে ছালাম করা কি?

উঃ—মকরুহ।

১৪৮৬। প্রঃ—চারি রাকায়াত নামাজের মধ্যে শেষ রাকায়াত এমামের সঙ্গে পাইলে, বাকি তিন রাকায়াত কিরূপে পড়িবে?

উঃ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকায়াতে ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা পড়িবে, চতুর্থ রাকায়াতে কেবল ছুরা ফাতেহা পড়িবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে কেবল আত্তাহিয়াতো পড়িবে, যেরূপ শেষ রাকয়াতে এমামের সঙ্গে পড়িয়াছে, চতুর্থ রাকয়াতে আত্তাহিয়াতোর সঙ্গে দরুদ শরিফ পড়িবে।

১৪৮৭। প্রঃ—বালেগা স্ত্রীলোক একটি লোকের সঙ্গে বিবাহ

করিতে নারাজ, তাহার পিতা কিম্বা ভাই জোর করিয়া এজাব কবুল করাইয়াছে, এই বিবাহ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—কবুল শব্দ বলিয়া থাকিলে, নেকাহ জায়েজ হইবে।

১৪৮৮। প্রঃ—খুন করিলে ও তাহার সহায়তা করিলে, কি হইবে? হজরতের শাফায়াত তাহাদের নছিবে হইবে কি না?

উঃ—কেহই এইরূপ লোকের শাফায়াত করিতে পারিবে না।

و ما لظامين من انصار☆ , কোরআন।

প্রাণ হত্যার সহায়তাকারির ললাটে লেখা থাকিবে,

هو آئس من رحمة الله ☆

"এই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার রহমত হইতে নিরাশ।"

১৪৯০। প্রঃ—সাধ্যের অতিরিক্ত মোহরানা স্থির করা কি?

উঃ—অনুচিত, সাধ্য পরিমাণ মোহরানা স্থির করিতে হইবে।

১৪৯১। প্রঃ—এশার নামাজ জামায়ত করিয়া পড়িয়া উক্ত বিছানায় কতক লোক বসিয়া আছে, কতক লোক চলিয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় একটি লোক আসিয়া নামাজ পড়িতে থাকিল, এই ব্যক্তি একামত পড়িবে কি না?

উঃ—যে মছজেদে এমাম ও মোয়াজ্জেন ও মুছল্লি নির্দ্ধারিত আছে, তথায় দ্বিতীয় জামায়াত করিতে গেলে, বিনা একামতে নামাজ পড়িতে হয়। একামত দিলে মকরুহ হইবে।

১৪৯২। প্রঃ—কেহ যদি পিতা মাতাকে লাঠি দিয়া মারে, তবে কি হইবে?

উঃ—সে তওবা করিবে, পিতা মাতার নিকট মাফ লইবে, সামাজিক শাসন (অথবা তা'জির) স্বীকার করিবে, তবে সমাজ ভুক্ত হইতে পারিবে।

১৪৯৩। প্রঃ—যে বিবাহে ঢোল বাদ্য আতশ বাজি হয়, সে স্থানে যাইয়া বিবাহ পড়ান জায়েজ কিনা?

উঃ—এরূপ স্থলে কোন এমাম বা পরহেজগারের উপস্থিতি জায়েজ হইতে পারে না।

১৪৯৪। প্রঃ—হানাফী মজহাবে আকিকা করা কি?

উঃ—মোস্তাহাব।

১৪৯৫। প্রঃ—কোন একজন তাহার শ্বাশুড়ীর সহিত জেনা করায় একটি সন্তান জন্ম হয়। কোন কোন আলেম বলেন, তাহার স্ত্রী তালাক হইয়াছে এখন অন্য একজন সেই শ্বাশুড়ী নেকাহ করিতে চাহে, ইহার এদ্দত কিরূপ হইবে? সে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া সেই শ্বাশুড়ীকে নেকাহ করিতে পারে কিনা?

উঃ—কোন আলেম সাক্ষিগণের এবং উভয়ের জবানবন্দী শুনিয়া যে দিন নেকাহ ফছখের হুকুম দিবেন, সেই সময় হইতে এদ্দত পালন করিতে হইবে। শ্বাশুড়ীকে নেকাহ করা চিরতরে হারাম।

১৪৯৬। প্রঃ—একজন হিন্দু লোক চড়ক পূজা দিবার জন্য অনেক দিবস হইতে একটি বৃক্ষ খুজিতে থাকে, এমতাবস্থায় একজন মুছলমান বলে যে, আমি একটি বিক্রয় করিব। হিন্দু লোকটি বৃক্ষটি ক্রয় করিয়া উহা কাটিবার সময় উহার নিচে নানারূপ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গাছটি কাটিয়া ফেলে। তখন সমাজের লোকেরা তাহার সমাজ বন্ধ করে। সেই সময় একজন আলেম উক্ত ঘটনাবলী শুনিয়া বলিলেন যে, তোমার স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া লও, সেই ব্যক্তি তাহাই করিল, ইহা ঠিক হইয়াছে কিনা? গাছটি বিক্রয় করা জায়েজ হইয়াছে কিনা?

উঃ—পূজা কার্য্যে সহায়তা করা এবং উহাতে রাজি থাকা মহা গোনাহ, সে বাদ্য বাজাইতে বাধা দেয় নাই, ইহাতে তাহার এই কার্য্যে রাজি হওয়া বুঝা যায়! আকায়েদের কেতাবে আছে।

☆ الرضاء بالكفر كفر ☆ কাফেরি কার্য্যে রাজি হইলে, কাফের হইতে হয়।

ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃক্ষটি বিক্রয় করা অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে কোফরের আশঙ্কা হয়, কাজেই নেকাহ দোহরান ও কলেমা রদ্দে কোফর পড়ান এহতিয়াত ও ঠিক হইয়াছে।

১৪৯৭। প্রঃ—কোন একটি লোকের বসন্ত হইয়াছে, এজন্য সে একজন হিন্দু কবিরাজের পরামর্শ অনুসারে শীতলা দেবীর পূজার ভোগ কিছু টাকা দিয়াছে, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—সে কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাকে কলেমা রদ্দে কোফর পড়াইয়া তাহার নেকাহ দোহরাইয়া দিতে হইবে। যতক্ষণ এই কার্য্য না করিবে, তাহাকে ইছলামের গণ্ডি হইতে খারিজ বুঝিবে।

১৪৯৮। প্রঃ—কোন একজন যুবক একজন ২৯/৩০ বৎসরের স্ত্রীলোককে নেকাহ করে, যে তারিখে নেকাহ হয়, সেই তারিখে যুবকটির পীড়া আরম্ভ হয় এবং ৫/৬ মাস পরে যুবকের মৃত্যু হয়, কিন্তু উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর খেদমত করিতে থাকে এবং এক বিছানায় থাকে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সঙ্গম হয় নাই, ইহার এদ্দত পালন করিতে হইবে কিনা?

উঃ—এদ্দত পালন করিতে হইবে☆ خلوت صحيحه দ্বারা এদ্দত পালন করা ওয়াজেব হইয়া থাকে। শামী।

১৪৯৯। প্রঃ—একজন পুরুষ একজন নাবালেগা বালিকাকে নেকাহ করিয়া কিছু দিবস পরে তাহাকে তালাক দেয়। ২/৩ বৎসর পরে সেই লোকটি ঐ বালিকাকে নেকাহ করিতে চাহিতেছে, ইহাতে তহলিল করিতে হইবে কি না?

উঃ—নাবালেগাকে তিন তালাক দিলে, যখন সে সঙ্গমের উপযুক্ত হইবে, তখন তহলিল করাইয়া লইতে হইবে, বিনা তহলিলে প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না।

১৫০০। প্রঃ—কোন একজন বিদেশী লোক অন্য এক জায়গায়

একটি অনাথা স্ত্রীলোককে বিবাহ করে। ২/৩ বৎসর পরে সেই লোকটি নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, ১০/১২ বৎসর হয়, এইরূপ হইয়াছে, এখন কি হইবে?

উঃ—একজন শরিয়তের কাজি কিম্বা কোর্টের মুছলমান মোনছেফের নিকট এই মোকাদ্দমা উপস্থিত করিয়া নেকাহ ফছখ করিয়া লইবে। নেকাহ ফছখ অন্তে চারি মাস ১০ দিন এদ্দত পালন করতঃ অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫০১। প্রঃ—একজন মৌলবী সাহেব বলেন, যে ব্যক্তি নামাজ না পড়ে, সে যেন প্রত্যেক দিবস আপন মাতার সহিত ৭০ বার জেনা করে।

উঃ—ইহা বাতীল কথা, ইহার কোন প্রমাণ নাই।

১৫০২। প্রঃ—আরও তিনি বলেন, যাহার স্ত্রী নামাজ না পড়ে এবং পড়াইতে চেষ্টা করিলেও না পড়ে, তাহাকে তালাক দিতে হইবে। বেনামাজী স্ত্রীকে খাওয়ানের চেয়ে শূকর ও কুকুরকে খাওয়ান বেশী ছওয়াবের কার্য্য। খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহার মহরানা হইতে মাফ করিয়া দিবেন।

উঃ—বেনামাজি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ওয়াজের নহে, সর্ব্বদা তাহাকে নছিহত ফজিহত করিতে থাকিবে, ইহাই স্বামীর কর্ত্তব্য ধার্য্য। দেনমোহর পরিশোধ না করিলে হাশরে উহা মাফ হইবে না, ইহাই ছহিহ মত। ইহার প্রমাণ ইতিপূর্বে লিখিত হইয়াছে।

বেনামাজি স্ত্রীকে খাওয়ান অপেক্ষা শূকর ও কুকুরকে খাওয়ান ভাল, ইহা বাতীল দাবী। স্ত্রীর খোরাক দেওয়া স্বামীর পক্ষে ওয়াজেব। ওয়াজেব কার্য্য করিলে কি এইরূপ দোষ হইতে পারে?

নবি (ছাঃ) মোশরেক মাতার খোরপোষ দিতে আদেশ করিয়াছেন।

১৫০৩। প্রঃ—যদি কেহ স্ত্রীকে শূকরের বাচ্চা বলিয়া গালি দেয়,

তবে তাহার স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে কি না?

উঃ—এইরূপ গালি দিলে, ফাছেক ও তা'জিয়ের যোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু তালাক হইবে না।

১৫০৪। প্রঃ—যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে, যদি তুই আমার বাটীতে থাকিস কিম্বা ভাত খাইস, তবে তোর মায়ের উপর তালাক হয়, তবে ইহাতে তাহার নিজের স্ত্রীর উপর তালাক হইবে কিনা।

উঃ—না।

১৫০৫। প্রঃ—এক ব্যক্তি পিতা মাতার অবাধ্য, আলেমের বিচার অমান্য করে, হিংসা করে ও মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে বলিয়া তাহার সহিত হিংসা করা চলে কি না? তাহার ঘরে না খাইলে, গোনাহগার হইবে কি না?

উঃ—তাহার সহিত শত্রুতা ভাব পোষণ করা ওয়াজেবও তাহার বাটিতে খাইলে গোনাহ হইবে।

১৫০৬। প্রঃ—কোন ভাল লোকের নিকট মুরিদ হওয়া সম্বন্ধে কোরআন ও ছহিহ হাদিছের কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে কি না? মুরিদ হওয়া কি? উহা না করিয়া শুধু শরিয়তে পায়বন্দী করিলে, বেহেস্ত লাভ হইবে কি না?

উঃ—বয়য়ত করার কথা কোরআনের ছুরা ফতহ ও ছুরা মোমতাহেনার আয়তে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত আছে। মেশকাত শরিফের ১৩ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের হাদিছ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। বিনা তরিকত পূর্ণ ভাবে শরিয়তের উপর আমল করা সম্ভব হয় না, তরিকত লাভ না করিলে, মানুষ ফাছেকের শ্রেণী ভুক্ত থাকিয়া যায়, এই হেতু তরিকত শিক্ষা করা ওয়াজেব হইয়াছে, ইহার প্রমাণ ৬৪ নং মছলাতে লিখিত হইয়াছে। যদি কেহ তরিকত লাভ না করিয়া কেবল শরিয়তের প্রতি আমল করিতে থাকে, তবে তাহার শরিয়ত

অসম্পূর্ণ থাকার জন্য ফাছেকিতে লিপ্ত থাকা হেতু সে কিছুকাল আজাব ভোগ করিয়া পরে বেহেশতে দাখিল হইবে। আর যদি খোদা এই গোনাহ মাফ করিয়া দেয়, তবে স্বতন্ত্র কথা।

১৫০৭। প্রঃ—এমন কোন লোকের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ কি না যিনি সৈয়দ বংশীয় অথবা খুব বড় আলেম নহেন, কিন্তু তিনি নানা রকম উর্দ্দু কেতাব ও কোরআন ভাল পড়িতে পারেন এবং শরিয়তের খুব পায়বন্দ, বে-শরার কোন চিহ্ন তাহার মধ্যে নাই, বরং এলমে তাছাওয়ফে কামেল?

উঃ—জায়েজ।

কামেল পীরের ৫টি শর্ত্ত আছে, ৬৪৭ নম্বর মছলাতে উহা লিখিত হইয়াছে, এই শর্ত্তগুলি যে কোন বংশের আলেমের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহার নিকট মুরিদ হওয়া জায়েজ। ছেয়দ বা কোরায়শী হওয়া পীরের শর্ত্ত নহে।

১৫০৮। প্রঃ—এলেম তাছাওয়ফ শিক্ষা করিতে যদি কেহ নিষেধ করে, কিম্বা লোকদিগকে উহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য তওবা করায়, কিম্বা কোন পীরের শরীয়ত সঙ্গত জায়েজ উরূছে যাইতে নিষেধ করে, তবে তাহার হুকুম কি?

উঃ—এইরূপ লোক বেদয়াতি, তাহার কথা মান্য করার অযোগ্য।

১৫০৯। প্রঃ—শুধু শিক্ষিত লোকের পক্ষে মুরিদ হওয়া উচিত, না অশিক্ষিত লোকদেরও মুরিদ হওয়া উচিত?

উঃ—যখন শরিয়তের পূর্ণতা লাভ করা সকলের পক্ষে জরুরি, তখন মুরিদ হইয়া সকলকে তরিকত শিক্ষা করা উচিত। ইহাতে শিক্ষিত অশিক্ষিতের কোন কারণ আসিতে পারে না।

১৫১০। প্রঃ—কোন স্বামী ওয়ালী স্ত্রীলোকের নেকাহ পড়ান জায়েজ কি না? যদি সে আওরতের স্বামী কোন ঘৃণিত কাজ করিয়া

কিছু দিনের জন্য লোকাপবাদের ভয়ে অন্যত্র লুকাইয়া থাকে। যদি কেহ এরূপ নেকাহ পড়ায় তবে তাহার জন্য কি হুকুম?

উঃ—এরূপ নেকাহ হারাম, ইহা হালাল জানিয়া করাইয়া দিলে, কাফের হইবে। তাহার পাছে নামাজ পড়া নাজায়েজ।

১৫১১। প্রঃ—কোন প্রকাশ্য সভার মধ্যে বয়স্কা বালিকাগণ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণ কাহাকেও মাল্যদান ও গান আদি করিতে পারে কি না? কেহ এরূপ করিতে হুকুম দিলে, কি হইবে?

উঃ—জায়েজ নহে, এইরূপ হুকুম দাতা ভ্রান্ত ও ফাছেক।

১৫১২। প্রঃ—স্বামী ও স্ত্রী এক সঙ্গে জামাত করিয়া নামাজ পড়িতে পারে কি না?

উঃ—পারে, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর পাছের সারিতে দাঁড়াইবে।

১৫১৩। প্রঃ—মছজেদের পুরাতন কাঠ বা টীন ক্রয় করিয়া নিজের কোন কাজে লাগান যায় কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে, কিন্তু পায়খানা, গো-শালা ইত্যাদি স্থানে লাগাইবে না।

১৫১৪। প্রঃ—কোন হিন্দু মছজেদে খাসী কিম্বা চিনি দিলে খাওয়া কি?

উঃ—যে দরিদ্রেরা অনাহার ক্লিষ্ট, তাহারাই উহা খাইবে।

১৫১৫। প্রঃ—কন্যা কিম্বা ভাইঝির বিবাহের অলঙ্কারের বাবৎ টাকা দিয়া ঐ বিবাহে ব্যয় করা জায়েজ কিনা?

উঃ—অলঙ্কার বা উহার বাবদ টাকা কন্যার প্রাপ্য, পিতা বা আর কেহ উহা লইয়া ব্যয় করিতে পারে না?

১৫১৬। প্রঃ—পণ দিয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়া কি? অলঙ্কার বাবদ টাকা দেওয়া কি? তাহার বাটিতে খাওয়া জায়েজ কিনা?

উঃ—পণ আদান প্রদান হারাম, কিন্তু মূল বিবাহ জায়েজ। পণের

টাকায় প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী খাওয়া নাজায়েজ। যদি অলঙ্কার বাবদ টাকা লইয়া কন্যাকে দেয়য়া হয় তবে উক্ত টাকা লওয়া জায়েজ। আর যদি উহা লইয়া পিতা লোকজন খাওয়ান বাবদ ব্যয় করে তবে উহা লওয়া জায়েজ নহে।

১৫১৭। প্রঃ—শুক্রবার ফজরের নামাজ কাহারও কাজা হইয়াছে, তৎপরে সে মছজেদে আসিয়া দেখিল, এমামের এক রাকয়াত ফরজ পড়া শেষ হইয়াগিয়াছে, এক্ষণে তাহাকে কি করিতে হইবে?

উঃ—ছাহেবে-তরতিব না হইলে, জাময়াতে শামিল হইবে। ছাহেবে-তরতিব হইলে, অগ্রে ফজরের ফরজ পড়িতে হয়। উহা পড়িয়া জামাতের শেষাংশে শরিক হইবে, জামায়াত শেষ হইয়া থাকিলে, জোহর পড়িয়া লইবে। শামী ১/৬৮১।

১৫১৮। প্রঃ—একজন পুরুষের দুই স্ত্রী, এক স্ত্রীর তিন পুত্র ও অপরের একটি কন্যা, এই স্বামী মারা গেলে, তাহার শেষ স্ত্রী অন্যত্র নেকাহ করিল, এই কন্যাটিকে নাবালেগা অবস্থায় তাহার মাতার দ্বিতীয় স্বামী ওলি হইয়া নেকাহ দিয়াছে, কিন্তু কন্যাটির পিতার নাম উল্লেখ করে নাই। এই নিকাহ জায়েজ কিনা?

উঃ—এক্ষেত্রে বিমাতা-ভ্রাতাগণ ওলী ; কাজেই এইরূপ নেকাহ প্রকৃত ওলী ভ্রাতাগণের অনুমতির উপর নির্ভর করে, তাহাদের কেহ অনুমতি দিলে, নেকাহ ছহিহ হইবে, সকলেই নারাজ হইলে, নেকাহ বাতীল হইয়া যাইবে।

১৫১৯। প্রঃ—আসিতে দেরী হওয়ায় কয়েকজন লোক জুমার ফরজ পাই নাই, এক্ষেত্রে তাহারা জোহরের নামাজ জামায়াত করিয়া পড়িতে পারে কিনা?

উঃ—মকরুহ হইবে। জোহর পড়িলে, একা একা পড়িয়া লইবে।

১৫২০। প্রঃ—ফরজ নামাজ দুই রাকায়াত পড়িবার পর যদি

কাহারও মলদ্বারে বায়ু বাহির হয়, তাহাকে তখন কি করিতে হইবে?

উঃ—নামাজ ছাড়িয়া দিয়া ওজু করিয়া পুনরায় নামাজ পড়িতে হইবে।

১৫২১। প্রঃ—একজন জেনাকারিকে সমাজ বন্ধ করা হইয়াছে, ঐ সমাজের লোক দুই ভাগ হইয়া এক ভাগ তাহাকে লইয়াছে, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—জেনাকারী খাঁটি তওবা করিবে। কিছুকাল তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিবে। যখন লোকেরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার কুস্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তখন তাহার সহিত সমাজ করা জায়েজ হইবে। ইহার পূর্ব্বে যে কেহ তাহার সহিত সমাজ করিবে, গোনাহগার হইবে।

১৫২২। প্রঃ—কূপে কচ্ছপ থাকিলে, উহার পানিতে ওজু, গোছল করা ও উক্ত পানি পান করা জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে।

১৫২৩। প্রঃ—জুমার খোৎবার পূর্ব্বে কেহ কেহ ছুন্নত পড়িতেছে। এই অবস্থায় ওয়াজ করা কি?

উঃ—মছজেদে নামাজ পড়া কালে ছালাম করা মকরুহ। কাজেই ওয়াজ করাও মকরুহ হইবে।

১৫২৪। প্রঃ—৬ মাসের উর্দ্ধে বয়স্ক ভেড়ার দ্বারা কোরবাণী করা কি?

উঃ—এক বৎসরের কম বয়স্ক হইলে, কোরবাণী জায়েজ হইবে না। শাঃ, ৫/২৮১।

১৫২৫। প্রঃ—জুমার খোৎবার পূর্ব্বে কোন দানার দ্বারা কলেমা পড়া কি?

উঃ—জায়েজ।

১৫২৬। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে অন্য একজন পুরুষের সহিত জেনা কার্য্যে লিপ্ত হয় এবং উক্ত জেনাকারীর সঙ্গে নেকাহের বাসনা রাখিয়া এক বৎসর যাবত তাহার স্বামীর বাটীতে যায় নাই ও স্বামী সহবাস করে নাই এমতাবস্থায় তাহার স্বামী মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর এক মাস পরে তাহার ভ্রাতা তাহাকে উক্ত জেনাকারীর সঙ্গে নেকাহ দিতে রাজী না হইয়া অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে নেকাহ দিতে চাহে, তাহাতে স্ত্রীলোকটি রাজী না হইয়া কাহারও অনুমতি না লইয়া নিজ ইচ্ছায় উক্ত জেনাকারীর সঙ্গে নেকাহ করনেচ্ছায় তাহার বাড়ীতে যায় এবং অবশিষ্ট এদ্দতকাল পর্য্যন্ত তাহার বাড়ীতে অবস্থান করিতেছে। বর্ত্তমান স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী, গর্ভ উক্ত জেনাকারীর দ্বারাই হইয়াছে। এখন প্রসবের পূর্ব্বে তাহাকে উক্ত জেনাকারীর সঙ্গে নেকাহ দেওয়া যাইবে কি না?

উঃ—তিন হায়েজ গত হওয়ার পর গর্ভের সঞ্চার হইয়া থাকিলে গর্ভ অবস্থাতে নেকাহ দেওয়া জায়েজ হইবে। আর এক কিম্বা দুই হায়েজ অতীত হওয়ার পরে গর্ভ হইয়া থাকিলে, কি হইবে, তাহাতে মতভেদ হইয়াছে। কারখি বলিয়াছেন যে, সন্তান প্রসবের পরে এদ্দত শেষ হইয়া যাইবে, কাহাস্তানি ও দোর্রোল মোন্তাকায় এইমত উল্লিখিত হইয়াছে। হাবিজাহেদীতে আছে, "এক রেওয়াএতে উহাতে এদ্দত শেষ হইবে, অন্য রেওয়াএতে উহাতে এদ্দত শেষ হইবে না।"

বাদায়ে-কেতাবের রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, উহাতে এদ্দত শেষ হইবে না।

এতাবিয়া কেতাবে আছে, ছহিহ মতে উহাতে এদ্দত শেষ হইবে না।

কাজেই এই ছহিহ রেওয়াএত গ্রহণীয় হইবে। এই ছহিহ রেওয়াএত মতে সন্তান প্রসব অন্তে যে কয়েক হায়েজ বাকী থাকে,

তাহাই পূর্ণ করিলে, এদ্দত শেষ হইবে। শাঃ, ২/৮৩১, বাহারোর রায়েক, ৩/১৩৫, আলমগিরি, ১/৫৫১।

১৫২৭। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যু অথবা তালাক প্রাপ্তির পর এদ্দত পূর্ণ না হইতেই অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নেকাহ করিতে রাজী হইয়া তাহার বাটিতে গিয়া থাকে এবং তাহার সহিত জেনা করে, এইরূপ অবস্থাতে তাহার এদ্দত পূর্ণ হইবে কি না? উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার নেকাহ দিতে শরিয়তের বিধান কি?

উঃ—তিন হায়েজ অন্তে তাহার সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে, কিন্তু এই জন্য তওবা ও সামাজিক শাসন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫২৮। প্রঃ—একটি স্ত্রীলোকের এক হায়েজ হইয়া দীর্ঘকাল হায়েজ বন্ধ রহিয়াছে, এই অবস্থায় তাহার তালাকের এদ্দতের ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—হানাফী মজহাবের মতে যত দিবস তিন হায়েজ না হইবে, ততদিবস তাহার এদ্দত শেষ হইবে না। এই হিসাবে দশ বিশ ত্রিশ বৎসর এদ্দত হইতে পারে, কিন্তু ৫০ কিম্বা ৫৫ বৎসর বয়স হইলে, তিন মাস এদ্দত পালন করতঃ অন্য নেকাহ করিতে পারিবে।

মালিকি মজহাবে দুইটি রেওয়াএত আছে, এক রেওয়াএতে ছয় মাস গর্ভ সঞ্চারের অপেক্ষা করিয়া ৩ মাস এদ্দত পালন করিবে। অন্য রেওয়াএতে ৯ মাস উহার অপেক্ষা করতঃ ৩ মাস এদ্দত পালন করিবে।

জরুরতের জন্য এই স্থলে হানাফিগণ মালেকি মজহাবের মত গ্রহণ করিতে পারিবে কিনা, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। বাহারোররায়েক, নহরোলফাএক প্রণেতাদ্বয় ও খয়রদ্দিন রামালি বলিয়াছেন, হানাফি মুফতির পক্ষে মালেকি মজহাবের মত গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না, অবশ্য কোন মালেকি কাজীর নিকট এই ঘটনা উপস্থিত করিতে হইবে,

তিনি ৯ মাস কিম্বা এক বৎসর এদ্দতের ফৎওয়া দিবেন, ইহাতে কোন হানাফী কাজী এই হুকুম বাতীল করিতে পারিবে না।

আল্লামা শামী, তাহতাবী ও মুফতি আবু ছউদ বলিয়াছেন, যে যে দেশে মালিকি কাজী নাই, তথায় হানাফি কাজী জরুরতের জন্য এই হুকুম জারি করিতে পারিবেন। হামাবি, বাজ্জাজি, জামেয়োলফছুলাএন প্রণেতা, শারাম্বালালী এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন, শরহে জাহেদীতে আছে আমাদের কতক হানাফি আলেম ও আমার শিক্ষক এই মতের উপর ফৎওয়া দিতেন। হাশিয়ায় আবি ছউদ, ২/২১৩, শামি, ২/৮২৮/৮২৯, তাহতাবি, ২/২১৭। বাহরোররায়েক, ৪/১৩১।

১৫২৯। প্রঃ—যদি একটি স্ত্রীলোকের হায়েজ জারি হওয়ার কিছুকাল পরে রক্ত স্রাব হইতে থাকে এবং উহা বন্ধ না হয়, তবে তাহার এদ্দত কিরূপ হইবে?

উঃ—যদি প্রতি মাসে তাহার কয় দিবস হায়েজ হইত ইহা জানা থাকে, সেই প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তিন হায়েজ ধরিয়া এদ্দত পালন করিবে।

আর যে স্ত্রীলোকের ধরা বাঁধা নিয়মের কথা মনে নাই, কিম্বা প্রথম হইতে উহা জারি হইয়া আর বন্ধ হয় নাই, তাহার এদ্দত ৭ মাস ধরিতে হইবে, দুই দুই মাস এক এক তোহর, দশ দশ দিবস এক এক হায়েজ। তিন তোহর ও তিন হায়েজ ৭ মাসে শেষ হইবে, ফৎওয়া এই মতের উপর দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিপরীত ৩ মাস এদ্দত পূর্ণ হওয়ার রেওয়াএত মোরগিনানি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইলেও উহার উপর ফৎওয়া বলবৎ হইবে না। বাহারোর-রায়েক, ৪/১৩০, শামি, ২/৮২৯, তাহতাবি, ২/২১৭।

১৫৩০। প্রঃ—জেনাতে গর্ভ হইয়াছে, এইরূপ স্ত্রীলোককে নেকাহ করিয়া তালাক দিলে, কিম্বা মরিয়া গেলে, তাহার কিরূপ এদ্দত হইবে?

উঃ—সন্তান প্রসব কাল এদ্দত পালন করিতে হইবে। —শামি, ২/৮৩১, বাহঃ, ৪/১৩৫, আলঃ, ১/৫৫১, তাহ, ২/২১৮।

১৫৩১। প্রঃ—স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তাহার বৈমাত্রেয় বড় কি ছোট ভগ্নিকে নেকাহ করা কি?

উঃ—ভগ্নী দুই প্রকার, বংশজ ভগ্নী ও দুধ ভগ্নী, বংশজ ভগ্নী তিন প্রকার সহোদয়, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রেয়া, সমস্তই হারাম, তফছির আহমদী, ২৫২। দুই ভগ্নী বংশজ হউক, আর দুধ সম্পর্কের হউক এক সঙ্গে বা পরপর নেকাহ করিয়া রাখা হারাম, আলঃ, ১/২৯৫।

১৫৩২। প্রঃ—বেনামাজির জানাজা পড়া কি?

উঃ—যে বেনামাজী নামাজ ওয়াজেব হওয়া এনকার করে সে মুছলমানগণের এজমা মতে কাফের হইবে। যে বেনামাজী উহা ওয়াজেব (ফরজ) বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু শৈথিল্য বশতঃ ত্যাগ করে, সে ইমাম আবু হানিফা মালেকী, শাফেয়ী, অধিকাংশ প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বানের মতে কাফের হইবে না, বরং ফাছেক হইবে। ছহিহ মোছলেমের টীকা নাবাবী, ১/৬১।

ফেকহে-আকবরের টীকা, ২১৩ পৃষ্ঠা ঃ—

"যে ব্যক্তি হেয় জ্ঞান করতঃ নামাজ ত্যাগ করে, সে কাফের হইবে, কিন্তু শৈথিল্য বশতঃ উহা করিলে, কাফের হইবে না, ইহাই এই হাদিছের এক অর্থ" ☆ من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر ☆

তফছিরে-আহমদী, ৪৭১ পৃষ্ঠা ঃ—

☆ ولا تصل على احد منهم ابدا ☆, এই আয়তে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন অবস্থাতে কাফেরের উপর জানাজা পড়া জায়েজ নহে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

"ছাহাবা ও তা[illegible]য়ি সম্প্রদায়ের এজমা অনুযায়ী ফাছেকের জানাজা পড়া জায়েজ, এইমতের উপর সংবিদ্বানগণ চলিয়া গিয়াছেন এবং ইহাই ছুন্নত-অল জামায়াতের মত"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে বেনামাজী কোন প্রকার শেরক ও কোফর করে নাই, তাহার জানাজা পড়া জায়েজ, কিন্তু সাধারণ লোকে উহা পড়িয়া দিবে, শরিয়তের তম্বিহ তাড়নার জন্য আলেম, হাফেজ ও পরহেজগার লোকেরা তাহার জানাজা পড়িবে না, এই হিসাবে নিজে নবি (ছাঃ) দেনাদারের জানাজা পড়েন নাই, অন্যকে পড়িতে আদেশ দিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত জরুরী মছলা প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

১৫৩৩। প্রঃ—কোন মছজেদে কুকুর মরিয়া পঁচিয়া দুর্গন্ধ হইলে, কিম্বা শূকরের বাচ্চা হইলে এবং মছজেদের মোতাওয়াল্লি খেলাফ শরার কার্য্য করিলে, উক্ত মছজেদ ত্যাগ করতঃ অন্যত্র মসজিদ প্রস্তুত করা জায়েজ কি না?

উঃ—হজরতের জামানায় কুকুরে মছজেদে প্রস্রাব করিয়া দিয়া ছিল, হজরত পানি দিয়া উহা ধৌত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, মক্কা শরিফের ঘরে ৩৬০টি প্রতিমা ছিল, হজরত বয়তুল্লাহকে প্রতিমা হইতে পবিত্র করিয়াছিলেন। তিনি ত মক্কা ও মদিনার মছজেদ ত্যাগ করিতে আদেশ দেন নাই? কাজেই উল্লিখিত ঘর পাক করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে, ঐ অঞ্চলের মুছলমানগণ উহার তত্ত্বাবধান করিতে বাধ্য, উক্ত কারণে উক্ত মছজেদকে বিরাণ করিয়া ফেলা নাজায়েজ ও হারাম। আল্লাহতায়ালার ঘরকে বিরাণ করিলে, দোজখে যাইতে হইবে। যদি কেহ এইরূপ করিয়া থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে সেই পুরাতন ঘরকে আবাদ করা তথাকার মুছলমানগণের পক্ষে ফরজ। এই ঘর আবাদ করিয়া বেশী নামাজি থাকিলে, দ্বিতীয় ঘরে জুমা পড়িতে পারিবে, নচেৎ দ্বিতীয় ঘরকে পাঞ্জগানা মছজেদে পরিণত করিবে।

১৫৩৪। প্রঃ—জুমা মছজিদে খোৎবা পাঠ করিবার সময় ইমাম খোৎবার শেষ ২-৩টি লাইন স্বেচ্ছায়, কিম্বা অনিচ্ছায় না পড়িলে, খোৎবা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে, কিন্তু শেষে যে কোরআনের আয়ত থাকে, উহা ত্যাগ করিলে, মকরুহ হইবে। আঃ, ১-১৫৫।

১৫৩৫। প্রঃ—সবকার্য্যের প্রথমে আউজোবিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ পড়িতে হয়, কিন্তু মজমুয়া খোৎবার ৯ম খোৎবার শেষে উহা পড়িতে হয় না কেন?

উঃ—খোৎবাতে তিনটি ছোট আয়ত কিম্বা বড় একটি আয়ত পড়া ছুন্নত। শেষাংশে এই আয়তগুলি পড়া হয়, এইহেতু উহার পূর্ব্বে আউজো ও তছমিয়া পড়িতে হয়।

১৫৩৬। প্রঃ—যদি কোন ব্যক্তি দেব দেবী বা পীরের পূজা করে, তবে সে ব্যক্তি কাফের হইবে। তাহার স্ত্রী উপর তালাক হইয়া যায়, ইহা কোন্ তালাক? এই তালাকে ঐ স্ত্রীলোকটিকে অন্যত্র নেকাহ দেওয়া যাইতে পারে কি না?

উঃ—শরিয়তের কাজী সেই স্বামীকে মুছলমান হইতে আদেশ দিবেন, যদি সে মুছলমান হয়, তবে পুনরায় নেকাহ দোহরাইয়া লইবে। আর যদি মুছলমান না হয়, তবে স্ত্রী এদ্দত অন্তে অন্যত্রে নেকাহ করিতে পারিবে। গায়াতোল-আওতার, ২/৫২৫ পৃঃ।

স্বামী মোরতাদ্দ হইলে, নেকাহ ফছখ হইয়া যায়। ইহাতে তালাকের এদ্দত পালন করিতে হইবে। মাজমায়োল-আনহোর।

১৫৩৭। প্রঃ—একটি মুছলমানের স্ত্রী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া ২-১ বৎস দ্বদ্বদ্বর বেশ্যালয়ে থাকার পর অন্য আর একজন লোক তাহাকে তওবা করাইয়া নেকাহ করে, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব স্বামী তালাক দেয় নাই, এই নেকাহ দোরস্ত হইয়াছে কি না?

উঃ—জেনা কার্য্যের দ্বারা নেকাহ ফছখ হয় না, কাজেই পূর্ব স্বামীর তালাক না দেওয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় লোকের নেকাহ জায়েজ হইতে পারে না।

১৫৩৮। প্রঃ—পাত্র বিবাহ করিতে পাত্রীর বাড়ীতে যাইয়া দেখে যে, পাত্রীর চেহারা তাহার মাতার তুল্য, এক্ষেত্রে তাহাকে বিবাহ করা জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ।

১৫৩৯। প্রঃ—বিবাহ পড়ান শেষ হইলে, পাত্রকে বাটির মধ্যে লইয়া গিয়া পাত্রী পক্ষের কোন মুরুব্বি লোক পাত্রীটিকে পাত্রের হাতে সপিয়া দেয়, ইহা জায়েজ কিনা?

উঃ—ইহাতে কোন দোষ নাই, কারণ ইহার অর্থ এই যে, পাত্র যেন তাহার তত্ত্বাবধান করে। স্থানে স্থানে এই সময় উভয়ের মধ্যে প্রীতি প্রণয় স্থাপনের জন্য শেরক মূলক টোটকা করিয়া থাকে, ইহা করা হারাম।

১৫৪০। প্রঃ—বিবাহ করিয়া পাত্রীকে বাটিতে লইয়া আসিয়া কোন মুনশী বা পীর ফকিরকে ডাকাইয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতাহাতি একখানা চাদর ধরিয়া কলেমা শুনান হয়, ইহা কি?

উঃ—নাবালেগা পাত্রীকে কলেমা শুনান দরকার নহে। বালেগা পাত্রীকে মুরিদ করান উদ্দেশ্যে এইরূপ করাইয়া থাকিলে, মুনশী ও পীর ফকিরের সম্মুখে বসান জায়েজ হইবে না, পর্দ্দার মধ্যে রাখিয়া এইরূপ কলেমা শুনাইতে পারে।

১৫৪১। প্রঃ—স্ত্রী লোকের মুরিদ হওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—জায়েজ, কোরান ও হাদিছে ইহার প্রমাণ আছে।

১৫৪২। প্রঃ—বে নামাজি ফকির মিছকিনকে ফেৎরা, জাকাত দেওয়া যায় কি না?

উঃ—কোন কাফেরকে জাকাত দেওয়া জায়েজ নহে, নফল খয়রাত দেওয়া জায়েজ হইবে। ফেৎরা মানসা ও কাফফারার বস্তু দেওয়া জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু হানিফা

ও মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, জায়েজ হইবে। এমাম আবু ইউছোফ (রাঃ) বলিয়াছেন, জায়েজ হইবে না। হেদায় ও মতনের কেতাগুলিতে প্রথম মত বলবৎ বলিয়া স্থির করা হইয়াছে, খয়রদ্দিন রালী হাবীল কুছছি হইতে শেষোক্ত মতের উপর ফৎওয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে না দেওয়াই এহতিয়াত।

যে-নামাজি ফিকির মিছকিন যদি কোফর শেরফ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে জাকাত দেওয়া জায়েজ হইবে না। ফেৎরা ও ওয়াজেব ছদকা না দেওয়া এহতিয়াত। নফল খয়রাত দিতে পারিবে।

আর শেরক কোফর না করিয়া থাকিলে, দেওয়া জায়েজ হইবে। —আঃ ১-২০০, শাঃ ২-৯২ পৃঃ।

১৫৪৩। প্রঃ—কোন লোক মারা যাওয়ার পর খতমে আম্বিয়া পড়ান হয়, উহা এই —লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৯৯ বার পড়িয়া শতবার স্থলে মোহম্মাদুর-রাছুলুল্লাহ যোগ করা হয়, এইরূপ একলক্ষ ২৫ হাজার বার পড়া হয়, ইহা শুদ্ধ কি না?

উঃ—পূর্ণ কলেমা পড়িলে, পূর্ণ কলেমার ছওয়াব হইবে, অর্দ্ধেক কলেমা পড়িলে, অর্দ্ধেকের ছওয়াব হইবে।

১৫৪৪। প্রঃ—মৃতের ছওয়াব বেছানির জন্য ঐরূপ কলেমা পড়া ভাল, না কোরান পড়া ভাল।

উঃ—উভয় পড়াতে ছওয়াব হইবে, কোরানের দরজা সবচেয়ে বেশী, কলেমা ও কোরানের অংশ। ছওয়াব-বেছানির জন্য উভয় কার্য্য করিবে।

১৫৪৫। প্রঃ—হজরত আবু বকর ছিদ্দিকের পিতা ও দাদার নাম কি?

উঃ—তাঁহার মুল নাম আবদুল্লাহ, আতিক তাঁহার লকব (উপাধি) তাঁহার পিতার নাম ওছমান, তাঁহার কুনয়াতি নাম আবু কোহাফা তাঁহার দাদার নাম আমের, তাঁহার পরদাদার নাম ওমাএর।—

তহজিবোল-আছমা আল্লোগাত, ২-১৮০।

১৫৪৬। প্রঃ—পাত্র তিন বৎসর বয়সের, পাত্রী আড়াই বৎসর বয়সের উভয়ের পিতা অলী হইয়া মোল্লার শিক্ষায়, ইহাদের বিবাহ করাইয়া দিয়াছিল, তথায় উকীল বা অন্য সাক্ষী ছিল না, এই বিবাহ জায়েজ হইয়াছে কি না?

উঃ—এই বিবাহে উকীলের আবশ্যক হয় না, কিন্তু দুইজন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ জায়েজ হইতে পারে না, এস্থলে মাত্র মোল্লা একজন সাক্ষী আছে, কাজেই এই বিবাহ নাজায়েজ হইয়াছে।

১৫৪৭। প্রঃ—যে মছজেদের এমামের দাঁড়ি উঠে নাই, তাহার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—রহমতি বলিয়াছেন, দাঁড়ীহীন যুবক সুন্দর চেহারাধারী হইলে, তাহার পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তঞ্জিহি হইবে।

আল্লামা শামী লিখিয়াছেন, এক ব্যক্তির ২০ বৎসর বয়স হইয়াছে, কিন্তু তাহার দাঁড়ী উঠে নাই, তাহার পশ্চাতে নামাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া শেখ আহমদ বেনে ইউনোশ এবনোছ শালবি ফৎওয়া দিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে নামাজ বিনা কারাহিএত জায়েজ হইবে। এইরূপ লোকের তাবেদারী করা যথেষ্ট হইবে।

এইরূপ মুফতি মোহাম্মদ তাজদ্দিন কা'লয়ি বলিয়াছেন, এইরূপ লোকের এমামতে কোন দোষ হইবে না।—শাঃ ১-৫৫ পৃঃ।

১৫৪৮। প্রঃ—ফাছাদ মূলক মছজেদের এমাম ছাহেবের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—মকরুহ হইবে। হজরত ওমার (রাঃ) এইরূপ লোকের পশ্চাতে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন—তফছিরে মজহারি ছুরা তওবা।

১৫৪৯। প্রঃ—স্ত্রী স্বামীকে অপছন্দ করিয়া স্বামীকে কিছু টাকা দিয়া তালাক হইলে, এই টাকা লওয়া জায়েজ কি না?

উঃ—যদি স্বামীর অত্যাচেরর জন্য স্ত্রী তালাক লইতে বাধ্য হয়, তবে স্বামীর পক্ষে মোহরের দাবি ছাড়াইয়া লওয়া কিম্বা তদরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা মকরুহ তহরিমি, বরং বাহরোব-বায়েক, ফৎহোল-কদীর ও মাদানীর রেয়োএত অনুসারে হারাম।

আর স্ত্রীর অবাধ্যতা হেতু যদি খোলা তালাক লওয়া হয়, তবে স্বামীর পক্ষে আদায়ি মোহর ফেরত লওয়া কিম্বা অনাদায়ি মোহর মাফ লওয়াতে কোন দোষ নাই। মোহরের অতিরিক্ত ল[illegible] মকরুহ তঞ্জিহি। শাহঃ, ২-৭৭১-৭৭২।

১৫৫০। প্রঃ—একজন স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত আছে, এমতাবস্থায় তাহার পিতা মাতা রাজী হইয়া তাহাকে অন্যত্রে নেকাহ দিয়াছে।—ইহাতে প্রথম স্বামীর নেকাহ নষ্ট হইয়াছে কি না? এই সমস্ত লোককে সমাজে গ্রহণ করা চলে কিনা?

উঃ— والمحصنات من النساء কোরআনের এই আয়াতে সধবা স্ত্রীলোকের সহিত অন্যের নেকাহ করা নো হইয়াছে। তালাক না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রথম স্বামীর নেকাহ নষ্ট হইতে পারে না। এই রূপ হারাম নেকাহকারি ও উক্ত পিতা মাতাকে সমাজে লইয়া চলা হারাম।

১৫৫১। প্রঃ—একজন এমামের সহিত মোক্তাদিগণ একটি বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিল ইহাতে ঐ এমাম ছাহেব সেই মছজেদ ত্যাগ করতঃ অন্য মছজেদে গিয়া নামাজ পড়িতেছেন, উক্ত এমাম পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—এমাম ছাহেব এমামত কার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া কোন দোষ হইতে পারে না। মোক্তাদিগণের সহিত মনোমালিন্য হওয়ার

জন্য তিনি এক অন্য মেছজেদে যাওয়া জায়েজ আছে, কিন্তু কোন মছজেদে নামাজ পড়া অফজল, ইহা লইয়া মতভেদ হইয়াছে, যদি মহল্লার মছজেদে নামাজ পড়া আফজল হওয়ার রেওয়াএত স্বীকার করা হয়, তবু নাজায়েজ হওয়ার কোন কারণ নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, উক্ত এমামের পাছে নামাজ পড়াতে কোন দোষ নাই।

১৫৫২। প্রঃ—দ্বিপদ ও চতুষ্পদ হালাল জন্তুর জন্য কি কি বস্তু খাওয়া নিষেধ?

উঃ—(১) অণ্ডকোষ, (২) মুত্র নালী, (৩) পিত্ত, (৪) পুরুষ পশুর লিঙ্গ, (৫) রক্ত, (৭) গদুদ মাংসের মধ্যস্থিত চর্ব্বি মিশ্রিত গ্রন্থি এবং পেশীর মধ্যস্থিত রক্ত টুকরোকে গদুদ বলা হয়। প্রবাহিত রক্ত হারাম, অবশিষ্টগুলি মকরুহ তহরিমি। গরু ও ছাগলের পিছের শির ডাড়ায় যে সাদা মগজ আছে উহাকে হারাম মগজ বলা হয়। ইহা কি ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, মকরুহ তঞ্জিহি, মকরুহ তহরিমি ও হারাম এই তিন রকম রেওয়াএত আছে। ভুড়ি খাওয়া হালাল কিম্বা মকরুহ (তঞ্জিহি)। শাঃ, ৫-৫২৯, ওমদাতোল-কালাম মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণবি, ৩-১০৫, ১-৮০।

১৫৫৩। প্রঃ—কবরের ভিতর ঢিল পড়িয়া দেওয়া জায়েজ কি না? ঐ ঢিলে কি পড়িতে হয়?

উঃ—গোয়ের উপর দুই হাতে করিয়া মাটি লইয়া লাশের মস্তকের দিকে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। ইহা তবইন ও আলম-গিরিতে আছে।

প্রথম বার বলিবে ঃ منها خلقناكم ☆

দ্বিতীয় বার বলিবে ঃ وفيها نعيدكم ☆

তৃতীয় বার বলিবে ঃ ومنها نخرجكم تارة اخرى ☆

আলমগিরি ও শরহে-মেশকাত, জাদোল-আখেরাত ১৪১-১৪২। ইহাতে বুঝা যায় যে, গোরের ভিতরে উহা ফেলিতে হইবে না।

১৫৫৪। প্রঃ—চক্ষুতে চশমা লাগাইয়া নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—গরিমা উদ্দেশ্যে না হইলে, জায়েজ।

১৫৫৫। প্রঃ—প্রথম রাকাত অল্প আয়াত বিশিষ্ট ছুরা পড়িয়া দ্বিতীয় রাকায়াতে বেশী আয়ত বিশিষ্ট ছুরা পড়া কি?

উঃ—শেষ রাকয়াতে প্রথম রাকয়াতে অপেক্ষা তিন আয়ত বেশী পড়িলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে, যদি ছুরা দুইটির আয়তগুলি সমান হয়, তবে এইরূপ হুকুম হইবে।

আর যদি আয়াতগুলি সমান সমান না হইয়া ছোট বড় হয়, তবে আয়তের হিসাব না ধরিয়া শব্দ কিম্বা অক্ষরের হিসাব ধরিতে হইবে। শব্দ ও অক্ষরের হিসাবে দ্বিতীয় রাকয়াতের কেজুত বেশী লম্বা না হইলে মকরুহ হইবে না।

যেরূপ প্রথম রাকয়াতে ছুরা এনশেবাহ ও দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা বাইয়েনাত, প্রত্যেকটি ৮ আয়াত হইলেও শব্দ ও অক্ষরের হিসাবে দ্বিতীয় ছুরা খুব বেশী, এই হতু মকরুহ হইবে।

হজরত নবি (ছাঃ) জুমা ও ঈদের প্রথম রাকয়াতে ছুরা আ'লা পড়িতেন, ইহা ১৯ আয়ত, আর তিন দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা গাশিয়া পড়িতেন, ইহা ২৬ আয়ত। যদিও ছুরা গাশিয়াটি আয়তের হিসাব ছুরা আলা আপেক্ষা বড়, কিন্তু শব্দ ও অক্ষরের হিসাবে সমান সমান, এই জন্য মকরুহ নহে। শাঃ ১-৫০৬-৫০৭।

১৫৫৬। প্রঃ—যদি এমামের নামাজের মধ্যে ওজু নষ্ট হইয়া যায়, আর কোন মছবুককে খলিফা করিতে হয়, তবে কি কি বাকী আছে, খলিফাকে কিরূপে জানাইতে হইবে?

উঃ—যদি এক রাকয়াত নামাজ বাকী থাকে, তবে একটি অঙ্গুলের ইশারা করিবে, দুই রাকয়াত বাকী থাকিলে, দুই আঙ্গুলের ইশারা করিবে, রুকু বাকী থাকিলে, হাটুর উপর হাত রাখিবে, ছেজদা বাকী থাকিলে, ললাটের উপর হাত রাখিবে, কেরাত বাকী থাকিলে, মুখের উপর হাত রাখিবে, তেলাওয়াতের ছেজদা বাকী থাকিলে ললাট ও জিহ্বাতে হাত রাখিবে, এবং ছোহ ছেজদা বাকী থাকিলে, বুকের উপর হাত রাখিবে। শাঃ, ১-৫৬২।

১৫৫৭। প্রঃ—মছবুক ব্যক্তির ওজু নষ্ট হইলে, কিম্বা এক বা দুই রাকায়াত নিদ্রার জন্য ছুট হইয়া গেলে, সে কিরূপে নামাজ পড়িবে?

উঃ—এই ব্যক্তি মছবুক ও লাহেক হইয়াছে, ওজু করিয়া আসিয়া, আর নিদ্রা বশতঃ লাহেক হইলে, বিনা ওজু নামাজের মধ্যে যাহা ছুটিয়া গিয়াছে, বিনা কেরাত তাহা পড়িয়া লইবে, তৎপরে এমামের নামাজে দাখিল হইয়া যাইবে, আর যদি এমাম নামাজ শেষ করিয়া থাকে, তবে সে সেই বাকী নামাজ বিনা কেরাত পড়িয়া লইবে, পরে যে নামাজে সে দাখিল হইতে পারে নাই, সেই নামাজ কেরাত সহ পড়িয়া লইবে। মনে ভাবুন, একটি লোক প্রথম রাকয়াত পায় নাই, দ্বিতীয় রাকয়াতে দাখিল হইয়া অবশিষ্ট দুই রাকয়াতে নিদ্রিত থাকিয়া গেল, সে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বিনা কেরাত দ্বিতীয় রাকায়াত পড়িবে, এক দ্বিতীয় রাকয়াতে বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়িবে, কেননা ইহা এমামের দ্বিতীয় রাকয়াত। তৎপরে সে তৃতীয় রাকয়াত বিনা কেরাতে পড়িবে, এই তৃতীয় রাকয়াতে বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়িবে, কেননা ইহা তাহার নিজের দ্বিতীয় রাকয়াত, তৎপরে চতুর্থ রাকয়াত বিনা কেরাতে পড়িবে, এই রাকয়াতে বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়িবে, ইহা এমামের চতুর্থ রাকয়াত, তৎপরে যে প্রথম রাকয়াতে দাখিল হইতে পারে নাই, সেই রাকয়াত ছুরা ফাতেহা ও অন্য একটি ছুরা সহ পড়িবে।— শাঃ১-৫৫৭।

১৫৫৮। প্রঃ—ইহার বিপরীত করিলে কি হইবে?

উঃ—ইহা পাঁচ প্রকার হইতে পারে। (১) যদি প্রথম নিদ্রায় পরিত্যাক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকয়াত পড়ে, পরে পরিত্যাক্ত প্রথম রাকয়াত পড়ে, পরে পরিত্যাক্ত প্রথম রাকায়াত, পরে চতুর্থ রাকয়াত, পড়ে, (২) যদি প্রথম পরিত্যাক্ত প্রথম রাকাত পড়ে। তৎপরে চতুর্থ রাকায়াত, শেষে নিদ্রার পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকায়াত পড়ে, (৩) যদি প্রথম পরিত্যক্ত প্রথম রাকয়াত, তৎপরে নিদ্রায় পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকয়াত, তৎপরে চতুর্থ রাকয়াত পড়ে, (৪) যদি প্রথম এমামের সঙ্গে চতুর্থ রাকয়াত, পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকয়াত, শেষে প্রথম রাকয়াত পড়ে ও (৫) যদি প্রথমে এমামের সঙ্গে চতুর্থ রাকয়াত, পরে প্রথম রাকয়াত শেষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকয়াত পড়ে।

এই পাঁচ অবস্থাতে নামাজ ছহিহ হইবে, কিন্তু ওয়াজেব তরকের জন্য গোনাহগার হইবে। — শাঃ, ১-৫৫৭।

১৫৫৯। প্রঃ—মছবুককে খলিফা বানাইলে, জামায়াতের ছালামের সময় কি করিতে হইবে?

উঃ—এই মছবুক খলিফা ছালাম দেওয়ার জন্য পূর্ণ নামাজ প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে খলিফা বানাইবে, সেই ব্যক্তি ছালাম দিবে, মছবুক বাকী নামাজ পড়িয়া লইবে। — শাঃ ১-৫৭১।

১৫৬০। প্রঃ—লাহেককে খলিফা বানাইলে, কি করিতে হইবে?

উঃ—লাহেক ইশারাতে বলিবে, তোমরা আমার তাবেদারি না করিয়া বসিয়া থাক, পরে লাহেক পরিত্যাক্ত নামাজগুলি পড়িয়া লইলে, অবশিষ্ট নামাজগুলিকে মোক্তাদিগণ তাহার এক্তেদা করিবে এবং এমামের সঙ্গে তাহারা ছালাম ফিরিবে।

আর যদি লাহেক মুল এমামের বাকি নামাজ তাহাদের সঙ্গে পড়িয়া একজনকে ছালামের জন্য খলিফা বানাইয়া নিজের পরিত্যক্ত নামাজ

পড়িয়া লয়, তবে ওয়াজেব তরক হওয়ার গোনাহ হইবে। — শাঃ, ১৫৭১।

১৫৬১। প্রঃ—নামাজে মধ্যে ভুল হইয়াছে, আমি নামাজ শেষ করিয়া আত্তাহিয়াতো পড়িয়া দরুদ পড়িতে পড়িতে ছোহা ছেজদা আদায় করিয়া পুনঃ তাশাহ্হোদ, দরুদ ও দোয়া মুছরা পড়িয়া নামাজ আদায় করিলাম, ইহাতে নামাজ আদায় হইল কি না?

উঃ—ভ্রমবশতঃ ওয়াজেব তরক হইলে, ছোহ ছেজদা করিতে হইবে, ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব তরক হইলে, ছোহ ছেজদা করিতে হইবে না। ভ্রমণবশতঃ ওয়াজেব তরকের পরে উক্ত কার্য্য করিয়া ছালাম ফিরাইলে, নামাজ আদায় হইয়া যাইবে।

১৫৬২। প্রঃ—খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া কি পড়িতে হইবে?

উঃ—খাওয়ার পরে পড়িতে হয়;—

الحمد لله الذى اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين ☆

আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি আৎয়ামানা ও ছাকানা ও জায়া'লানা মেনাল মোছলেমিন, মেশকাত, ৩৬৫ পৃঃ

১৫৬৩। প্রঃ—একজন মোক্তাদী লইয়া এমাম সাহেব নামাজ আরম্ভ করিয়াছেন, দুই রাকায়াত নামাজ হইয়া যাওয়ার পরে চারি জন মোক্তাদী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন এমাম এক পা সম্মুখে গিয়া বাকী নামাজ আদায় করিলেন, ঐ নামাজ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—এইরূপ করিতে হয়, ইহা জায়েজ। —শরহে-বেকায়া ১-১৭৭।

১৫৬৪। প্রঃ—মৌলানা বিয়াজদ্দিন ও শামছদ্দিন ছাহেবান তাঁহাদের মরহুম চাচা আবদুল শেখ কতক ভুমি, পুকুর পাড়ে জুমা ঘরের জন্য ওয়াকফ করিয়া দিয়া যান। তাঁহাদের চাচার ভাই মৌলবী সেকেন্দর

আলীর সহিত বিবাদ করিয়া পুরাতন মছজিদ ভাঙ্গিয়া ১৫০-১৬০ হাত দুরে নিজের বাংলা ঘরের সম্মুখে উক্ত ঘর ভাঙ্গিয়া নিয়া কতক জ্ঞানহীন লোকের সহযোগে তথায় ঘর বানাইয়া জুমার নামাজ পড়িতেছেন। আমরা নিষেধ করায় তাহারা প্রতি উত্তরে বলেন যে, আমাদের কেতাব জানা আছে, জুমার ঘর স্থানান্তররিত করা জায়েজ আছে, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—কোরআন শরীফ ছুরা বাকারা;—

و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها☆

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদের সম্মুখে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা প্রদান করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা প্রধান অত্যাচারী আর কে আছে?

আয়াতের শেষাংশ—

لهم فى الدنيا خزيٌ و لهم فى الاخرة عذاب عليم ☆

"তাহাদের জন্য দুনইয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য আখেরাতে যন্ত্রমাদায়ক আজাব আছে।"

মসজেদ বিরান করায় দুই প্রকার অর্থ আছে প্রথম মছজেদকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা।

আবরাহা বাদশাহ কা'বা গৃহকে ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, আমাদের দেশের লোকেরা একটি জেন্দা মছজেদকে বেকার ত্যাগ করিয়া অথবা ভাঙ্গিয়া অন্যত্রে মছজেদ নির্ম্মাণ করে, উভয় দল উক্ত আয়াতের লক্ষ্যস্থল হইবে।

তফছিরে জালালাএন, ১৫ পৃষ্ঠা,

(وسعى في خرابها) بالهدم او التعطيل ؟

"উহা খারাব করিতে নষ্ট করিল, খারাবের অর্থ ভাঙ্গিয়া ফেলা কিম্বা বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি মছজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলে, কিম্বা উহাতে নামাজ পড়া বন্ধ করিয়া দেয়, সেই বড় অত্যাচারী ও জাহান্নামের উপযুক্ত।

এইরূপ তফছিরে-বয়জবির ১-১৮২ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায়-জোমালের ১-৯৭ পৃষ্ঠায় কাশ্যাফের ১-২৩০ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল মনিরের ১-৮৪ পৃষ্ঠায়, রুহোল-বায়ানের ১-১৪২ পৃষ্ঠায়, রুহোল-মায়ানির ১-২৯৭৬ পৃষ্ঠায়, হশিয়ার শেখ জাদার ১-৩৯৪ পৃষ্ঠায়, তাজোত্তাফাছিরের ২৯ পৃষ্ঠায়, মাদারেকে ১-৫৫ পৃষ্ঠায়, বাহরোল-মহিতের ১-৩৫৮ পৃষ্ঠায় ফৎহোল-বায়ানের ১-১৬৬ পৃষ্ঠায় আহকামুল কোরআনের ১-৫৫ পৃঃ খোলাছাতোত্তাফাছিরের ১-৬৬ পৃষ্ঠায় ও মাওলানা থানাবীর বায়ানোল-কোরানের ১-৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

প্রত্যেক কেতাবের এবাবত মৎপ্রণীত "বাইটকামারির বাহাছ ও একটি ফৎওয়াব রদ" কেতাবে লিখিত হইয়াছে।

দিল্লির মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া ; —

(سوال)

ایك مسجد اباد ہے متولی مسجد اغراض دنیوی کی غرض سے اس مسجد کو توڑ کر سو قدم یا هزار قدم فاصله پر دوسري بنوئی ایا اس طرح مسجد کو ویران کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ شخص مذکور ایۂ کریمه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان

یذکر فیها اسمه و سعی في خرا بها کے وعید مین داخل ہوگا یا
نہیں ؟

(الجواب)

پہلی قدیم مسجد کو توڑ کر دوسری مسجد دوسري جگہ
بنانے ولا بہت بڑے سخت گناہ کا مرتکب ہوگا اور اس ایت کا
مصداق بن گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس گناہ سے توبہ کرے اور
پہلی قدیم کو بھي از سر نو تعمیر کرادے فقط حبیب المرسلین
غفر له ☆نائب مفتي مدرسه امینیه دهلي

প্রশ্ন ঃ—

একটি মছজেদ আবাদ রহিয়াছে মছজেদের মোতাওয়াল্লী দুন ইয়াবি লাভের উদ্দেশ্যে সেই মছজেদ ভাঙ্গিয়া একশত কদম কিম্বা এক সহস্র কদম দূরে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিল, এইরূপ মছজেদ বিরান করা জায়েজ হইবে কি না?

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে আছে?

উক্ত আয়াতের ভীতির লক্ষ্যস্থল উক্ত ব্যক্তি হইবেন কিনা?

উত্তর ঃ—

প্রথম পুরাতন মছজেদকে ভাঙ্গিয়া অন্য স্থানে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুতকারী অতি কঠিন গোনাহের কার্য্যে লিপ্ত হইল এবং কোরআন শরিফের উল্লিখিত আয়তের লক্ষ্যস্থল হইল, তাহার পক্ষে ওয়াজেব এই যে, সে যেন এই গোনাহ হইতে তওবা করে এবং প্রথম মছজেদকে নূতনভাবে প্রস্তুত করে।

ছাহারাণপুরের মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া;—

جو مسجد کہ شرعاً مسجد بن چکی ہے اس کو بلا ضرورت
شدیدہ منہدم کرنا جائز نہین اور ضرورت مثلا تنگي و کہنگی
وغیرہ کی وجہ سے توڑ کر از سر تعمیر کرنا جائز ہے لیکن
ویران کر باکسي حالت مین جائز نہین ☆ لقولہ تعالیٰ و من
اظلم ممن منع مساجد اللّٰہ ان یذکر فیہا اسمہ و سعي فی
خرابہا الخ قال البیضاری تحت قولہ مساجد اللہ عام لکل من
خرب مسجدا او سعی في تعطیل مکان موشح للصلوۃ (الی) ار
قال تحت قولہ تعالیٰ في خربہا بالہدم و التعطیل ☆ حر د
العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین المفتي مدرسہ مظاہر
علوم سہارنپور ☆

"যে মছজেদটি শরিয়ত অনুযায়ী মছজেদরুপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা কঠিন জরুরত ব্যতীত ভাঙ্গিয়া ফেলা জায়েজ নহে। কঠিন জরুরত যথাস্থানসঙ্কুলান না হওয়া, পুরাতন হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভাঙ্গিয়া নুতন করিয়া প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু কোন অবস্থাতে বিরাণ করা জায়েজ নহে, কেননা আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দিয়াছে এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে? বয়জবি প্রণেতা ☆ مساجد الله ☆ এর তফছিরে বলিয়াছেন, যে কেহ কোন মছজেদ বিরাণ করিয়াছেন এবং নামাজের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই দুই হুকুম ব্যাপক হইবে। আরও তিনি فى جرانهم এর তফছিরে বলিয়াছেন, বিরাণ করার দুই অর্থ, ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং বেকার অবস্থায় ত্যাগ করে।"

(স্বাঃ) মহমুদ গাঙ্গুহী
সহঃ মুফতি মাদ্রাসা
মাজাহেরোলউলুম, ছাহারাণপুর।

কলিকাতা ও দেওবন্দের মুফতিদ্বয়ের ফৎওয়া;—

کسي مسجد کو ویران کرنا بلا شبهه و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه الآ یة کے اندر داخل و حرام ہے ۔ جو جگهه ایكِ مرتیه مسجد بن گئی وه همیشه کے لئے مسجد ہے اس کا حفاظت مسلمانوں پر واجب ہے ☆کتبه احقر محمد شفیع غفر له خادم دار الافتاء دار العلوم ☆دیوبند الجواب صحیح (شمس العلماء) محمد یحیي عفی عنة (هیڈ مولوی مدرسه عالیة کلکته)☆

কোন মছজেদ বিরাণ করা বিনা সন্দেহ আয়াতের অন্তভুর্ক্ত এবং হারাম কার্য্য। যে স্থানে একবার মছজেদ প্রস্তুত হইয়াছে, উহা চিরকালের জন্য মছজেদ থাকিবে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা মুছলমানদিগের উপর ওয়াজেব।

মোহাম্মদ শরিফ

খাদেম দারোল-উলুম, দেওবন্দ

(শামছোল-ওলামা) মোহাঃ এহইয়া, হেড মৌলবি কলিকাতা মাদ্রাছা আলিয়া।

মাওলানা থানাবী ছাহেব 'তাতোম্মোয়-ছানিয়া' এমদাদোল ফাতা-ওয়ার ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ایك مسجد کا قصد منهدم کرنا دوسري مسجد کے لئے کس طرح جائز ہو سکتا ہے ☆

"অন্য মছজেদের জন্য একটি মছজেদকে স্বেচ্ছায় ভাঙ্গিয়া ফেলা

কিরূপে জায়েজ হইবে?

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবী ছাহেব 'মজমুয়া-ফাতাওয়া'র ১-২৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

چہ جائیکہ مسجد قدیم کی دیواریں وغیرہ قائم ہیں اور
آبادی واقع ہے ایسی مسجد کو منہدم کرنا اور اس کا اسباب
دوسری مسجد میں نقل کرنا کسی طرح سے نہیں دوست ہوگا
بلکہ منہدم کرنے ولا اس کا داخل وعید شدید کلام اللہ کا ومن
اظلم ممن منع مساجد ائلہ ان یذکر فیہا اسمہ و سعی في
خرابہا ہوگا ☆

আর যখন পুরাতন মছজেদের প্রচীরগুলি স্থায়ী আছে এবং উহা লোকালয়ে আছে, এইরূপ মছজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং উহার আছবাব পত্র অন্য মছজেদে লাগান কোন প্রকারে জায়েজ হইবে না। বরং উহা ভঙ্গকারী নিম্নোক্ত আয়তের কঠিন শাস্তির লক্ষ্যস্থল হইবে;—

"যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করে এবং উহা বিরাণ করার চেষ্টা করে তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে আছে?

১৫৬৫। প্রঃ—জুমার ভিতর খোৎবা পাঠের সময় সে ছানি আজান দেওয়া হয়, তাহা কতক আলেম মকরুহ ও বেয়াদত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, আর কেহ কেহ উহা দুরস্ত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, এক্ষেত্রে সত্য মত কি?

উঃ—এই ছানি আজান হজরত ওছমানের (রাঃ) আদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সময় ইহাতে সমস্ত ছাহাবা তাবেয়ি, তাবা তাবেয়ি, এমাম মোজতাহেদ ও মোহাদ্দেছগণ উহা ছুন্নত বলিয়া বিনা এনকারে করিয়া আসিতেছেন ইহাকে এজমায়ে ফেয়েলি বলা হয়। এজমা শরিয়তে গ্রহনীয় দলীল, বিশেষতঃ হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন;—

عليكم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدين المهدين ☆

"তোমরা আমার ছুন্নত ও সত্যপরায়ণ, সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের ছুন্নত অবলম্বন কর।"

একেত উহা ছাবাবাগণের ছুন্নত, আরও এই ছুন্নতের উপর এজমা হইয়াছে, ইহা মকরুহ ও বেদয়াত হইতে পারে না। বেদয়াতি দলেরা ঐরূপ কথা বলিতে পারে, তাহাদের মত শরিয়তে দলীল নহে।

১৫৫৬। প্রঃ—একটি লোক স্ত্রীকে বাড়ীতে রাখিয়া বিদেশে গমন করে, ৫-৬ মাস পর হইতে তাহার স্ত্রীর গর্ভের লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে দেবরের দ্বারা ইহা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে এবং ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, স্বামী বাড়ী আসার ৪-৫ মাস পরে তাহার স্ত্রীর এক পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, এক্ষণে শরিয়তের ব্যবস্থা কি?

উঃ—উভয়কে তওবা করাইতে হইবে।

১৫৬৭। প্রঃ—জুনিয়ার মাদ্রাসায় কাজ করিয়া প্রভিডেন্ট ফণ্ডে কিছু টাকা সুদ সমেত জমা হইয়াছে, কিন্তু মাদ্রাসার বৎসর কালের বেতনও বাকী আছে। সেক্রেটারি সাহেব বাকী বেতনের টাকা দিতে না পারিয়া যদি বলেন, ঐ সুদের টাকা হইতে শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করা হইবে। ইহা জায়েজ হইবে কি?

উঃ—জায়েজ হইবে না।

১৫৬৮। প্রঃ—একজন মুছলমানের মেয়েকে একজন মুছলমান

বিবাহ করে, তাহাকে এতজন হিন্দু জোর পূর্ব্বক গৃহবাস করিতেছে, তাহার ঔরস জাত কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। উক্ত কন্যার বিবাহ কিভাবে দিতে হইবে? তাহার মাতাকে তাহার পূর্ব স্বামী তালাক দিয়াছে।

উঃ—কন্যাটি স্ত্রীলোকটির পূর্ব্ব স্বামীর ঔরস জাত নহে, একজন হিন্দুর ঔরষ জাত, তাহাও জারজ সন্তানরূপে হইয়াছে, এক্ষেত্রে তাহার নানার নাম লইয়া বিবাহ দিতে হইবে। স্ত্রীলোকের পূর্ব্ব স্বামীর নাম লওয়া ভুল। যদি সাক্ষীদ্বয় ও উকিল কন্যাকে জানে ও চিনে, তবে বিবাহ জায়েজ হইবে।

১৫৬০। প্রঃ—যদি জোর জবরদস্তি করিয়া কোন স্বামীর নিকট হইতে তিন তালাক লওয়া হয়। তবে কি হইবে?

উঃ—যদি প্রাণ হানি, বা অঙ্গ হানির ভয়ে তিন তালাক লিখিয়া দেয়, কিম্বা তালাক দিলে, তিন তালাক হইয়া যাইবে।

১৫৭০। প্রঃ—একটি ছাগল ছানা আল্লাহতায়ালার নামে মানসা করা হইল ৯-১০ মাস বয়সে তাহাকে শিয়ালে ধরিল, কিম্বা কোন রোগে মারিবার উপক্রম হইল, এই অবস্থায় ছাগলটি জবাহ করিয়া উহার গোশত কাঙ্গালদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে মানসা আদায় হইবে কি না?

উঃ—ছাগলের বয়স এক বৎসর বা ততোধিক হইলে মানসা আদায় হইবে, নচেৎ না।

১৫৭১। প্রঃ—জুমার দিনে ৪০ শত লোক কোন একস্থানে কার্য্যো পলক্ষ্যে সমবেত হইল, তথা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একটি ও এক মাইল দূরে ২-৩টি মছজেদ আছে, সমবেত মুছল্লিগণ কার্য্যের ক্ষতির ভয়ে কোন মছজেদে গমণ না করিয়া তাহার জামায়াত করিয়া জুমার নামাজ পড়িলে, জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—শরয়ি শহরের কোন স্থলে কিম্বা শহর তলীতে জুমা পড়িলে,

জায়েজ হইবে, দিল্লী ও ছাহারাণপুরের ফৎওয়া এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে।

১৫৭২। প্রঃ—গরু কোরবাণির মধ্যে কোন অংশীদার, মালদার কেহ দরিদ্র, কেহ মৃত পিতা মাতার নামে, কেহ মানসার নিয়তে কেহ নিজের, ভ্রাতার জন্য বা স্ত্রী পুত্রের জন্য এইরূপ বিবিধ প্রকার কোরবাণি এক গরুতে জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—জায়েজ হইবে, ইহার প্রমাণ কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে।

১৫৭৩। প্রঃ—যদি কোন মালদার ৩-৪টি কোরবাণীর গরুতে অংশ রাখে ও কোরবাণীর চামড়া বিক্রয় করিয়া মশলা কেনে, তবে তাহাতে কি হইবে?

উঃ—কয়েক গরুতে অংশিদার হওয়া জায়েজ, কিন্তু চামড়া বিক্রয় করিয়া খাদ্য সামগ্রী ও মশলা খরিদ করা মকরুহ। আঃ, ৫-৩৩৩, শাঃ, ৫-২২৭-২১৯-২৩১।

১৫৭৪। প্রঃ—কোন পীরকে তাহার বাসঘরে গোর দেওয়া হইয়াছে, সেই ঘরে প্রত্যহ প্রদীপ শরিষার তেল দ্বারা বাতি দেওয়া হয় প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তে ওজুর পানি মাটির বদনায় করিয়া তথায় রাখা হয়, প্রত্যেক ওয়াক্তে পানি বদলাইয়া দেওয়া হয় ইহা কি?

উঃ—গোরে প্রদীপ জ্বালান নাজায়েজ, যদি জেয়রত কারিদের সুবিধার জন্য প্রদীপ জ্বালান হয়, তবে কোন দোষ হইবে না। ইহা আশেয়াতোমল্লায়াত ইত্যাদি কেতাবে আছে।

১৫৭৫। প্রঃ—রোজার নিয়জ করিবার পর কিছু পানহার করা যায় কি না?

উঃ—রাত থাকিলে অবশ্য করিতে বাধা নাই।

১৫৭৬। প্রঃ—রবিবার ও বৃহস্পতিবার কেহ ঝাড়ে বাঁশ কাটে না, ইহা কি?

উঃ কোন কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারনার বশীভুত হইয়া বাঁশ না কাটে গোমরাহী মূলক বেদয়াত।

১৫৭৭। প্রঃ—মছবুক ভুল ক্রমে এমামের সহিত দুই ছালাম ফিরিয়াছে, পার্শ্বের মোক্তাদীর কথায় ঐ মছবুক পুনরায় উঠিয়া অবশিষ্ট দুই এক রাকয়াত নামাজ পড়িলে, তাহা দোরস্ত হইবে কি না? কিম্বা ঐ নামাজ দোহরাইতে হইবে কি না?

উঃ—যদি মছবুক ভ্রমবশতঃ এমামের ছালাম ফিরিবার পুর্বে কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে ছালাম ফিরিয়া বসে, তবে তাহার উপর ছহোছেজদা ওয়াজেব হইবে না, আর এমামের ছালাম দিবার পরে মছবুক ছালাম দিলে, ছহো-ছেজদা ওয়াজেব হইবে।

যদি মছবুক এমামের সঙ্গে এই ধারণার ছালাম ফিরায় যে তাহার উপর ছালাম ফিরান জরুরি, তবে তাহার নামাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা জহিরিয়া কেতাব আছে। শামি, ১-৫৬০।

আর যদি মছবুক ভ্রমবশতঃ ছালাম ফিরিয়া বসে, এমতাবস্তায় কিছুক্ষণ বিলম্ব করার পরে একজন লোক তাহাকে বলে. তুমি বাকী নামাজ পড়িয়া লও, তৎপরে সে বাকী নামাজ পড়িয়া; লয়. তবে তাহার নামাজ বাতীল হইয়া যাইবে, মজমুয়া ফাতাওয়ারয়-লাক্ষ্বী, ৩-৫৫।

১৫৭৮। প্রঃ—হিন্দু নারীরা কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুরের ফোটা দেয়, কোন কোন হিন্দু ভাবাপন্ন মুছলমান কবিরাজ বলে যে, সিন্দুরে স্ত্রীলোকদের হায়েজের •ক্ষে এবং বাধক পীড়ার উপকারিতা আছে, অতএব উহা ব্যবহারে কোন দোষ হইতে পারে না. ইছলামের এসম্বন্ধে ব্যবস্থা কি?

উঃ—ইহাতে হিন্দুদের তাশাব্বোহ (ভাবাপন্ন হওয়া) সাব্যস্ত হয়, কাজেই ইহা মকরুহ হইবে। বাধকের অন্য প্রকার উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। হিন্দুর সিদূর ঋতুপীড়া এবং বাধকের প্রতিশেধক ইহা নিতান্ত বাজে কথা।

১৫৭৯। প্রঃ—মছজেদে যে মিম্বরের ব্যবস্থা আছে, উহা কি?

উঃ—উহা নবি (ছাঃ) এর ছুন্নত, তাঁহার আমলে তিনটি ধাপ ছিল, উহার কম করিলে, ছুন্নতের খেলাফ ও মকরুহ হইবে।

১৫৮০। প্রঃ—(১) নামাজের প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফাতেহার পর যে ছুরা পড়া হয়, তাহা দ্বিতীয় রাকয়াতের ছুরা অপেক্ষা ছোট হইলে, কি হইবে।

(২) প্রথম রাকয়াতে ছুরা এখলাছ পড়িয়া দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা ফালাক পড়া কি?

(৩) ছুরা এখলাছের মত ছোট ছোট ছুরাগুলি প্রতি রাকয়াতে ২-৩টা করিয়া পড়া যায় কি না?

(৪) প্রথম রাকায়াতে ফালাক পড়িয়া দ্বিতীয় রাকয়াতে এখলাছ পড়া কি?

উঃ—(১) যদি দ্বিতীয় রাকয়াতে তিন আয়াত বা তদপেক্ষা অধিক লম্বা ছুরা পড়ে, তবে মকরুহ তঞ্জিহি হইবে। তিন আয়তের কম হইলে, মকরুহ হইবে না। ইহা ঐ সময়ের ব্যবস্থা হইবে—যখন আয়তগুলি বেশী ছোট বড় না হইয়া নিকট নিকট হয়। আর যদি আয়তগুলি বেশী ছোট বড় হয়, তবে অক্ষর বা শব্দের হিসাব ধরিতে হইবে, যদি অক্ষর অথবা শব্দের হিসাবে স্পষ্ট ভাবে বেশী বুঝা যায়, তবে মকরুহ হইবে। নচেৎ মকরুহ হইবে না, যথা—প্রথম রাকয়াতে ছুরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা গশিয়া পড়া, প্রথম ছুরাটি ১৯ আয়াত ও দ্বিতীয় ছুরা ২৬ আয়ত, কিন্তু অক্ষরের হিসাবে বেশী ছোট

বড় অনুমতি হয় না, এই হেতু মকরুহ হইবে না। শাঃ ১-৫০৬-৫০৭।

(২) ছুরা এখলাছ ৪ আয়াত ও ২ রা ফালাক ৫ আয়াত, এই হেতু মকরুহ হইবেন।

(৩) ছোট ছুরা ২-৩টি করিয়া প্রত্যেক রাকয়াতে পড়া জায়েজ।

(৪) প্রথম রাকয়াতে ছুরা ফালাক ও দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা এখালাছ পড়া মকরুহ কিন্তু কোরান শরিফ খতম করা কালে প্রথম রাকায়াতে ছুরা ফালাক ও নাছ পড়িয়া থাকিলে, দ্বিতীয় রাকয়াতে ছুরা ফাতেহা ও ছুরা বাকারার কিয়দংশ পড়িলে, দোষ হইবে না।

অবশ্য ভুল ক্রমে এইরূপ করিলে, কিম্বা নফল নামাজে এইরূপ করিলে, মকরুহ হইবে না। শাঃ ১-৫১০-৫১১।

১৫৮১। প্রঃ— ফজরে জামায়াত দেখিয়া জামায়াতে যোগ দেওয়া হইল, কিম্বা সূর্য্য উদয় হওয়ার আশঙ্কায় ফরজ পড়িয়া লইল, পরে ছুন্নত কোন সময় পড়িতে হইবে?

উঃ—সূর্য্য উদয় হওয়ার পূর্ব্বে উহা পড়িবে না ইহা সকলের মতে মকরুহ হইবে। সূর্য্য উদয় হওয়ার পড়ে গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব সময় পর্য্যন্ত উহা পড়িতে পারে, এমাম আবু হানিফা ও এমাম আবু ইউছোফ বলিয়াছেন, উহা নফল হইবে। আর এমাম মোহাম্মদ বলেন, উহা ছুন্নত হইবে।—শাঃ, ১-৬৭২।

১৫৮২। প্রঃ—অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ২-৩ ওয়াক্তের নামাজ কাজা হইয়া গেল, পরে কাজা আদায়ের সময় ছুন্নত নফলাদি পড়িতে হইবে কি না?

উঃ—ফজরের কাজা সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে পড়িলে, উহার সহিত ছুন্নত কাজা পড়িয়া লইবে। সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে উহার কাজা পড়িলে, ছুন্নতের কাজা পড়িতে হইবে না, ইহাই সমধিক ছহিহ মত।

জুমার পূর্বের চারি রাকয়াত ছুন্নত ও জোহরের পূর্ব্বের চারি রাকায়াত ছুন্নতের ত্যাগ হইয়া থাকিলে, ফরজের পরেই পড়িতে হইবে, জুমা ও জোহরের ওয়াক্ত চলিয়া গেলে, উহা পড়িতে হইবে না। অন্যান্য ছুন্নত ও নফল কাজা নামাজের সঙ্গে পড়িতে হইবে না। শামী, ১-৬৭২-৬৭৩।

১৫৮৩। প্রঃ—স্বামী মুনশী ধরনের লোক, নামাজ ষোল আনা ভর্ত্তা না থাকিলেও প্রায়ই পড়ে, কোন কোন সময় কাজাও করে। তাহার স্ত্রী মোটেই নামাজ পড়ে না, স্ত্রীকে নামাজ পড়াইবার জন্য তাহাকে বলিলে সে বলে যে, তোমার তার দরকার কি? কেউ কি কাহারও গোরে যাইবে? এই অবস্থায় স্বামীর কর্ত্তব্য কি?

উঃ—কোনআন—

قوا انفسكم و اهليكم نارا ☆

"তোমরা নিজেদের আত্মাকে ও পরিজনদিগকে দোজখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।"

হাদিছ :

و الرجل ولع في اهله و مسول عن رعيته ☆

পুরুষ লোক নিজের পরিজনের রক্ষক, সে নিজের পরিজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে।"

উক্ত আয়ত ও হাদিছে বুঝা যায় যে, স্বামীর পক্ষে নিজের স্ত্রীকে নামাজ, রোজা ও শরিয়ত পালনের জন্য তম্বি-তাড়না করা ফরজ, না করিলে, দোজখের আজাব ভোগ করিতে হইবে।

১৫৮৪। প্রঃ—গ্রামের মোড়ল (মাতব্বরগণ) সাধারণ লোকের বাটিতে বিবাহ শাদীর বাড়ীতে দাওয়াত জিয়াফত না পাইলে নানা ভাবে তর্জ্জন গর্জ্জন করে, মাতব্বর ২-৪ টাকা বর পক্ষ হইতে না

পাইলে, বিবাহ পড়াইবার হুকুম দেয় না। স্কুল বা মছজেদ বলিয়া যে খরচা আদায় করে, তাহাও তাহারা আত্মসাৎ করে। রোজা ফেৎরা ও কোরবাণির চামড়ার টাকা যৎসামান্য ফকির মিছকিনদিগকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমস্তই তাহারাই নিজেদের কাজে ব্যয় করে। তাহারা কোরবানির দিবস নিজেদের জন্তু আগে জবেহ করিয়া লওয়ার জন্য পিড়াপিড়ি করে, এমন কি অন্যের পশু নিয়ত করিয়া ছুরী চালাইতে উদ্যত হইলেও মোল্লাজীর হাত ধরিয়া তাহারা লইয়া যায়, এই সমস্ত কি?

উঃ—এইরূপ সমস্ত কার্য্য অত্যাচার মূলক ও নাজায়েজ, অত্যাচারিদের জন্য পোলছেরাত অন্ধকারময় হইবে, তাহাদের উদরে অগ্নি জ্বলিতে থাকিবে।

১৫৮৫। প্রঃ—কাকে কাকে বিবাহ করা যায়? বিধবা চাচী ও মামীর সঙ্গে নেকাহ করা জায়েজ কি না?

উঃ—যাহারা শরিয়তে হারাম নহে, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ করা জায়েজ, হারাম স্ত্রীলোকদের তালিকা ফাতাওয়ায় আমিনিয়ার তৃতীয় ভাগে ৭২৫ নম্বরে মছলার জওয়াবে বিস্তারিত ভাবে লেখা হইয়াছে, চাচী ও মামীর সহিত বিবাহ করা শরিয়তে জায়েজ।

মোছলেম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ

গত ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে (দিল্লী) মোছলেম বিবাহ বিল আইন পাশ হইয়াছে। ঐ বিলের মোটামুটি কথাগুলি এই যে ঃ—

(ক) যদি চারি বৎসর যাবৎ স্বামীর ঠিকানা জানা না যায়।

(খ) যদি দুই বৎসর যাবৎ স্বামী তাহার খোরপোশ দিতে অক্ষম হয় বা অবহেলা করে।

(গ) যদি স্বামী সাত বা তদূর্দ্ধ বৎসর কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

(ঘ) যদি যুক্তি সম্মত কারণ ব্যতিরেকে স্বামী তিন বৎসর যাবৎ তাহার ভক্তি সম্পর্কীয় দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হয়।

(ঙ) যদি স্বামী বিবাহ কালে নির্ব্বির্য্য থাকিয়া থাকে এবং বিবাহের পর নিব্বির্য্য থাকে।

(চ) যদি স্বামী দুই বৎসর কাল ধরিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, অথবা কুষ্ঠ কিম্বা ভয়ঙ্কর রতিজ রোগে ভুগিতে থাকে।

(ছ) তাহার (নারীর) বয়স পনর বৎসর হইবার পূর্ব্বে পিতা বা অভিভাবক তাহার বিবাহ দিয়া থাকিলে এবং তাহার সেই বিবাহ স্বামী সহবাসের দ্বারা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়া না থাকিলে, সে (নারী) তাহার বয়স ১৮ বৎসর হইবার পর যদি সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করে। এই সব অবস্থায় সরকারী আইনের বিধি-ব্যবস্থা মতে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবে।"

আরও কয়েকটি ধারা আছে যাহা পরে আলোচনা করা হইবে। প্রথম (ছ) ধারার আলোচনা করা হউক।

এই ধারার কয়েক কারণে আমাদের মহামান্য শরিয়তের বিপরীত হওয়ায় মুছলমান সমাজ ইহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না।

প্রথমতঃ নাবালেগা কন্যার বিবাহ পিতা ও দাদা দিয়া থাকিলে, উহা ভঙ্গ করা যাইতে পারে না।

দোর্রোল-মোখতার, ২-৫-৬ পৃষ্ঠা ঃ—

ولزم النكاح ان كان الولى ابا اوجدا ☆

"যদি ওলি পিতা কিম্বা দাদা হয়, তবে উক্ত নেকাহ লাজেম হইয়া যাইবে (অর্থাৎ বিচ্ছেদ করা যাইতে পারে না)।"

শরহে-ইলইয়াছ, ১৭১ পৃষ্ঠা ঃ--

ثم ان زوجهما ارآب و الجد لزم النكاح و لا خيارا لهما في الفسخ بعد البلوغ ☆

তৎপরে যদি পিতা ও দাদা নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে, তবে উক্ত নেকাহ লাজেম হইয়া যাইবে এবং বালেগ হওয়ার পরে উভয়ের (উক্ত নেকাহ) ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।"

হেদায়া, ২-২৯৭ পৃষ্ঠা ঃ—

فان زوجهما الاب او الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما ☆

"যদি পিতা কিম্বা দাদা উভয়কে বিবাহ দিয়া থাকে, তবে এতদুভয়ের বালেগ হওয়ার পরে তাহাদের (নেকাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে না।"

আলমগিরি মিশরী ছাপা, ১-৩০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

فان روجهما الاب او الجد فلا خيار لهما بعد بلاغهما ☆

"যদি উক্ত নাবালেগ পুত্র ও কন্যার বিবাহ পিতা এবং দাদা সম্পাদন করিয়া থাকে, তবে তাহাদের বালেগ হওয়ার পরে (নেকাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে না।"

শামি, ২-৪৭১ পৃষ্ঠা ঃ—

(ولزم النكاح) اى بلا توقف على اجازة احد و بلا ثبوت خيارفي تزويج الاب و الجد ☆

"পিতা ও দাদা বিবাহ দিলে, বিবাহ লাজেম হইয়া যাইবে, ইহাতে (উভয়ের মধ্যে) কাহারও অনুমতি সাপেক্ষ হইবে না এবং (নেকাহ ভঙ্গ করার) অধিকার থাকিবে না।"

কাজিখান, ১-১৬৪ পৃষ্ঠা ঃ—

و اذا بلـغ الصغير و الصغيرة و قد زوجهما الاب و الجد لا خيار لـهما☆

"আর যখন নাবালেগ ও নাবালেগা বালেগ হইবে, অথচ পিতা ও দাদা উভয়ের বিবাহ সম্পাদন করিয়াছিল, তখন উভয়ের (বিবাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে না।"

তাহতাবী, ২-৩৩ পৃষ্ঠা ঃ—

(قوله و لزم النكاح) ان لاخيار فيه في هذه الصورة الاتية ☆

"পরবর্ত্তী অবস্থাগুলিতে (পিতা, দাদা নেকাহ করাইয়া দিলে) নেকাহ ভঙ্গ করার ক্ষমতা থাকিবে না।"

এইরূপ বারজান্দির ২-১১ পৃষ্ঠায়, জামেয়োর-রমুজের ২৫৫ পৃষ্ঠায় আবুলমাকারেমের ২-১০ পৃষ্ঠায়, ফাতাওয়ায়-আছয়াদিয়ার ১-৪১ পৃষ্ঠায় এখতিয়ারের ২-১৫৬ পৃষ্ঠায়, মাজমায়োল-আনহোরের ১-৩৩৫ পৃষ্ঠায়, জওহারে-নাইয়েরার ২-৬৫ পৃষ্ঠায় মবছুতের ৪-২১৫ পৃষ্ঠায় ও ওদ্দাতো-আরবাবেল ফাতাওয়ার ১-১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, পিতা ও দাদা বিবাহ দিলে, পুত্র ও কন্যা বালেগ হইয়া উক্ত নেকাহ ফছখ করিতে পারিবে না।

এইরূপ উন্মাদিনী বালেগা স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহার পিতা করাইয়া দিলে, তাহার চৈতন্য প্রাপ্তির পরে উহা ফছখ করার অধিকার তাহার

থাকিবে না, শামী, ২-৪১৮, তাহতাবী, ২-৩৪।

অবশ্য পিতা ও দাদা ব্যতীত বিবাহ অন্য কেহ অলী হইলে, নাবালেগা কন্যা বালেগা হইলে নেকাহ ফছখ করিতে পারে।

এই ফছখ করার নিয়ম কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কুমারী হায়েজ হওয়া মাত্র বলিবে, আমি নিজের নফছকে এখতিয়ার করিলাম এবং নেকাহ ফছখ করিলাম। যদি কিছু না বলিয়া অল্প সময় চুপ করিয়া থাকে, তবে এই বৈঠক পরিবর্ত্তন করার পূর্ব্বে হইলেও তাহার নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

যদি সে নেকাহ হওয়ার সংবাদ অবগত থাকে, তবে এইরূপ ব্যবস্থা হইবে। আর নেকাহ হওয়ার সংবাদ অবগত না থাকিলে, বালেগা হওয়ার পরে যখনই এই সংবাদ অবগত হইবে, তখনই বলিবে, আমি নিজের নফছকে এখতিয়ার করিলাম ও নেকাহ ফছখ করিলাম।

এই সংবাদ পাইয়া কিছুক্ষন চুপ করিয়া থাকিলে, বৈঠক পরিবর্ত্তন করার পূর্ব্বে হইলেও কছখ করার অধিকার থাকিবে না।

বালেগা হওয়া কালে তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার থাকে, কিম্বা সেই বৈঠকের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত ক্ষমতা বাকী থাকে না, ইহা সে জানুক, আর নাই জানুক, নেকাহ ফছখের ঘোষণা অল্পক্ষণ দেরীতে করিলে, উক্ত অধিকার নষ্ট হইয়া যাইবে। শামি, ২-৪২৫-৪২৬, তাহতাবী, ২-৩৬-৩৭।

যখনই বালেগা হয়, তখনই নেকাহ ফছখ করিয়া দুইজন সাক্ষীকে ইহা জানাইয়া রাখিবে, ইহার পরে কাজির নিকট কিছু দিবস পরে নেকাহ ফছখের মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে। ইহাতে তাহার নেকাহ ফছখের ক্ষমতা বাকী থাকিবে, কিন্তু যদি সে ইহার মধ্যে স্বামীকে তাহার সহিত সঙ্গম করিতে সুযোগ প্রদান করে, তবে এই ক্ষমতা বাতীল হইয়া যাইবে। আলমগিরি, ১-৩০৪।

এক্ষণে ইহাই আলোচ্য বিষয় যে, নাবালেগা বালেগা হইয়া নেকাহ ফছখ করিলেই সেই নেকাহ ফছখ হইয়া যাইবে কিনা?

ইহার উত্তর এই যে, কাজী যত দিবস এই নেকাহ ফছখ না করিয়া দিবে, ততদিবস এই নেকাহ ফছখ হইবে না। কাজীর বিচার মীমাংসায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণার পূর্বে উভয়ের মধ্যে একজন মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে, একে অন্যের ওয়ারেছ হইবে।

পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যে নেকাহ দিলে, বালেগ হওয়া কালে উভয়ের নেকাহ ফছখ করার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু কাজির হুকুম এই ফছখের শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।"

হেদায়া, ২-২৯৭ পৃষ্ঠা ঃ—

و ان زوجهما غير الاب و الجد فلكل و احد منها الخيار اذا ابلغ ان شاء اقام على النكاح و ان شاء فسخ و يشترط فيه القضاء ☆

"যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যে নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ সম্পাদন করিয়া থাকে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে প্রত্যেকের বালেগ হওয়া কালে (নেকাহ ভঙ্গ করিবার) ক্ষমতা থাকিবে, সে যদি ইচ্ছা করে, তবে এই বিবাহের উপর স্থির থাকিবে, আর যদি ইচ্ছা করে তবে উহা ফছখ করিবে, এই নেকাহ ভঙ্গ করিতে কাজির হুকুম শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।"

দোর্রোল-মোখতার, ২-৫-৬ পৃষ্ঠা ঃ—

و ان كان المزوج غيرهما ان كان من كفو و بمهر المثل ولكن لهما خيار الفسخ بالبلوغ او العلم بالنكاح بشرط القضاء للسفسخ ☆

আর যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যে সমশ্রেণীর (কফুর) সহিত এবং মোহরে মেছেলের সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পাদনকারী হয় তবে উহা ছহিহ হইবে, কিন্তু বালেগ হওয়া কালে কিম্বা বিবাহের সংবাদ

জানা কালে উভয়ের নেকাহ ভঙ্গ করার অধিকার থাকিবে, এই বিবাহ ভঙ্গ করিতে কাজির হুকুম শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে।"

কাজিখান নলকেশওয়ারি ছাপা, ১-১৬৪ পৃষ্ঠা ঃ—

و في خيار البلوغ لاتقع القرقة ولا يبطل النكاح مالم يفسخ القاض العقد بينهما ☆

"বালেগ হওয়া কালে বিবাহ ভঙ্গ মনোনীত করিলে, বিবাহ বিচ্ছেদ হইবে না ও নেকাহ বাতীল হইবে না—যতক্ষন না কাজী উভয়ের মধ্যস্থিত বিবাহ ফছখ করিয়া দেন।

আলমগিরি, মিশরিছাপা, ১-৩০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

ويشترط القضاء☆

"এই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কাজীর হুকুম শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে।"

শামী, ২-৪২১ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا كان المزوج للصغير و الصغيرة غير الاب و الجد فلهما الخيار بالبلوغ او العلم به فان اختيار الفسخ لا يثبت الفسخ الا بشرط القضاء ☆و فيه ايماء الى ان الزوج لوكن غائبا لم يفرق بينهما مالم يحضر للزوم القضاء على الغائب نهر الفائق و به صرح الاستر و شنى في جامعه ☆

"যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেহ নাবালেগ পুত্র ও নাবালেগা কন্যার বিবাহ সম্পাদনকারী হয়, তবে বালেগা হওয়া কালে কিম্বা

বিবাহের সংবাদ জানা কালে উভয়ের (বিবাহ ভঙ্গ করার) ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু বিবাহ ভঙ্গ করার পন্থা অবলম্বন করিলে, কাজীর হুকুম ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পাদিত হইবে না। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, যদি স্বামী অনুপস্থিত থাকে, তবে যতক্ষণ সে উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ কাজী উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া দিতে পারে না, কেননা ইহাতে অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর বিচার ব্যবস্থা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, (আর ইহা হানাফী মজহাবে জায়েজ নহে), ইহা নহরোল ফায়েকে আছে, আল্লামা শামী বলেন, ওস্তোরুশনি নিজ কেতাবে ইহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

এইরূপ তাহতাবির ২-৩৫ পৃষ্ঠায়, বাদায়ে, কেতাবের ২-৩২৫ পৃষ্ঠায়, হেদায়ার টিকা আয়নির ২-৯৫ পৃষ্ঠায়, মোল্লা মেছকিনের ৮৯ পৃষ্ঠায়, বায়জান্দির ২-১১ পৃষ্ঠায়, কাঞ্জের টিকা আয়নির ২-২১ পৃষ্ঠায়, শরহে-ইলইয়াছের ১৭১ পৃষ্ঠায়, জামেয়োর-রমুজের ২৫৫ পৃষ্ঠায়, এখতিয়ারের ২-১৫৬ পৃষ্ঠায়, ফৎহোল্লাহেল মইনের ২-৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায়, মাজমায়োল-আনহোরের ১-৩৩৫ পৃষ্ঠায়, দোরারোল-হেকামের ১-৩৩৮ পৃষ্ঠায়, তবইনোল-হাকায়েকের ২-১২৩ পৃষ্ঠায়, জওহেরার-নাইয়েরার ২-৬৫ পৃষ্ঠায়, ও উদ্দাতো-আরৰাবেল-ফাতা-ওয়ার ১৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যতক্ষণ কাজী এই নেকাহ ফছখ না করিয়া দিবে, ততক্ষণ উক্ত নেকাহ ফছখ হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহার পূর্বে অন্যত্রে তাহাকে বিবাহ দিলে, হারাম ও জেনা হইবে।

এস্থলে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, কাজী কোন ব্যক্তি হইবেন?

রদ্দোদ-মোহতার, ৪-৪১৪ পৃষ্ঠা :—

رحاملـه ان شـروط الشهادـة مـن الاسلام و العقل و البلوغ و الـحرية و عـدم الـعـمـى و الـحـد فى قدر شروط اصحة تولية و لصحة حكمه بعدها و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح ☆

মুছলমান হওয়া, সজ্ঞান হওয়া, বালেগ হওয়া, আজাদ (স্বাধীন) হওয়া, অন্ধ না হওয়া এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদে শাস্তি ভোগ না করা, এই ছয়টি বিষয় যেরূপ সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত হওয়ার শর্ত্ত স্থিরকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কাজী নির্বাচন করার এবং উহার পরে তাহাত হুকুম ছহিহ হওয়ার শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে কাফেরকে কাজী নির্বাচন করা জায়েজ নহে।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

و ان لم يصح قضاوه يضاده على المسلم حال كفره ☆

"কাফেরের কোফর অবস্থায় মুছলমানের উপর কাজায়ী করা ছহিহ হইবে না।"

ফাছেককে কাজী নির্বাচন করা জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও ছহিহ মতে জায়েজ হইবে।

দোর্রোল মোখতার,

و الفاسق اهلها فيكون اهلها لكنه لا يقلد وجوبا و ياثم مقلده ☆

"ফাছেক সাক্ষ দেওয়ার উপযুক্ত কাজেই কাজী পদের উপযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাকে কাজী না করা ওয়াজেব, যে ব্যক্তি তাহাকে কাজী স্থির করিবে, গোনাহগার হইবে।

আল্লামা শামী রদ্দোল মোহতারের ৪-৪১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, ফাছেককে কাজী করা জায়েজ নহে। আমি বলি, যদি এই মত গ্রহণীয় হয়, তবে বিচারের দ্বার রুদ্ধ

হইয়া যাইবে, বিশেষতঃ আমাদের জামানাতে, এই হেতু তনবিয়োল আবছার প্রণেতা যে পথে চলিয়াছেন, খোলাছা কেতাবে তাহা সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে, এমাদিয়া কেতাবে উহা সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে, ইহা মনরোল-ফায়েকে আছে।

ফৎহোল কদীরে আছে, ক্ষমতাশালী বাদশাহ যে কোন লোককে রব নিয়োজিত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি জাহেল ফাছেক হইলেও তাহার বিচার প্রচলিত করা যুক্তিযুক্ত মত, আমাদের জাহেরে মজহাবে ইহাই, এক্ষেত্রে সে বিচার অন্যের ফৎওয়া অনুযায়ী ব্যবস্থা দিবেন।

এক্ষণে কে সেই কাজী স্থির করিবেন, তাহাই আলোচ্য বিষয়, শামীর উক্ত খণ্ডের ৪১৫ পৃষ্ঠায় আছে ঃ—

ফৎহোল-কদীরে আছে, কাজী নির্বাচন করিবেন যিনি খলিফাতোল মোছলেমীন হইবেন, কিম্বা— খলিফা যাহাকে সুলতান নির্বাচন করেন, এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রদান করেন, সেই সুলতান হইবেন। অথবা সেই সুলতান যাহাকে এক অঞ্চলের শাসন কর্ত্তা স্থির করিয়াছেন, তথাকার খাজনা তাহাকে অর্পণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

দোর্রোল-মোখতারে আছে ঃ—

و يجوز تقلد القضاء من السلطان العادل و الجائر ولوكافرا ذكره مسكين وغيره ☆

"ন্যায় বিচারক ও অত্যাচারী বাদশাহ হইতে যদিও বাদশাহ কাফের হয় কাজায়ি পদলাভ করা জায়েজ হইবে।"

মিছকিন প্রভৃতি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।"

শামি, ২-৪২৭ পৃষ্ঠা ঃ—

"যে দেশের শাসন কর্ত্তা কাফের, তথায় মুছলমানদিগের পক্ষে

জুমা ও ঈদ কায়েম করা জায়েজ হইবে। আর মুছলমানদিগের সম্মতিতে কাজী স্থির করা হইবে, তাহাদের পক্ষে উক্ত শাসন কর্ত্তার নিকট একজন মুছলমান হাকেম নির্ব্বাচনের প্রার্থনা করা ওয়াজেব।"

মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ায় ২-৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

এইরূপ ক্ষেত্রে মুছলমান কাজীর আবশ্যক, একজন মুছলমান হাকিমের কোর্টে এই মোকাদ্দনা উপস্থিত করিবে।

যখন মুছলমান হাকিম বলিয়া দেন যে, আমি অমুক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিলাম, তখন উক্ত নেকাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ২-৪০-৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ক্ষমতাশালী ইংরেজ হাকেমগণ যদি দয়া করিয়া এইরূপ ঘটনাগুলিতে কোন মুছলমান আলেমকে মীমাংসা করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেন, তবে তিনি ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য কাজীর স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং এই ঘটনাগুলিতে তাঁহার হুকুম কার্য্যকরী হইবে। সকল সময়ের জন্য এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করার প্রয়োজন নাই, বরং এই দুইটি বিশিষ্ট ঘটনার মীমাংসা করার ক্ষমতা প্রদান করিলে, যথেষ্ট হইবে।

আর সমস্ত মুছলমানের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের নিকট এজন্য দরখাস্ত করা উচিত যে, সর্ব্বদা এই ধরণের ব্যাপারগুলি নিষ্পত্তির জন্য গভর্ণমেণ্ট যেন একজন আলেম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা হইলে চিরতরে দুঃখের অবসান ঘটিবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মুছলমান মোনছেফের নিকট হইতে এই নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে হইবে।

আর যদি কোর্টের মধ্যে কোন মুছলমান মোনছেফ না থাকে, তবে

হিন্দু মোনছেফের নিকট এই মোকাদ্দমা উপস্থিত করিয়া একজন মুছলমান আলেমের উপর ফছখের ভার ন্যস্ত করাইয়া লওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

হিন্দু মোনছেফ উহা ফছখ করাইয়া দিলে, শরিয়ত অনুযায়ী উহা ফছখ হইবে না।

(ক) নম্বরের আলোচনা ঃ—

"যদি চারি বৎসর যাবৎ স্বামীর ঠিকানা জানা না যায়" তবে এই অবস্থায় নেকাহ ফছখ করার আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের শরিয়ত মতে এই ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। চারি বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে মুছলমান মোনছেফের নিকট নেকাহ ফছখের দরখাস্ত করিতে হইবে। তিনি নেকাহ ফছখ করাইয়া দিলে, সেই দিবস হইতে চারি মাস দশ দিবস এদ্দত পালন করিতে হইবে, তৎপরে অন্য নেকাহ করিতে পারিবে। যদি তথায় মালিকি মজহাবের কাজী পাওয়া যায়, তবে তাহার নিকট হইতে নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশে মালিকি কাজী পাওয়া যায় না, কাজেই হানাফী মোনছেফের দ্বারা নেকাহ ফছখ করাইয়া লইলে, জায়েজ হইবে।

যতক্ষণ এই মোনছেফ কর্ত্তৃক নেকাহ ফছখ করাইয়া লওয়া না হয়, এবং ফছখের পরে চারিমাস দশ দিবস এদ্দত পালন করা না হয়, ততক্ষণ অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ জায়েজ হইবে না।

জামেয়োর রমুজ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

و قال مالك و الاو زاعى الى اربع سنين فينكح عرسه بعد ها كما فى النظم فلو افتى به فى موضع الضر ورة ينبغى ان لا بأس به على ما اظن☆

রদ্দোল-মোহতার, ২-৮২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

قلت لكن هذا ظاہر اذا امكن قضاء مالكى به او تحكيمه اما فى بلاد لا يوجد فيها مالكى يحكم به فالضرورة متحققة و كان وجد امر عن البزازية و الفصولين☆

و سيأتى نظير هذه المسئلة في زوجة المفقود حيث ميل انه يفتي بقول مالك انكا تعتد عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين ☆

আরও উক্ত কেতাবে, ৩-৪৫৬ পৃষ্ঠা ঃ—

قال فى الدر المنتقى ايس باو اى لقول القهستانى لو افتى به موضع الضرورة لا بأس به على ما اظن له ☆

দোর্রোল-মোখতার, ২-১১৮ পৃষ্ঠা ঃ—

فى و اقعات المفتين لقدرى افندى معزتا للقنية انه انما يحكم بموته بقضاء لا نه امر محتمل فما لم ينفم اليه القضاء لا يكون حجة ☆

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যায় যে, মোনছেফ কর্ত্তৃক নেকাহ ফছখ না করাইয়া লইলে নেকাহ ফছখ হইবে না।

(খ) নম্বরের আলোচনা ঃ—

যদি দুই বৎসর যাবৎ স্বামী তাহার খোরপোশ দিতে অক্ষম হয়, বা অবহেলা করে।' তবে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন পাশ করা হইতেছে।

দোর্রোল-মোখতার, ২-৫৩ পৃষ্ঠা ঃ—

و لا يفرق بينهما لعجزه عنها و لا بعدم ايفائه لو غائبا حقها و لو موسوا وجوزه الشافعی (رح) باعسار الزوج و يتضروها بغيبته ولو قضي به حنفي لم ينفذ نعم لوامو شافعيا فقضي به نفذ

রদ্দোল-মোহতার, ২-৯০৩ পৃষ্ঠা ঃ—

الحاصل ان عند الشافعي اذا اعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ و كذا ان غاب و تعذر تحصيلها منه علي ما اختاره كثيرون منهم ☆ثم اعلم ان مشائخنا استحسنوا ان ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما اذا الزوج حاضر او ابي عن الطلاق لان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالا ستد اذا الظاهر انها لا تجد من يقرضها و غني الزوج ما لا امر متوهم فالتفريق ضروری اذا طلبته ☆

আরও উক্ত কেতাবের ৯০৩-৯০৪ পৃষ্ঠা ঃ—

نعم يصح الثاني عند احمد كما ذكر فی كتب مذهبه و عليه يحمل مافي فتاوی الهداية حيث سئل عمن غاب زوجها و لم يترك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة عان ذلك و طلبت فسخ النكاح عن قاض يرله ففسخ نفذ و هو قضاء على الغائب و فی نفاذ القضاء على الغائب روائتن عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفى يان يزوجها من الغير بعد المعلة ☆

রদ্দোল-মোহতার, ১৬৯ পৃষ্ঠা ঃ—

فال في خزائن الروايات للعالم الذي يعرف معنى النصوص والاخبار وهو ومن اهل الرداية يجوز له ان يعمل عليها و ان كان مخالفا لمذهبه له قلت لكن هذا في غير موضع الضرو ره فقد ذكر في حيض الجوفي بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قلل و في المعراج عن فخر الائمة لوافتى مفت بشي من هذه الاقوال في مواضع الضروره طلبا لتيسير كان حسناله ☆

আরো ঐ কেতাবে ৭০ পৃষ্ঠা ঃ—

و ادعي في البحران المقلد اذا قضي بمذهب غيره او بروا ية ضعيفه او بقول ضعيف نفذ و اقوي ماتمسك به ما في البزا زية عن شرح الطحاوى اذا لم يكن القاضي مجتهدا و قضي بالفتوى ثم تبين انه علي خلاف مذهبه نفذ و ليس لغيره نقضه و له ان ينقضه كذا عن محمد و قلل الثني ليس له ان ينقضه ايضاله ☆

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, স্বামী দরিদ্রতা হেতু, কিম্বা কষ্ট দেওয়া উদ্দেশ্যে স্বদেশে থাকিয়া হউক, আর বিদেশে থাকিয়া হউক, স্ত্রীকে খোরপোশ না দিলে; সে মুছলমান মোনছেফের নিকট হইতে নেকাহ ফছখ করাইয়া লইতে পারে, এই ফছখ অন্তে তালাকের এদ্দত তিন হায়েজ, অথবা তিন মাস, পরে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে।

এই ফছখ করার এবং এদ্দত পালন করার পূর্ব্বে নেকাহ করা হারাম হইবে।

(গ) নম্বরের সমালোচনা ঃ—

"যদি স্বামী সাত বা তদুৰ্দ্ধ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে বিবাহ বিচ্ছেদের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।"

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, খোরপোশের অভাব হেতু কাজী কিম্বা মোনছেফের নিকট মোকাদ্দমা উপস্থিত করিয়া নেকাহ ফছখ করাইয়া লইয়া তালাকের এদ্দত অন্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু এই নম্বরের আইনের সাত বৎসরের কম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে, নেকাহ ফছখ হইবে না, অথচ 'খ' নম্বরে বলা হইয়াছে, খোরপোশ দিতে অক্ষম হইলে, তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ করা হইবে। এক দুই বৎসর জেল হইলে, যদি তাহার স্ত্রীর খোপোশের উপায় না থাকে, তবে উক্ত আইন অনুসারে তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া সঙ্গত, কাজেই সাত বৎসর কেন যে বিবাহ বিচ্ছেদের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করা হইল, তাহার কোন হেতু বুঝা যায় না।

যদি কোন লোকের জেল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার টাকা কড়ি বিষয় সম্পত্তি থাকে এবং তদ্দারা তাহার স্ত্রীর জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে নেকাহ ফছখ হওয়া মুছলমানি আইনে জায়েজ হইবে না।

'গ' নম্বরে আমাদের শরিয়তের আইনের দুই স্থলে বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে, প্রথম খোরপোশের অভাব হইলে, এক দুই বৎসর জেলেও নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকে, দ্বিতীয় খোরপোশের অভাব না হইলে, সাত বৎসরের অধিককাল জেল হইলেও নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না।

(ঙ) নম্বরের আলোচনা ঃ—

"যদি স্বামী বিবাহ কালে নির্ব্বিষ্য থাকিয়া থাকে এবং বিবাহের পরেও নির্ব্বিষ্য থাকে, তবে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকিবে।"

আমাদের শরিয়তের ব্যবস্থা এই যে, স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হইয়া

থাকে, তবে মোনছেফের নিকট এই মোকাদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, মোনছেফ তাহাকে এক বৎসর কাল অবকাশ দিবেন, যদি এই এক বৎসরের মধ্যে স্বামী একবার সেই স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তবে নেকাহ ফছখ করার অধিকার থাকিবে না, নচেৎ স্বামী তাহাকে তালাক দিবে, আর তালাক দিতে অস্বীকার করিলে, মোনছেফ তাহাদের নেকাহ ফছখ করিয়া দিবেন।

যদিও স্ত্রী স্বামীকে পুরুষত্বহীন পাইয়াও অনেক কাল তাহার সহিত বিরোধ না করে, কিম্বা বিরোধ করিয়াও কিছুকাল নির্বাদে থাকে, তাহার সঙ্গে শয়ন করে, তবু তাহার নেকাহ ফছখের অধিকার বাতীল হইবে না, এইরূপ যদি সে মোনছেফের নিকট এক মোকাদ্দমা উপস্থিত করে এবং মোনছেফ তাহাকে এক বৎসর অবকাশ দিয়া থাকে, কিন্তু এক বৎসর গত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সে ফছখের দাবী উপস্থিত করিল না, তবে তাহার সেই দাবী বাতীল হইবে না।

যদি স্বামী এই মেয়াদের মধ্যে সঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া দাবী করে, আর স্ত্রী উহা অস্বীকার করে, তবে একজন বিশ্বাসী স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিতে দেওয়া হইবে, যদি তাহার পরীক্ষাতে তাহার কুমারী হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে উক্ত বৈঠকে এ বিষয়ের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে যদি সে সেই স্বামীকে গ্রহণ করে কিম্বা সেই স্থান ত্যাগ করে, তবে তাহার ফছখের দাবী বাতীল হইয়া যাইবে।

কুমারী হওয়ার পরীক্ষা এইরূপে করিতে হয়— যদি প্রস্রাব করিলে তাহার প্রস্রাব প্রাচীরের উপর পড়ে, তবে কুমারী ধরিতে হইবে। আর যদি জানুর উপর গড়াইয়া পড়ে, তবে কৌমার্য্য নষ্ট বুঝিতে হইবে। এইরূপ ডিমের কুসুম তাহার ভগে প্রবেশ করাইয়া দিলে যদি উহার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে কৌমার্য্য নষ্ট হইয়াছে. আর প্রবেশ না করিলে, কুমারী বুঝিতে হইবে।

আর যদি সেই বিশ্বাসী স্ত্রীলোক বলে যে, তাহার কৌমার্য্য নষ্ট হইয়াছে, কিম্বা বিবাহের পূর্ব্বে কৌমার্য্য নষ্ট ছিল, তবে স্বামীকে হলফ করিতে বলা হইবে। নচেৎ তাহাকে ফছখের অধিকার দেওয়া হইবে।

একজনের স্থলে দুইজন পরহেজগার স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করিতে দেওয়া সঙ্গত, যদি এই বিচ্ছেদের পূর্বে সে দুইজন পুরুষের সাক্ষাতে কিম্বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাতে একরার করিয়া থাকে যে, তাহার স্বামী তাহার সহিত সঙ্গম করিয়াছে, তবে তাহার এই ফছখের দাবী বাতীল বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের পরে যদি দুই বৎসরের মধ্যে তাহার সন্তান প্রসব হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, উক্ত স্বামীর পুরুষত্বহীনতার দাবী বাতীল এবং এই বিচ্ছেদের হুকুম বাতীল।

যদি এই বিবাহ বিচ্ছেদের পরে সে পুনরায় সেই স্বামীর সহিত নেকাহ করে, কিম্বা যে অপর স্ত্রীলোক জানে যে, উক্ত পুরুষের পুরুষত্বহীনতার জন্য তাহার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহা সত্ত্বেও সে তাঁহার সহিত নেকাহ করে, তবে ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে তাহাদের উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার থাকিবে না।

যদি কোন স্বামীর অণ্ডকোষ কিম্বা লিঙ্গ কাটা থাকে, তবে মোনছেফ তৎক্ষণাৎ তাহার বিবাহ বিচ্ছেদ করাইয়া দিবেন।

যাহার লিঙ্গ অতি ক্ষুদ্রাকার এমনকি উহা স্ত্রীর যোনীর ভিতরাংশে প্রবেশ করান সম্ভব হয় না, তবে তাহার স্ত্রীর নেকাহ ফছখ করাইয়া দেওয়া জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। বাহারোর রায়েকে উহাতে ফছখ করা জায়েজ না হওয়ার কথা, মুহিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, যখন লিঙ্গ কাঁটা ব্যক্তির স্ত্রীর নেকাহ ফছখ করা জায়েজ হইল, তখন কেন এস্থলে ফছখ করার অধিকার থাকিবে না। ইহা শরহে অহবানিয়া ও হাশিয়ায়-মাদানীতে আছে।

১৫৮৬। প্রঃ—যে ব্যক্তি ওয়াক্তিয়া ও জুমা নামাজ পড়ে নাই, কেবল ঈদ পড়িয়াছে, তাহার জানজা পড়া কি?

উঃ—যে বেনামাজী শেরক ও কোফর করিতে করিতে বিনা তওবায় মরিয়া গিয়াছে, তাহার জানাজা কোরআনের ছুরা তওবার আয়ত অনুযায়ী হারাম।

আর যে বেনামাজী নামাজ রোজা ফরজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এইরূপ শরিয়তের কোন ফরজকে এনকার করে নাই, অন্য কোন প্রকার শেরক কোফর করে নাই, তাহার জানাজা পড়া জায়েজ, সাধারণ লোকে এই ফরজে কেফায়া আদায় করিয়া দিবে, আলেম মৌলবি পরহেজগার লোকেরা তাহার জানাজা পড়িবে না, ইহাতে বেনামাজিরা নামাজি হইয়া যাইবে।

১৫৮৭। প্রঃ—লাশহীন কবরে জিয়ারত করা কি?

উঃ—নাজায়েজ ও লা'নতের কার্য্য, ইহার প্রমাণ ফাতাওয়ায়-আমিনিয়ার চতুর্থ খণ্ডের ১১৮১ নম্বর মছলার লিখিত হইয়াছে।

১৫৮৮। প্রঃ—কোন লোক একটি গরু বা ছাগল কোরবাণী দিবে বলিয়া কোরবাণীর পূর্ব্বেই জামায়াতের লোককে বলিয়া ছাড়িয়া দিল যে, আমি এই জন্তুটা কোরবাণীর জন্য ছাড়িয়া দিলাম, কাহারও ক্ষেত খাইলে, কেহ দোষ ধরিও না, লোকেও তাহা স্বীকার করিল, কিন্তু এক্ষণে কথা এই যে, গ্রামের চারিদিকে যে মাঠ আছে সেই মাঠ যে কেবল ঐ গ্রামের লোকের তাহা নয়, অন্য গ্রামের লোকেরও জমি থাকে। ক্ষেত খাইলে অন্য গ্রামের লোকেরও ক্ষেত খাইবে। এমতাবস্থায় কোরবাণি হইবে কি না?

উঃ—অন্যের ক্ষেত খাইলে, তজ্জন্য গোনাহ হইবে, হাশরে ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে, ওয়াজেব কোরবাণি আদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু এইরূপ কোরবাণি মকবুল হইবে না।

১৫৮৯। প্রঃ— কছিমদ্দিন নামক একটি লোক তাহার বিধবা শ্বাশুড়ীর সঙ্গে জেনা করিয়াছিল, তাহাতে গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করে, অল্প কিছু দিবস পরে সে অন্যত্রে নেকাহ করে। কচিমদ্দিন অপরাধ স্বীকার করিয়া ব্যবস্থা চাহিতেছে, এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা কি হইবে?

উঃ—কছিমদ্দিনের স্ত্রী চিরতরে হারাম হইয়া গিয়াছে, কছিমদ্দিনের নাবালিকা স্ত্রী অন্যত্রে নেকাহ করিতে পারিবে। কছিমদ্দিনকে কিছুকাল সমাজচ্যুত করিয়া রাখিতে হইবে, পরে কিছু শাস্তি গ্রহণ করিয়া তওবা করিয়া সমাজে আশ্রয় লাভ করিবে।

১৫৯০। প্রঃ—হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীলোকদের মাছ, মাংস, শাক অম্ল ইত্যাদি খাইলে, স্বাস্থের ক্ষতি হয়, ইহা তাহাদের ধারণা, এই সম্বন্ধে শরিয়তের ব্যবস্থা কি?

উঃ—শরিয়তের ইহা নিষিদ্ধ নহে।

১৫৯১। প্রঃ— যে-স্ত্রীলোকের এখনও সন্তানাদি হয় নাই, তাহার স্বামী তাহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া স্ত্রীর মুখে চুম্বন দিতে যাইয়া স্তনে চুম্বন করিলে কি কোন দোষ হয়?

উঃ—দোষ হইবে না।

১৫৯২। প্রঃ—একই ঈদগাহে দুই ঈদেরই নামাজ হয়। সেই ঈদগাহেই হিন্দুদের পূজার মুর্ত্তি ও গৃহে এমামের খোৎবা পড়ার স্থান হইতে ২০ হাতের মধ্যে বিদ্যমান আছে। স্পষ্টভাবে মুখা মুখি মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, উক্ত স্থানে নামাজ জায়েজ কি না?

উঃ—যদি উক্ত ঈদগাহ হিন্দুদের খাস জমি হয়, তবে তথায় ঈদ পড়া মকরুহ তহরিমি হইবে। আর যদি উক্ত স্থানে মুছলমানদের সত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মূর্ত্তির স্থান খাছ হিন্দুদের স্থানে হয়, তবে প্রাচীর বা পর্দ্দা দ্বারা বেষ্টন করিয়া দিলে, অবাধে ঈদের নামাজ জায়েজ হইবে।

১৫৯৩। প্রঃ—জল্লীন পাঠকারী মৌলবির পশ্চাতে নামাজ জায়েজ হইবে কি না?

উঃ—শারহে ফেকহে আকবর ২০৫ পৃষ্ঠা;—

في المحيط سيل الامام الفضلى عمن يقرا الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة (الى) لايجوز امامته ولو تعمد يكفر☆

ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার পাছে নামাজ জায়েজ হইবে না।

১৫৯৪। প্রঃ—জুমা গৃহ সরাইয়া তদস্থানে গোয়ালঘর বানাব হইয়াছে, এবং অন্যত্র নুতন জুমা ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—হারাম হইয়াছে। পুরাতন স্থানে মছজেদ প্রস্তুত করিয়া তথায় জুমা পড়িবে, নুতন স্থানে পাঞ্জগানা পড়িবে, নচেৎ নুতন ঘরে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি ও মহা গোনাহ হইবে।

১৯৯৫। প্রঃ—কাজা নামাজের একামত দিতে হয় কি না?

উঃ—প্রত্যেক ওয়াক্তের কাজাতে পৃথক পৃথক একামত দিতে হইবে। শামী, ১-৩৬৩।

১৫৯৬। প্রঃ—স্ত্রীলোকেরা তারাবিহ ও অন্যান্য নামাজ দাঁড়াইয়া জামায়াত করিতে পারে কি না?

উঃ—ফরজ ওয়াজেব ও ফজরের ছুন্নত দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে। তারাবিহ দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে, বসিয়া পড়িলে মকরুহ হইবে, তাহাদের জামায়াত মকরুহ তহরিমি। — শামী, ১-৪১৪-৫২৮।

১৫৯৭। প্রঃ—যে মুনসী দাড়ি ছাঁটে লোকের কথানুযায়ী নামাজ পড়ায়, বিনা কারণে অপরের ভুল ধরে, তামাক, বিড়ি খায়, গান বাজনা, ওয়ালাদের বাড়ীতে জেয়ারত করে ও পয়সা লয়, এই রূপ

মুনশীর পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—এক মুষ্টির কম করিয়া দাড়ি ছাঁটা হারাম, অন্যান্য কতক কাজ মকরুহ, কতক নাজায়েজ, কাজেই এইরূপ লোকের পাছে নামাজ পড়া মকরুহ তহরিমি। শামী, ১-৫২৩।

১৫৯৮। প্রঃ—ওজু করা পানি দ্বারা পায়খানা প্রস্রাব করা কি?

উঃ—না করা ভাল, আবশ্যক হইলে, করাতে দোষ নাই।

১৫৯৯। প্রঃ—মোনাজাত করার সময় উভয় হাত বগলের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া কি?

উঃ—দোওয়া করার তিন প্রকার ধারা আছে, প্রথম দুই হাত বুক বরাবর উত্তোলন করা, দ্বিতীয় স্কন্ধদেশে বরাবর উত্তোলন করা, এস্তেছকা ইত্যাদি অতি বিপদকালে চেহারা বরাবর উত্তোলন করা, এই সময় হজরতের বোগলের শাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হইত, ইহাতে বুঝা যায় যে, সাধারণ দোয়া কালে দুই হাত বোগলের সহিত মিলিত থাকিলে, কোন দোষ নাই। — মশকাত, ১৯৬, মেরকাত, ২-৬৪৩-৬৪৪ পৃষ্ঠা।

১৬০০। প্রঃ—বেতেরের পরের দুই রাকয়াত নফল নামাজের ছওয়াব কি দ্বিগুণ হয়?

উঃ—মেশকাতের ১১৩ পৃষ্ঠায় দারমির বরাতে লিখিত আছে যে, তাহাজ্জত পড়িতে না পারিলে, এই দুই রাকয়াত উহার স্থলাভষিক্ত হইয়া থাকে।

১৬০১। প্রঃ—মগরেবের নামাজ কাজা হইলে, এশার পূর্বে উহার কাজা আদায় করিতে গেলে, উহার ছুন্নত আদায় করিতে হইবে কি না?

উঃ—হইবে না। —শামী, ১-৬৭২।

১৬০২। প্রঃ—তারাবিহ নামাজ ১২ রাকয়াত পড়া হওয়ার পরে এক ব্যক্তি জামায়াতে শামিল হইল, সে কি করিবে?

উঃ—প্রথমে ফরজ পড়িবে, পরে জামায়াতে শরিক হইবে, তৎপরে অবশিষ্ট তারাবিহগুলি বেতর জামায়াতে পড়িয়া পরে আদায় করিবে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত পরিত্যাক্ত তারাবিহ গুলি প্রথমে পড়িয়া পরে বেতর পড়িবে। — শামী, ১-৬৬৩, কবিরি, ৩৮৬।

১৬০৩। প্রঃ—নামাজ পড়া কালে পায়ের আঙ্গুলীগুলি লড়ান কি?

উঃ—দোষ নাই।

১৬০৪। প্রঃ—যদি চৌকির উপর উপর্যু পরি ৪ পরদ কাপড় থাকে এবং উহার উপর স্ত্রী সঙ্গম করা যায়, তবে কায়খানা কাপড় ধৌত করিবে হইবে?

উঃ—যে কয়েক পরদাতে বীর্য্য সংক্রামিত হয়, সেই কয়েক পরদা ধৌত করিতে হইবে।

১৬০৫। প্রঃ—কোন ব্যক্তি শুধু রমজান মাসে রোজা করে ও নামাজ পড়ে, কিন্তু অন্য সময়ে পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়ে না, জুমা পড়ে না, একের কথা অন্যের নিকট লাগাইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করে মিথ্যা কথা বলে, একদল লোক কাহারও উপকার করিতে চেষ্টা করিলে, সে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে, কিন্তু বৎসরে বৎসরে কোরবাণি করে, এরূপ লোকের এমামত করা কি? তাহার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া কি?

উঃ—এরূপ লোক ফাছেক, তাহার পাছে নামাজ মকরুহ তহরিমি এবং তাহার জিয়াফত কবুল করা নাজায়েজ। —শামী, ১-৫২৩ ও আলমগিরি কারাহিএতের অধ্যায়।

১৬০৬। প্রঃ—যদি স্বপ্নদোষ হয়, কিন্তু কোন ক্রমে বীর্য্য কাপড়ে না লাগে এবং তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করা হয়, তবে সেই কাপড় দ্বারা নামাজ হইবে কিনা? গোছল করিতে হইবে কি না?

উঃ—বীর্য্যের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইলে, গোছল ফরজ

হইবে না এবং কাপড় ধুইতে হইবে না। দোঃ, ১২, মনইয়া, ১১ ও দোরার, ১২

আর বীর্য্য বাহির হইয়া গেলে গোছল ফরজ হইবে।

১৬০৭। প্রঃ— তারাবিহ নামাজ তাড়াতাড়ি পড়িতে হইবে, কি ধীরে ধীরে?

উঃ—কেরাত মধ্যম ধরণে পড়িবে, তাড়াতাড়ি করা মকরুহ, তায়াওয়োজ, তছমিয়া, তছবিহ ত্যাগ করিবে না, নামাজিগণের কষ্ট হইলে দরুদের পরে দোয়া-মুছরা পড়িবে না, ছানা পড়া ত্যাগ করিবে না। — শাঃ, ১-৬৬৩।

১৬০৮। প্রঃ—মিম্বরের উপর ছেজদা করা কি?

উঃ—মিম্বর বিঘাত পরিমাণ উচ্চ হইলে, উহার উপর ছেজদা করা জায়েজ হইবে, তদতিরিক্ত হইলে, জায়েজ হইবে না। — শামি, ১-৪৭০।

১৬০৯। প্রঃ—কোন প্রকাণ্ড গ্রামে ৫-৬টি জুমা মছজেদ আছে, কিন্তু এক জুমা হইতে অন্য জুমার আজান শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ—যদি কলহমুলে ও অন্যটির ক্ষতির উদ্দেশ্যে না হইয়া থাকে, তবে জায়েজ। — শাঃ, ১-৭৫৫।

১৬১০। প্রঃ—তারাবিহ নামাজের ছুরা পাঠের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি?

উঃ—রমজানে তারাবিহ নামাজে এক খতম কোরআন পড়া ছুন্নত, দুই খতম ফজিলত ও তিন খতম আফজল। মালাবোদ্দামেনহু কেতাবে চারি খতম পর্য্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে। এখতিয়ার কেতাব আছে, এই জামানাতে এরূপ কেরাত পড়িবে যাহাতে মুছল্লিগণের কষ্ট না হয়, তনবিরোল-আবছার প্রণেতা প্রভৃতি এই মত বলবৎ রাখিয়াছেন।

মোজাতাবা কেতাবে আছে, যখন ছোট তিন আয়ত ও বড় এক আয়ত ফরজ নামাজ পড়াতে দোষ নাই, তখন তারাবিহ নামাজে কেন উহা দোষ হইবে।

আবুল ফজল কেরমানি ও আবারি বলিয়াছেন, তারাবিহতে এক কিম্বা দুই আয়ত পড়াতে দোষ নাই। আল্লামা শামী বলিয়াছেন এই এক আয়ত কিম্বা দুই আয়ত ছোট তিন আয়াতের পরিমাণ হইলে, মকরুহ হইবে না, ইহা মোজতাবার এবারত হইতে বুঝা যায় নচেৎ মকরুহ তহরিমি হইবে। ইহা মনইয়া ও উহার টিকাতে আছে। তজনিছ কেতাবে আছে, কেহ কেহ প্রত্যেক রাকায়াতে ছুরা এখলাছ পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছে। কেহ কেহ ছুরা ফিল হইতে শুরু করিয়া ছুবা নাছ পর্য্যন্ত, এইরূপ দুইবার করিতেন। ইহাতে সংখ্যা সম্বন্ধে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। হুলইয়া কেতাব আছে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মছজেদের এমামগণ ইহার উপর আমল করিয়া থাকেন, কোন কোন স্থানে প্রথম রাকায়াতে ছুরা তাকাছোর ও দ্বিতীয় রাকায়াতে ছুরা এখলাছ হইবে। বাহারোর-রায়েকে আছে, এই ১৭ ও ১৮ রাকায়াতে মধ্যে একটি ছোট ছুরা থাকিলেও অর্থাৎ ছুরা নছর ও এখলাছের মধ্যে ছুরা লাহাব ব্যবধান থাকিলেও মকরুহ হইবে না, কেননা ইহা খাস ফরজ নামাজগুলির ব্যবস্থা, ইহা খোলছা ইত্যাদি কেতাব আছে।

আল্লামা-শামী বলিয়াছেন, ১৭ ও ১৮ রাকায়াতে ছুরা নছর ও লাহাব ও ১৯, ২০ রাকায়াতে ছুরা ফালাক ও নাছ পড়াই এহতিয়াত। আমাদের কোন কোন এমাম প্রত্যেক চারি রাকায়াতের প্রথম দুই রাকায়াতে ছুরা আছর ও এখলাছ ও শেষ দুই রাকায়াতে ছুরা কওছর ও এখলাছ পড়িতেন। শাঃ ১-৬৬২-৬৬৩।

১৬১১। প্রঃ—জাকাতের টাকা দ্বারা কোরবাণি করা যাইতে পারে কি না?

উঃ—জাকাতের টাকা কোন দরিদ্রকে মালিক করিয়া দিতে হইবে। নিজের টাকা দ্বারা নিজের কোরবাণি করা জায়েজ হইবে না। অবশ্য অন্য কোন দরিদ্র উহা দ্বারা নিজের নফল কোরবাণি আদায় করিতে পারে।

১৬১২। প্রঃ—নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থানার অধীন বাহির চড়া গ্রাম প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে গ্রামস্থ সাধারণের সাহায্যে একটি মছজিদ তৈয়্যার হয়। জনৈক মণ্ডল উহার মতওয়াল্লি নির্বাচিত হন। এযাবৎ কাল গ্রামস্থ সকলেই উক্ত মছজিদে নির্ব্বিবাদে নামাজাদি সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, হঠাৎ গত ১৩৪০ সালে জনৈক হাফেজকে খতম তারাবি পড়াইয়া তাঁহার বিদায় উপলক্ষে কয়েকজন লোক অযথা পরস্পর গ্রামস্থ দলাদলি বিবাদ করিয়া নিজ নিজ জেদ ও আত্ম গরিমা বজায়ের জন্য উক্ত মছজিদটির ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন উদ্দেশ্যে তাহারই অতি সন্নিকটে অন্য একটি মছজিদ তৈয়ার করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় পরবর্ত্তী মছজিদটিতে নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

উঃ—যদি ঘটনা সত্য হয়, তবে নবনির্ম্মিত মছজেদে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ ও মহা গোনাহ হইবে। কলহ মূলক মছজেদ মছজেদে জেরারের অন্তর্গত। এইরূপ মছজেদে নামাজ পড়িতে স্বয়ং খোদাতায়ালা নিষেধ করিয়াছেন এবং দোযখের আজাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৬১৩। প্রঃ—হারুত ও মারুত নামক ফেরেশতাদ্বয়ে নাকি জোহরা নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল, সেই স্ত্রীলোকটি নাকি আছমানে উড়িয়া গিয়া জোহরা নামক নক্ষত্রে পরিণত হইয়াছে, ইহা সত্য কি?

উঃ—ছুরা বাকারার ১৭ রুকুর ১০২ আয়তে আছে;—

و ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ☆ مايعلمان –

احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر الخ ☆

তফছিরে-হাক্কানীর ১-২৪৬ পৃষ্ঠায় ইহার অর্থে লিখিত আছে;—

বাবেনো হারুত ও মারুত নামে দুইটি লোক ছিল, তাহারা অতি সচ্চরিত্র ছিল, এই জন্য তাহার ফেরেশতা নামে অভিহিত হইত। তাহারা যাদু বিদ্যাতে পরিপক্ক ছিল। কিন্তু তাহারা তাহা মন্দ বলিয়া ধারণা করিত, এমন কি যদি কেহ তাহাদের নিকট উহা শিক্ষা করিতে যাইত, তবে তাহারা বলিত, আমরা তোমার পরীক্ষা স্বরূপ তুমি ঈমানে স্থির প্রতিজ্ঞ থাক। যাদু শিক্ষা করিয়া কাফের হইওনা, কিন্তু য়িহুদীরা তাহাদের নিষেধ আজ্ঞা শ্রবণ না করিয়া উহা শিক্ষা করিত এবং তদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইত। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, উক্ত য়িহুদীরা যাদুর দ্বারা আল্লাহতালার হুকুম ব্যতীত কাহারও ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। আর তাহারা ইহা জানিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার কেতাব পরিত্যাগ পূর্বক যাদু শিক্ষা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি পরজগতের কল্যাণ ও সুখসম্ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"

তফছিরে-এবনো কছির, ১-২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা;—

কোরতবী বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই ;—

"ছোলায়মান কাফেরী করেন নাই এবং দুই ফেরেশতার উপর যাদু নাজেল করা হয় নাই, কিন্তু শয়তানেরা বাবেলে লোককে অর্থাৎ হারুত ও মারুতকে যাদু শিক্ষা দিত। দুই ফেরেশতা বলিয়া হজরত জিবারাইল ও মিকাইলের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে. যাদুগীর য়িহুদীরা বলিত যে, হজরত জিবারাইল ও মিকাইল যাদু শিক্ষা করিয়া হজরত দাউদ ও ছোলায়মান আলায়হেচ্ছালামের প্রতি নাজেল করিয়াছিলেন। খোদাতায়ালা ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, দুই ফেরেশতা জিবারাইল ও মিকাইলের প্রতি প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, দুই ফেরেশতা জিবরাইল ও মিকাইলের প্রতি যাদু নাজেল করা হয় নাই এবং হজরত দাউদ

ও ছোলায়মানকে উহা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, বরং শয়তানেরা উহা বাবেলে হারুত ও মারুত নামক দুইটি লোককে শিক্ষা দিত।

আবদুর রহমান উহার অর্থে বলিয়াছেন, দাউদ ও ছোলায়মান এই দুই বাদশাহের উপর উক্ত যাদু নাজেল করা হয় নাই।

কাছেম বেনে মোহাম্মদ বলিয়াছেন, হারুত ও মারুত নামে দুইটি লোক ছিল, তাহারা লোককে যাদু শিক্ষা দিত।

তফছিরে মাওয়াহেবুর-রহমান ১-২৪৬ পৃষ্ঠা;—

উহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে,—হারুত ও মারুত নামক দুই জন বাদশাহ শয়তানদিগের নিকট হইতে যাদু শিক্ষা করিয়া লোকদিগকে উহা শিক্ষা দিত।

অথবা এইরূপ অর্থ হইবে,—এই দুইজন বাদশাহ ফেরেশতাচরিত্র ছিল, এই জন্য তাহাদিগকে ফেরেশতা বলা হইয়াছে।

বায়ানোল-কোরআন, ১-৪৯ পৃষ্ঠা;—

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যে সময় বাবেলে যাদু বিদ্যা অতিরিক্ত ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সেই সময় আল্লাহতায়ালা হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতা নাজেল করিয়া হুকুম দিলেন যে, যেন তাঁহারা যাদুর আদ্যন্ত প্রকাশ করিয়া এবং উহাতে বিরত থাকিতে এবং যাদুকরদিগের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করেন। যেরূপ কোন বিদ্বান নিরক্ষরদিগকে অনভিজ্ঞতা বশতঃ কাফেরী মূলক কথা বলিয়া শ্রবণ করিলে, তিনি সেই সময়ের কাফেরি মূলক কথা গুলিকে পুস্তকে লিখিয়া ও মৌখিক প্রচার করিয়া সাধারণ লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন যেন তাঁহারা তৎসমস্ত বলিয়া কাফের না হইয়া যায়, সেই রূপ দুইজন ফেরেশতা যাদুর মারাত্মক কথাগুলি প্রকাশ করিয়া এবং মানব সমাজের পক্ষে উহার মারাত্মক অপকারিতা বিষয়ে বুঝাইয়া লোকদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিত করিতেন।"

কতক তফছিরে লিখিত আছে যে, ফেরেশতাগণ মনুষ্যদিগের অতিরিক্ত গোনাহ দেখিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইলেন, ইহাতে আল্লাহতায়ালা বলিলেন, তোমরা বিদ্বান ও এবাদতকারী দুইজন ফেরেশতা নির্বাচন করতঃ পৃথিবীতে পাঠাইয়া দাও। তাঁহারা এই জন্য হারুত ও মারুত নামক দুইজন ফেরেশতাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।

আল্লাহ ইহাদিগকে কাম শক্তি প্রদান করিয়া বিচারক পদে নিয়োজিত করেন। তাহাদের নিকট জোহরা নাম্মী অতি রূপবতী একটি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল, তাহারা উহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তাহার নিকট ব্যাভিচারের প্রস্তাব করে। স্ত্রীলোকটি প্রতিমা ছেজদা, একটি লোকের প্রাণ হত্যা, মদ্য পান এবং 'ইছমে আজম' শিক্ষা প্রদান করা শর্ত্ত স্থির করে। উভয় ফেরেশতা তাহার প্রেমে এরূপ ধৈর্য্য হারা হইয়া পড়ে যে, অবশেষে উক্ত চারিটি শর্ত্ত পালন করিয়া ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। জোহরা 'ইছমে আজম' পাঠ করিয়া আছমানে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররূপে পরিণত হয়। আর হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় আধঃ মস্তকে বাবেলের কূপে শাস্তিতে ধৃত হইয়া যায়, কেয়ামত অবধি তাহাদের এইরূপ শাস্তি হইতে থাকিবে।

তফছি-বয়জবী, ১-১৭৫ পৃষ্ঠা, —

"আর যে রেওয়াএত করা হইয়াছে, যে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয় মানব আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কামশক্তি সংযোজিত করা হয়, ইহাতে তাহারা জোহরা নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া পড়ে সেই স্ত্রীলোকটি উভয়কে গোনাহরাশি ও শেরক করিতে উত্তেজিত করে, তৎপরে সে উক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হইতে ইছমে-আজম শিক্ষা করতঃ আছমানে সমুত্থিত হইয়া যায়, ইহা য়িহুদীদের কাল্পনিক গল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ১-২৮১ পৃষ্ঠায় ;—

"তফছির কারকগণ এই সম্বন্ধে যে গল্পগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট তৎসমস্ত বিশ্বাস যোগ্য নহে, নবি (ছাঃ) হইতে যে গল্পটির কিছুই ছহিহ ভাবে সপ্রমাণ হয় নাই এইরূপ অলীক ভিত্তিহীন গল্প বিশ্বাস করিয়া বিকেব বুদ্ধিকে কলুষিত করা অপেক্ষা দওমাতোল-জোন্দাল বাসিনী একটি স্ত্রীলোলের উপর অসত্যারোপ করা সমধির শ্রেয়ঃ। যে বাতীল গল্প গুলি বিবেক বুদ্ধি সত্য স্বীকার করে না, তৎসমস্ত ইছলামী কেতাবগুলিতে সন্নিবেশিত না হওয়াই ভাল ছিল।"

তফছিরে-কবির, ১-৪৫২ পৃষ্ঠা ;—

"তুমি জানিয়া রাখ, এই রেওয়াএতটি বাতীল, মরদুদ ও অগ্রাহ্য, কেননা কোরআন শরিফে ইহার কোন প্রমাণ নাই বরং কোরআন শরীফ উহা কয়েক কারণে বাতীল বলিয়া সপ্রমাণ করে।

প্রথম কারণ এই যে ইতিপূর্ব্বে ফেরেশতাগণের সমস্ত প্রকার গোনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার অনেক দলীল উল্লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় তাঁহারা বলিয়াছেন উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে পার্থিব শাস্তি ও পারলৌকিক শাস্তি এতদুভয়ের মধ্যে কোন একটি স্বীকার করিয়া লইতে উভয়কে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, ইহা বাতীল কথা, বরং তওবা ও শাস্তি এতদুভয়ের মধ্যেও কোন একটি নির্বাচন করিয়া লইতে স্বাধীনতা প্রদান করা উচিত ছিল, কেননা যে ব্যক্তি আজীবন শেরক করিয়া থাকে, তাহাকে আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত বিষয়দ্বয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, কাজেই উক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের বেলায় উহা হইতে কৃপণতা করিবে কেন? তৃতীয়, তাহারা বলিয়াছেন যে, ফেরেশতাদ্বয় শাস্তিগ্রস্থ হইতেছেন, এমতাবস্থায় তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিতেছে ও উহার দিকে আহ্বান করিতেছে, ইহা সর্বাপেক্ষা বিষ্ময়কর ব্যাপার।

তফছিরে-খাজেন, ১-৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা;—

যাহারা ফেরেশতাগণের বেগোণাহ হওয়া মতাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা হারুত ও মারুতের গলপো সম্বন্ধে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন যে, তফছিরকারক ও ইতিহাস তত্ত্ববিদগণ এসম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কিছুই নবি (ছাঃ) এর ছহিহ হাদীছে নাই .এই ঘটনাগুলি য়িহুদীদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। ফেরেশতা ও নবীগণের উপর তাহাদের মিথ্যা অপবাদের কথা কাহারও অবিদিত নাই। আল্লাহতায়ালা এই আয়াতগুলি প্রথমে (হজরত) ছোলায়মান (আঃ) এই উপর য়িহুদীদিগের মিথ্যা অপবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে হারুত ও মারুতের গল্প উহার সহিত যোগ করিয়াছেন, দ্বিতীয় বারে হারুত ও মারুতের গল্পের সহিত যোগ করিয়াছেন। তাঁহারা হারুত ও মারুতের কাহিনীর আর উত্তর দিয়াছেন যে, উহা কয়েক কারণে বাতীল;—

প্রথম এই যে, উক্ত গল্পে আছে, আল্লাহতায়ালা ফেরেশতাগণকে বলিয়াছেন, আদম সন্তানগণ যে ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল, যদি তোমরা সেই ভাবে পরীক্ষিত হইতে, তবে নিশ্চয় তোমরা আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে। তাঁহারা বলিয়াছেন, তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি, আমাদের পক্ষে তোমার আদেশ লঙ্ঘন করা সম্ভব হইতে পারে না। ইহাতে খোদাতায়ালার কথা প্রতিবাদ করা হইল, আর ইহা কাফেরি কার্য্য। আরও ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা বেগোণাহ ছিলেন, কাজেই এরূপ কথা তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহতায়ালা দুনইয়ার শাস্তি ও পরকালের শাস্তি এতদুভয়ের মধ্যে কোন একটি স্বীকার করিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন ইহা বাতীল কথা, কেননা যে ব্যক্তি শেরক করিয়াছে আল্লাহ তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন না। আর যদি উভয়ের তওবা ছহিহ হইয়া থাকে, তবে তাহাদের উপর আজাব হইতে পারে না।

তৃতীয় এই যে, যখন সেই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে লিপ্ত হইল, তখন কিরূপে জ্ঞানোনুমোদিত হইতে পারে যে, সে আছমানে সমুখিত হইবে, ফেরেশতায় পরিণত হইবে এবং তাহার মর্য্যাদা উন্নত হইবে, যেহেতু فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা সাতটি ধাবমান গ্রহের শপথ করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে এই গল্পের অসারতা প্রমাণিত হইল।

১৬১৪। প্রঃ—ফোৎরার ১৪ পয়সা ১৪ জনকে দিলে, রোজা নষ্ট হইবে কি না? উহা বাজে ছদকা বলিয়া গণ্য হইবে কিনা?

উঃ—জায়েজ হইবে, ইহাতে রোজা কবুল হইবে, ইহা বাজে ছদকা হইবে না।

দোর্রোল-মোখতার,

(وجاز دفع كل شخص فطرته الي) مسكين او (مساكين علي) ما عليه الاكثر و به جزم في الولوالجية و الخانية و البدائع المحيط و تبعهم الزيلعي في الظهاو من غير ذكر خلاف و صححه في البرهان فكان هو المذهب☆

শামী, ২-১০৭ পৃষ্ঠা;—

و كذا ارده العلامة نوح بان الامر بالعكس فان المانعين جمع يسير و المجوزين جم غفير و الاعتماد علي ما عليه الجم الكثير

১৬১৫। প্রঃ—এমামের অগ্রে কোন কাজ করিলে, হাদিছে নাকি তাহাকে কতল করিতে বলা হইয়াছে?

উঃ—হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আমার পূর্বে রুকু, ছেজদা ও কেরাম করিও না এবং ছালাম ফিরাইও না। ছহিহ মোছলেম।

আরও তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমামের অগ্রে মস্তক উত্তোলন করে, আল্লাহ তাহার মস্তককে গর্দ্দভের মস্তকের তুল্য করিয়া দিবেন, ইহা আশঙ্কা করা যায়। — ছহিহ বোখরি ও মোছলেম, মেশকাত, ১০১-১০২।

১৬১৫। প্রঃ—রমজানের পর শওয়ালের ৬টি রোজা রাখা কি?

উঃ—নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা করে, তৎপরে শওয়ালের ৬টি রোজা রাখে, সে যেন সমস্ত ব্যয়র রোজা রাখিল। মোছলেম, মেশকাত, ১৭৯ শামী, ২-১৭১।

১৬১৭। প্রঃ—এক ব্যক্তি তারাবিহ পড়িতে রওয়ানা হইয়া নর্দ্দমাতে পড়িয়া গেল, সে গোছল করিয়া ভিজা কাপড়ে মছজেদে নামাজ পড়িতে পারে কি?

উঃ—জায়েজ, ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

১৬১৮। প্রঃ—আখেরি জোহর কি?

উঃ—যদি জুমার শর্ত্তাভাবে জুমা জায়েজ না হয়, তবে যে জোহর তাহার উপর লাজেম হইয়া পড়ে, তাহাই আখেরে-জোহর, ইহা জুমা নহে — শামী, ১-৭৫৬ পৃষ্ঠা।

১৬১৯। প্রঃ—কিরূপ অবস্থাহীন লোকের উপর ফেৎরা ওয়াজেব নহে।

উঃ—ছাহেব-নেছাব না হইলে, ফেৎরা ওয়াজেব হইবে না, ২ শর্ত দেরাম পরিমাণ সোনা চাঁদি, টাকা কড়ি, গহনা, বাণিজ্য দ্রব্য, অনাবশ্যকীয় ঘর, সিন্দুক, পতিত জমি, গরু, ছাগল থাকিলে, সেই ছাহেবে-নেছাব হইবে। কৃষকের দুইটি চাষের গরু ও লাঙ্গল ইত্যাদিতে ফেৎরা ও কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। উক্ত নেছাব পরিমাণ জমি থাকিলে, এমাম জাফেরাণি ও ফকিহ আলি রাজির মতে উহা ওয়াজেব হইবে। এক বৎসরের খোরাক উৎপন্ন হয়, এইরূপ জমি থাকিলে, আবু আলি দাক্কাকের মতে উহা ওয়াজেব হইবে। এক মাসের খোরাক

বাদ দিয়া নেছাব পরিমাণ মূল্যের হইলে, উহা ওয়াজেব হইবে। দুইশত দেরাম ৪৮।।/০ হয় ছাহেবে-নেছাব না হইলেও উহা দেওয়া মোস্তাহাব। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জাকাত ফেৎরা কেতাবে আছে।

১৬২০। প্রঃ—যে ব্যক্তি টকি দেখে, তাহার পশ্চাতে নামাজ পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি।

১৬২১। প্রঃ—যে ব্যক্তি গান করে, যাহার বাটিতে উহা হয়, তাহার ব্যবস্থা কি?

উঃ—তাহার পশ্চাতে নামাজ মকরুহ তহরিমি ও তাহার জিয়াফত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

১৬২২। প্রঃ—এক ব্যক্তি খোৎবা পড়িল, অন্যে জুমা নামাজ পড়িল, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—যদি এমামের ওজু নষ্ট হওয়ার জন্য অন্যকে এমাম করে, তবে দোষ হইবে না। যদি বালেগ খোৎবা না জানে, কিন্তু নাবালেগ খোৎবা পড়িতে জানে, তবে নাবালেগ খোৎবা পড়িলে ও বালেগ এমাম হইলে, দোষ হইবে না।

এই ওজর না হইলে, অনুচিত হইবে। — শামী, ১-৭৭১ পৃঃ।

১৬২৩। প্রঃ—একব্যক্তি জুমার প্রথম আজান দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় আজান কিল, তৃতীয় ব্যক্তি এদামত দিল, ইহাতে কি হইবে?

উঃ—যদি নির্দ্ধারিত মোয়াজ্জেন অনুপস্থিত থাকে, তবে দোষ হইবে না। আর উপস্থিত থাকা কালে, অন্যে আজান ও একামত দিলে, যদি মোয়াজ্জেন রাজি থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না। নারা জহইলে, কোন রেওয়াএতে মকরুহ হইবে এবং অন্য রেওয়াএতে মকরুহ হইবে না। আলমগিরি, ১-৫৫, শামী ১-৩৩৭ পৃষ্ঠা।

১৬২৪। প্রঃ—খোৎবা পুস্তকে যে উর্দ্দু লেখা থাকে, খোৎবা পাঠ

কালে তাহা পড়া কি?

উঃ—মকরুহ তহরিমি, মুজমুয়া ফাতাওয়া লাখনবি, ইহার বিস্তারিত বিবরণ "এশায়াতোল-ফাতাওয়ায় হানাফিয়া" কেতাবে আছে। ঠিকানা—মাওলানা হাজী আবদুল গণি, ছুফিয়া মাদ্রাসা, পোঃ ভরদ্বাজহাট, চট্টোগ্রাম।

১৬২৫। প্রঃ—কোন ব্যক্তি বাটিতে কিছু আরবী শিক্ষা করিয়া, জুমার এমমতি করে, চাষ করে ও হাট বাজার করে তাহার পাছে নামাজ পড়া কি হইবে?

উঃ—যদি কোন গোনাহ কবিরা না করে, তবে তাহার পাছে নামাজ অবাধে জায়েজ।

১৬২৬। প্রঃ—মছজেদে দ্বিতীয় জামায়াত কি?

উঃ—বড় পথের পার্শ্বে যে মছজেদ থাকে, কিম্বা যে মছজেদের এমাম ও মোয়াজ্জেন নির্দ্দিষ্ট নাই, এইরূপ মছজেদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামায়াতের কোন দোষ হইবে না।

যে মছজেদের এমাম ও নামাজিগণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় আজান ও একামতে দ্বিতীয় জামায়াত হইলে মকরুহ হইবে না। আর যদি দ্বিতীয় জামায়াতের এমাম প্রথম জামায়াতের এমামের স্থান বাদ দিয়া অন্যত্রে দাঁড়ায়, তবে কোন দোষ হইবে না, ইহার উপর ফৎওয়া হইয়াছে।—শামী, ১-৫১৬-৫১৭।

১৬২৭। প্রঃ—যদি কোন হিন্দু কোন মুছলমানকে আচ্ছালামু আলাইকুম বলে, তবে তার কি উত্তর দিতে হইবে?

উঃ—অ-আলায়কা বলিয়া জওয়াব দিবে, কিন্তু প্রথমে অমুছলমানকে ছালাল দেওয়া নিদিদ্ধ। তাহাকে সম্মান প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে ছালাম দিলে, কাফের হইবে। অন্য কোন দুনইরারীদ স্বার্থের জন্য ছালাম দিলে, কাফের হইবে না। — শাঃ ৫-৩৬৪ পৃষ্ঠা।

১৬২৮। প্রঃ — রহস্যবাবে হিন্দুকে আচ্ছালামো-আলাইকুম বলিলে, কি হইবে?

উঃ—মকরুহ হইবে।

১৬২৯। প্রঃ—একজন দালাল একটি গোরুর মূল্য গ্রাহকের নিকট ৪০ টাকা ও বিক্রেতার নিকট ৩০ টাকা স্থির করিল, পরে গ্রাহকের নিকট হইতে ৪০ টাকা লইয়া বিক্রেতা ৩০ টাকা দিল ইহা কি?

উঃ—বাজারি দস্তুর অনুসারে দালালী লইতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অতিরিক্ত লওয়া জায়েজ নহে। শামী, ৫-৩৯-৫৩।

১৬৩০। প্রঃ—যে তালেবাল-এলম দাড়ি ছাটে, তাহার পশচাতে নামাজ পড়া কি হইবে?

উঃ—এক কবজার কম করিয়া ছাটিলে, তাহার পাছে নামাজ মকরুহ তহরিমি হইবে।

১৬৩১। প্রঃ—যদি কোন হানাফী ব্যক্তি মজহাব অমান্যকারিদের মাঠে ইমামতি করিতে গিয়া তাহাদের মতানুযায়ী বার তকবীর নামাজ পড়ে, তবে কি হইবে?

উঃ—জায়েজ নহে। শামীর ১-৩৯ পৃষ্ঠায় আছে।

و ان الحكم و الفتيا بالقول المرجرح جهل و خرق الاجماع و ان الحكم المدفق باطل بالاجماع ☆

১৬৩২। প্রঃ—যদি হানাফী জাময়াতের লোক নিয়মিত ভাবে মজহাব অমান্যকারিদের এমামতি করে, তবে কি হইবে?

উঃ—যদি মোক্তাদিদের মধ্যে হানাফীরা থাকে এবং নিজের

মজহাবের কার্য্য বজায় রাখিতে পারে, তবে জায়েজ হইতে পারে, এই শর্ত্ত না থাকিলে, তাহাদের সংস্পর্শে থাকিলে, দীন ও ইমানের ক্ষতি হইবে।

১৬৩৩। প্রঃ—কোন একটি পরহেজগার স্ত্রীলোক শরিয়তের পয়বন্দ সে গর্ভবতী হইলে নানা জটিল রোগগ্রস্ত হয়, এমন কি প্রসবকালে মরাণপন্ন অবস্থায় প্রসব হয়, প্রসব পরে আবার সুস্থ হইতে থাকে। প্রসবের ২ মাস পূর্ব্ব হইতে এমন হয় যে, রাত্রে কিছুই দেখিতে পায় না, নামাজ রোজা ঠিক ভাবে আদায় করিতে পারে না, সে স্বামীর হুকুম লইয়া গর্ভ নিবারক বটিকা সেবন করতঃ গর্ভ নিবারণ করিতে পারে কি না?

উঃ—পারে, শামী, ৫-৩২৯।

و قدمنا هناك عن النهر بحثا ان لها سدفم رحمها كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من انه يحرم بغير اذن الزوج في الذخيرة لو اوادت القاء الماء بعد وصوله الى الرصم قالوا ان مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها و قبله اختلف المشائخ فيه قال في الخانيه و لااقول به (الى) و هذا لو بلا عذر☆

আরও ৫-৩৭৯ পৃষ্ঠায় হাশিয়া, —

و يكره ان تسعى لاسقاط حملها و جاز لعذر حيث لا يتصور ☆

১৬৩৪। প্রঃ—বেনামাজী, সুস্থ সবল ভিক্ষুক ও ভিক্ষারিণীকে ভিক্ষা দেওয়া কি?

উঃ—নিষিদ্ধ। শামী, ২-৯৫।

১৬৩৫। প্রঃ—রমজানের রোজা থাকা অবস্থাতেই ইনজেকশন লওয়া কি?

উঃ—উদরে কোন বস্তু প্রবেশ করিলে, রোজা নষ্ট হয়, ইনজেকশনের উদরে কোন বস্তু প্রবেশ করে না, বরং শিরাতে উহা প্রবেশ করে, কাজেই উহাতে রোজা নষ্ট হয় না।

১৬৩৬। প্রঃ—মানসা করা খাসীর মূল্য মাদ্রাছাতে দিলে, আদায় হইবে কি না?

উঃ—উক্ত মানসা আদায় হইবে না, কোন দরিদ্র তালেবোল এলমকে কিম্বা অন্য লোককে দিতে হইবে, সে স্বেচ্ছায় মাদ্রাছাতে দিলে, জায়েজ হইবে।

১৬৩৭। প্রঃ—মলত্যাগের সময় মলদ্বার দিয়া হায়েশ (নাড়ী) বাহির হইলেও মলত্যাগের পরে মলদ্বার ও হারেশ ধৌত করিয়া দিলে, হারেশ ভিতরে চলিয়া যায়, ইহাতে রোজা নষ্ট হইবে কিনা?

উঃ—যদি উহা ধৌত করার পরে শুষ্ক হইয়া পেটের মধ্যে চলিয়া যায় তবে রোজা নষ্ট হইবে না, আর ভিজা অবস্থাতে পেটে গেলে, রোজা নষ্ট হইবে। শামী, ২-১৩৫ পৃষ্ঠা;—

وفي الفتح خرج سرمه فغسله فان قام قبل ان ينشفه فسد صومه والا فلا لان الماء اتصل بظاهره ثم زال قبل ان يصل الي الباطن بعرد المقعدة☆

১৬৩৮। প্রঃ—কবরস্থানে গরু মহিষ বা অন্য হালাল পশু আল্লাহর নামে জবাহ করা কি?

উঃ—হাদিছে আছে:— لا عقرفي الاسلام ☆

"ইসলামে গোরস্থানের নিকট জবাহ করা জায়েজ নহে।"

১৬৩৯। প্রঃ—আখেরে-জোহর পড়া কি?

উঃ—যে স্থানে শরয়ি শহর হওয়াতে সন্দেহ হয়, কিম্বা একাধিক জুমা হয়, তথায় আখেরে-জোহর পড়া ওয়াজেব, নচেৎ মোস্তহাব ইহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত 'আখেরে-জোহর" পাঠ করুন। আখেরে-জোহর জুমার ঘরে পড়িতে পারে, বাড়ীতে গিয়া ও পড়িতে পারে। চারি রাকাতের প্রত্যেক রাকায়াতে ছুরা মিলাইবে।—শাঃ ১-৭৫৬-৭৫৭।

১৬৪০। প্রঃ—একটি ছাগীর বাচ্চা প্রসব হওয়ার ৪/৫ দিন পরে ছাগীটি মারা যায়, সেই বাচ্চাটি গর্ভবতী কুকুরের দুধ খাইতে থাকে, কুকুরের বাচ্ছা হইলেও এই বাচ্চাটি কুকুর শাবকগুলির সঙ্গে দুধ খাইতে থাকে। ইহা প্রায় ৬ মাস হইতেছে। এখন এই বাচ্চাটি ঘাস, মাছ, মাংস ও ভাতও খাইতেছে, বাচ্চাটি বড় হইয়াছে, এখন কি হইবে?

উঃ—শামীর ৫,৬৪০ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে মুদ্রিত দোর্রোল-মেখিতারে আছে:—

الجدى اذا غذى بلبن الخنزير فقد عللوا حل اكله بصير ووته مستهلكا لا يبقي له اثر☆

"বকররী বাচ্চা শূকরের দুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছে, যেহেতু উক্ত দুগ্ধ হজম হইয়া নিশ্চহ্ন হইয়া যায়, এই হেতু বিদ্বানগণ উহা ভক্ষণ করা হালাল স্থির করিয়াছেন।"

উপরোক্ত বিবরণের বুঝা যায় যে, বকরীর বাচ্চাটি কুকুরের দুগ্ধে প্রতিপালিত হইয়াছে উহা হালাল হইবে, বিশেষতঃ যখন উহা ঘাস, মাছ ও ভাত ইত্যাদি খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তখন হালাল হইবেই।

১৬৪১। প্রঃ—কোন পীর বা আলেম মছজেদে ওয়াজ করিবার মিম্বর থাকা সত্ত্বেও চোয়ারে ওয়াজ করিতে পারে কিনা?

উঃ—মিম্বরে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করা ছুন্নত, আবশ্য যদি বারান্দাতে ওয়াজ করিতে হয়, তবে চেয়ারে বসিয়া ওয়াজ করিলে, ছুন্নতের খেলাফ হইবে না।

১৬৪২। প্রঃ—যদি কোন মাওলানা এক সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, পাল্কী ও বোড ভাড়া করিয়া সফর করেন তবে তিনি পীর হইতে পারেন কি না?

উঃ—যদি এই সমস্ত জরুরতের জন্য রাখা হয়, তবে দোষ হইবে না। যদি রিয়া ও গৌরব প্রকাশ উদ্দেশ্যে হয়, তবে নাজায়েজ হইবে। পীরের পাঁচটি শর্ত্ত পাওয়া গেলে তিনি পীর হইবেন।

১৬৪৩। প্রঃ—যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করে যে, যদি বাড়ীর কোন বালা নিপাত হয়, তবে মছজিদে দশমের বাতাসা দিবে, তবে কি হইবে?

উঃ—দশমের বাতাসা কি, তাহা বুঝা গেল না। যদি আল্লাহতায়ালার ওয়াস্তে মানশা হয়, তবে দরিদ্রেরা খাইবে। আর গায়রুল্লাহর মানশা হইলে, হারাম হইবে।

১৬৪৪। প্রঃ—কোন লোকের স্ত্রী শরা-শরিয়ত মানে না এবং খোদার কোরআনকে ভয় করে না, সেই স্ত্রীকে কি করিতে হইবে?

উঃ—এইরূপ স্ত্রীলোক কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

১৬৪৫। প্রঃ—ছেলের খৎনা দেওয়া কালে গ্রামের সমস্ত মণ্ডল-প্রধানকে দাওয়াত দেওয়া হয়, ইহা কি?

উঃ—যদি ইহা জরুরি ধারণা করা হয়, তবে এইরূপ জিয়াফত বেদয়াত হইবে, উহা খাওয়া মকরুহ হইবে। জরুরি ধারণা না করিলে, মোবাহ হইবে।

১৬৪৬। প্রঃ—পণের শাদী পড়ান কি?

উঃ—বিবাহ পড়ান জায়েজ কিন্তু ঐ বাড়ীতে খাওয়া জায়েজ নহে।

১৬৪৭। প্রঃ—পুত্রবধু হরণ করিলে, কি হইবে?

উঃ—যদি দুজন পুরুষ তাহার সহিত জেনা করিতে কিম্বা তাহাকে চুম্বন অথবা কামভাবে স্পর্শ করিতে দেখে, তবে সেই স্ত্রী লোকটি তাহার স্বামীর পক্ষে চিরতরে হারাম হইবে। আর যদি শ্বশুর এই অপকার্য্যের কথা দুইটি লোকের সহিত সাক্ষাতে স্বীকার করে, তবে উক্ত প্রকার হুকুম হইবে। আর যদি দুটি সাক্ষী পাওয়া না যায় এবং শ্বশুর উহা স্বীকার না করে, এক্ষেত্রে যদি স্বামী স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে, তবে উক্ত প্রকার হুকুম হইবে।

এই তিন প্রকার ব্যতীত শরিয়তের কাজীর নিকট স্ত্রী হারাম হইবে না, কিন্তু খোদার নিকট হারাম হইবে।

১৬৪৮। প্রঃ—পরহেজগার ব্যক্তি পাগড়ী লইতে পারে কি না?

উঃ—উহা সকলের পক্ষে ব্যবহার করা মোস্তাহাব। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন ;—

عليكم بالعمائم فانها سيماء الملائكة ☆

"তোমারা পাগড়ী ব্যবহার করা লাজেম করিয়া লও, উহা ফেরেশতাগণের চিহ্ন।"

জইফ ছনদের হাদিছে আছে, পাগড়ী সহ এ রাকায়াত নামাজ পড়িলে ৭০ রাকায়াত ছওয়াব হইবে।

১৬৪৯। প্রঃ—কোন জমির একধারে কবরস্থান আছে, ঐ জমিনে বাসগৃহ নির্মাণ করা কি?

উঃ —জায়েজ, কিন্তু গোরের উপর বাসগৃহ নির্মাণ করা জায়েজ নহে। নেছাবোল এহতেছাব।

১৬৫০। প্রঃ—স্বেচ্ছায় বিনা জবরদস্তি যাহা কিছু দেওয়া হয়, উহা লওয়া জায়েজ। —মাছায়েলে-আরবাইন।

১৬৫১। প্রঃ—কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কবে মরিয়াছে, ইহাতে তিন প্রকার মত হইয়াছে. এস্থলে কি করিতে হইবে?

উঃ—ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের মৃত্যুর তারিখ দেখিয়া এদ্দত স্থির করিতে হইবে, ইহা সম্ভব না হইলে, এহতিয়াতের জন্য শেষ তারিখ ধরিয়া এদ্দত পালন করিতে হইবে।

১৬০২। প্রঃ—বিবাহের পরে ৬ মাসে সন্তান পয়দা হইলে সেই বিবাহকারীর সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে কি না?

উঃ—হাঁ হইবে। —শাঃ, ২-৮৫৭।

১৬৫৩। প্রঃ—আত্মহত্যাকারীর জানাজা পড়া জায়েজ হইবে কি না? তাহার জন্য দোয়া দরুদ পড়িয়া ছওয়াব রেছানি করা যায় কি না?

উঃ—জানাজা জায়েজ, যখন তাহার জানাজা জায়েজ হইল, তখন তাহার জন্য দোওয়া দরুদ পড়িয়া ছওয়াব রেছানি কর নিশ্চয় জায়েজ হইবে। শাঃ, ১-৮১৫।

১৬৫৪। প্রঃ—হাদিছে আছে, শয়তানের মাথায় সূর্য্য উদয় হয়, ইহার কারণ কি? শয়তানের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কি?

উঃ—মেশকাতের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় আছে, হজরত বলিয়াছেন, তোমরা সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হওয়া কালে নামাজের সময় স্থির করিও না, কেননা শয়তানের দুই সিংএর মধ্য দিয়া সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হইয়া থাকে। ইহা ছহিহ মোছলেমের হাদিছ।

আর এমাম মালেক, আহমদ ও নাছায়ি যে হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন, উহাতে আছে, সূর্য্য উদয় হওয়া কালে, অস্তমিত হওয়া কালে ও দ্বিপ্রহরের সময় শয়তান উহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, হজরত উক্ত তিন সময়ে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

মোল্লা আলী কারী মেরকাতে লিখিয়াছেন, শয়তানের দুই সিং এর অর্থ উহার মস্তকের দুই দিক, কেননা উদয় হওয়ার সময় সে সূর্য্যের সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, যেন তাহার মস্তকের

দুই দিকের মধ্য দিয়া উহা উদয় হয়, ইহাতে যেন সূর্য্য উপাসকদের কেবলা হইয়া পড়ে, (এইরূপ অবশিষ্ট দুই সময়ের অবস্তা বুঝিতে হইবে। সূর্য্য উপাসকদিগের এবাদতে যেন তাশাব্বোহ না হয়, এই হেতু নবি (ছাঃ) উম্মতে সেই তিন সময়ে নামাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।

১৬৫৫। প্রঃ—একজনের স্ত্রী থাকিতে শালীর সহিত নেকাহ করা কি? শালীর স্বামী তাহাকে তিন তালাক দিয়াছিল, প্রথম ব্যক্তি তহলিলের উদ্দেশ্যে শালীকে নেকাহ করিয়া সঙ্গম অন্তে তালাক দেয়, এক্ষণে সেই শালী তাহার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে কি না?

উঃ—স্ত্রী থাকিতে শালীর সহিত নেকাহ করা হারাম, যতদিবস তাহাকে ত্যাগ না করিবে এবং এই ফছখ অন্তে তাহার এদ্দত গত না হইবে, ততদিবস প্রথম স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হারাম হইবে। আলমগিরি, ১-২৯৫।

এইরূপ শালীকে নেকাহ করা ফাছেদ। শামী, ২-৪৮২।

আর নেকাহ ফাছেদ দ্বারা তহলীল ছহিহ হইতে পারে না। শামী, ২-৭৪০।

যতক্ষণ অন্য লোকের দ্বারা তহলিল না করান হয়, ততক্ষণ সেই শালী তাহার প্রথম স্বামীর পক্ষে হালাল হইবে না।

১৫৫৬। প্রঃ—মেহরাব কাহাকে বলে?

উঃ—মছজেদের ভিতরে ঠিক মধ্যস্থল পশ্চিম দিকে এমামের দাঁড়াইবার স্থানে চিহ্ন স্বরূপ যে ক্ষুদ্র অর্দ্ধ বৃত্তাকারের কামরাটি প্রস্তুত করা হয়, উহাকে মেহরাব বলা হয়। উহা মছজেদের মেজের সমতল হইয়া থাকে, এই মেহরাবে এমামের ছেজদা করাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু উভয় পা মেহরাবের মধ্যে স্থাপন করা মকরুহ তঞ্জিহি। অবশ্য যদি জুমা কিম্বা ঈদের দিবস বেশী লোকজনের সমবেশে স্থান সঙ্কুলান না হয়, তবে এমামের মেহরাবের মধ্যে পা রাখতে দোষ হইবে না।

ঈদগাহের মাঠে পশ্চিমদিকের প্রাচীরের সংলগ্ন ঐরূপ অৰ্দ্ধবৃত্তাকারের কামরা থাকিলেও উহা মেহরাব হইবে, কিন্তু মেহরাব ইদগাহের মাঠের সমতল হওয়া উচিত, আর যদি তথায় দেড়হাত, দুই হাত উচ্চ পোক্তস্তান প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু মেহরাবের আকারে না হয়, তবে উহা মেহরাব হইবে ন। শাঃ, ১-৬০৪, বাহ ২-২৬।

১৬৫৭। প্রঃ—ঈদগাহে দেড়হাত কিম্বা দুইহাত উচ্চস্থান বানাইয়া উহার উপর এমামের দাঁড়ান কি?

উঃ—মকরুহ হইবে, কিন্তু কি মকরুহ হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। আর যদি উচ্চস্থানে কতকগুলি মোক্তাদি দাঁড়াইয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে না। —শাঃ, ২-৬০৪-৬০৫।

১৬৫৮। প্রঃ—পিছনে বড় কাতার থাকিয়া আগে উক্ত পাকা স্থানের উপর ৫-৭ জন লোক দাড়াইলে এবং পিছনে বড় সারী থাকিলে, কোন দোষ হইবে কি না?

উঃ—না।

১৬৫৯। প্রঃ—গোরের উপর মছজেদ প্রস্তুত করা কি?

উঃ—নাজায়েজ, অবশ্য যদি গোরস্থানের একদিকে মছজেদ প্রস্তুত করা হয় যাহার মধ্যে গোর কিম্বা নাপাকি না থাকে, তবে জায়েজ হইবে। সম্মুখের দিকে, ডাহিন বামে, কিম্বা নীচে গোর থাকিলে, নামাজ পড়া মকরুহ হইবে। যদি ডাহিনে বামে কিম্বা সম্মুখে পৰ্দ্দা করিয়া দেওয়া হয়, তবে কোন দোষ হইবে ন।

আর যদি মছজেদর একদিকে কয়েকটি গোর থাকে, তবে সেই স্থানটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া অবশিষ্ট স্থানে নামাজ পড়িতে পারে।